রাঁচি, শুক্রবার
07:07:2023
web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >>263 >>21 Ashar 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ২৬৩ >> << ২১শে, আষাঢ় ১৪৩০>>

হলিউড এশীয় আমেরিকানদের নিয়ে আরও বেশি সিনেমা, টিভি শো তৈরি করছে

নিউ ইয়র্ক ঃ সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এশীয় এবং চাইনিজ আমেরিকানদের টিভি শো এবং চলচ্চিত্রে আরও বেশি দেখা যাচ্ছে। এর মধ্যে অনেকগুলো তরুণ দর্শকদের লক্ষ্য করে বানানো। মিডিয়ায় এশীয় আমেরিকানদের উপস্থিতি বৃদ্ধির কারণ শুধুমাত্র এই নয় যে, এটি স্ট্রিমিং যুগের একটি পণ্য। এটি এর চেয়েও বেশি কিছু। গ্রীষ্মকালীন ক্যাম্পের পরিচালক সি সি সু এবং তার ছাত্রদের জন্য এটি তাদের পরিচয়ের আরও সঠিক উপস্থাপনার দিকে একটি পদক্ষেপ। সু শৈশবে যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসন নিয়েছিলেন। তার লক্ষ্য হলো গ্রীষ্মকালীন ক্যাম্পে ছাত্রদেরকে তাদের সংস্কৃতি সম্পর্কে আরও বেশি শেখানো। হলিউড বৈচিত্র্যকে উৎসাহিত করার একটি উপাদান হিসেবে এশীয় আমেরিকান প্রতিনিধিত্বের গুরুত্ব সম্পর্কে আরও সচেতন হয়েছে। চাইনিজ কানাডিয়ান ইউটিউবার এবং মানবাধিকার কর্মী ইয়াও ঝাং বলেছেন, মহামারী চলাকালীন এশীয়বিরোধী ঘৃণার ঘটনা বেড়ে যাওয়া এশীয় আমেরিকানদের সম্পর্কে বেশি অনুষ্ঠানের পেছনে আরেকটি কারণ।

বাজার দর
SENSEX : 65785.64 +339.60
NIFTY : 19497.30 +98.80

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
29.00 °c	25.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 18.39 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05.08 টা

গহনার বাজার
সোনা (বিক্রী) 58,650 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 61,580 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 83,700 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

ভারতের আদালতে টুইটারের আবেদন খারিজ, অনলাইনে মাধ্যমের স্বাধীনতা নিয়ে উদ্বেগ

নয়া দিল্লি ঃ ভারতের একটি আদালত সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে আসা টুইট ও অ্যাকাউন্ট ব্লক করার আদেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে টুইটারের একটি আইনি আবেদন খারিজ করে দেয়। এই রায়কে বাকস্বাধীনতার প্রতি আঘাত বলে মনে করছেন ডিজিটাল অধিকার কর্মীরা। কর্ণাটকের হাই কোর্ট গত সপ্তাহে আবেদন খারিজের পাশাপাশি সরকারের আদেশ মানতে বিলম্বের কারণে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমটির বিরুদ্ধে ৬১ হাজার ডলার জরিমানার আদেশ দেয়। ডিজিটাল অধিকার সংস্থা ইন্টারনেট ফ্রিডম ফাউন্ডেশনের মুখপাত্র ও একজন আইনজীবী রাধিকা রায় ভয়েস অফ আমেরিকাকে বলেন, এই আদেশ অনলাইন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ব্যবহারকারীদের সুরক্ষা দেওয়ার কোনো ধরনের নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রয়োগ না করেই অনলাইনে মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে খর্ব করার একটি বিপজ্জনক উদাহরণ তৈরি করেছে। ভারত সরকার কর্ণাটকের হাইকোর্টের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে। যোগাযোগ, ইলেকট্রনিক্স ও তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক মন্ত্রী অশ্বীনি বৈষ্ণব এক টুইট বার্তায় বলেন, মাননীয় আদালত আমাদের অবস্থানকে সমুন্নত রেখেছে। দেশের আইন মেনে চলতে হবে। টুইটার আদালতকে জানিয়েছে, সরকার তাদেরকে কন্টেন্ট সরিয়ে ফেলার কোনো সুনির্দিষ্ট কারণের কথা জানায়নি এবং যাদের টুইট বা অ্যাকাউন্ট ব্লক করা হয়েছে, তাদেরকেও তা জানানো হয়নি। কিন্তু আদালত জানিয়েছে, ব্যবহারকারীকে এ বিষয়টি জানানোর কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। ডিজিটাল অধিকারকর্মীরা বলছেন, এতে উদ্বিগ্ন হওয়া উচিৎ, কারণ এ ক্ষেত্রে সরকারের কন্টেন্ট সরিয়ে ফেলার অনুরোধগুলো বৈধ কী না, তা খতিয়ে দেখার কোনো উপায় থাকছে না। রাধিকা রায় বলেন, এই মাত্রাতিরিক্ত ক্ষমতার (অ্যাকাউন্ট ব্লক করে দেওয়ার) সঙ্গে ব্লক করার নির্দেশে স্বচ্ছতার অভাব যেকোনো ব্যক্তি বা সংস্থার কন্টেন্টকেই ঝুঁকির মুখে ফেলে দিচ্ছে, যদি তা সরকারের কাছে অপছন্দনীয় মনে হয়। রাধিকা রয় উদ্বেগ প্রকাশ করেন, ভারত অনলাইনে মত প্রকাশের বিরুদ্ধে আরো বড় আকারে বিধিনিষেধ আরোপের দিকে আগাচ্ছে এবং বলেন, কর্ণাটকের রায় শেষ পর্যন্ত আইনের অপব্যবহারের মাধ্যমে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা কমিয়ে দিচ্ছে। অনলাইন প্ল্যাটফর্মের যথেচ্ছা ব্যবহারকে সীমিত করার ক্ষেত্রে এটি কোনো ভূমিকা রাখছে না। টুইটার জানিয়েছে, কন্টেন্ট সরিয়ে ফেলার অনুরোধের দিক দিয়ে বিশ্বে ভারতের অবস্থান চতুর্থ স্থানে। শীর্ষ ৩ দেশ হল জাপান, রাশিয়া ও তুরস্ক। ভারতে প্রায় ২ কোটি ৪০ লাখ টুইটার ব্যবহারকারী রয়েছেন। দেশটি এই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের সবচেয়ে বড় বাজারের অন্যতম। ইলন মাস্কের তত্ত্বাবধানে প্রতিষ্ঠানটি কন্টেন্ট সরিয়ে ফেলার নির্দেশ মেনে চলছে।

রাজধর্ম পালন করুন, পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন কমিশনারকে বললেন রাজ্যপাল

কলকাতা ঃ পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন কমিশনার রাজীব সিং নির্বাচনী দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছেন বলে মন্তব্য করেছেন রাজ্যের রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। আজ বৃহস্পতিবার রাজ্যপাল বলেছেন, 'এই রাজ্যের পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে আপনি আপনার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছেন। রাজ্যে এই নির্বাচন নিয়ে যে রক্তের হোলি খেলা শুরু হয়েছে, তা দমনে আপনি ব্যর্থ। মানুষ হতাশ। হিংসার যে রক্ত কমিশনারের হাতে লেগে আছে পবিত্র গঙ্গাজলেও তা ধোয়া যাবে না। তাই সময় আছে রাজধর্ম পালন করুন।' পশ্চিমবঙ্গের স্থানীয় সরকারব্যবস্থা পঞ্চায়েতের নির্বাচন হবে ৮ জুলাই। তবে এর আগে নির্বাচনের মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া ও প্রচারের সময় সংঘর্ষে অন্তত ১৭ জন নিহত হয়েছেন। বেশির ভাগ হামলায় শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস জড়িত ছিল বলে বিরোধীদের অভিযোগ।

এসব বিষয়ে নিয়ে আজ দুপুরে রাজ্যপাল রাজভবনে আয়োজন করেন সংবাদ সম্মেলনের। সেখানে রাজ্যপাল বলেন, 'এই বাংলায় হিংসার স্থান নেই। আমি শুনেছি পিতৃহারা শিশুর কান্না। তাই বলছি, রক্ত দিয়ে এই রাজনৈতিক হোলি খেলা বন্ধ হোক। মানুষের চোখের জল দেখেছি ভাঙর, পুরুলিয়া, বাসন্তীতে। এ ঘটনার কারা ঘাতক, তা রাজ্য নির্বাচন কমিশনারকে জানা উচিত। দেখেছি মানুষের, শিশুদের চোখের জল। দেখেছি হিংসায় মৃত্যু পিতৃহারা শিশুদের, তাদের কান্না শুনেছি। তাই বলছি রক্ত দিয়ে রাজনৈতিক হোলি খেলা বন্ধ হোক।'

রাজ্যপাল আনন্দ বোস বলেন, 'আমিই এই কমিশনার রাজীব সিংকে নিয়োগ করেছিলাম। তিনি রাজ্যবাসীকে হতাশ করেছেন। তাই বলছি কমিশনার মানুষের কথা শোনার চেষ্টা করুন। এখন ডবল ব্যালট ছাপানোর অভিযোগ উঠে আছে। তাই বলছি আগুন নিয়ে খেলবেন না। সময় আছে সুষ্ঠু নির্বাচন করার উদ্যোগ নিন।'

এবারের এই পঞ্চায়েত নির্বাচন হচ্ছে ৩ হাজার ৩১৭ গ্রাম পঞ্চায়েতের ৬৩ হাজার ২২৯ আসনে। আরও নির্বাচন হচ্ছে ৩৪১ পঞ্চায়েত সমিতির ৯ হাজার ৭৩০ আসনে। এরই সঙ্গে ২২ জেলা পরিষদের ৯২৮ আসনে ভোট হচ্ছে। মোট বুথের সংখ্যা ৬১ হাজার ৬৩৬। ভোটার ৫ কোটি ৬৭ লাখ ২১ হাজার ২৩৪ জন। এই বুথের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ৬৫ হাজার কেন্দ্রীয় বাহিনীর সদস্য এবং বিভিন্ন রাজ্যের ৭০ হাজার পুলিশ মোতায়েন করছে। ইতিমধ্যে এই বাহিনীর সদস্যরা পশ্চিমবঙ্গে আসতে শুরু করেছে।

গত ২০১৮ সালের সর্বশেষ পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়েছিল ১৪ মে। ওই নির্বাচনের সময় সংঘাতে নিহত হয়েছিল ২৩ জন।

গত ২০১৮ সালের নির্বাচনে ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের ৩৪ শতাংশ আসন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিতেছিলেন শাসকদল তৃণমূলের প্রার্থীরা। বাকি আসনেও সিংহভাগ দখল করেছিল শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। এবারও সেই লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে যেতে চেয়েছিল শাসকদল। কিন্তু বিরোধী বিজেপি, কংগ্রেস এবং বাম দলের প্রচণ্ড বাধার মুখে এবার অতটা আসন দখল করতে পারেনি। তবে অন্তত ১২ শতাংশ আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিতে গেছে তারা।

এবার এই ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েতে তৃণমূল ৮৪ হাজার ১০৭টি, বিজেপি ৫৪ হাজার ৭৪৯টি, সিপিএম ৪৭ হাজার ৩৫৮টি এবং কংগ্রেস ১৬ হাজার ১৪৭টি আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছে।

বুরকিনা ফাসোতে সন্দেহভাজন জঙ্গি হামলায় ১৫ জন বেসামরিক নাগরিক নিহত

বুরকিনা ফাসোঃ পশ্চিম আফ্রিকার দেশ বুরকিনা ফাসোতে বুধবার সন্দেহভাজন জিহাদিদের হামলায় অন্তত ১৫ জন বেসামরিক লোক নিহত হয়েছে বলে, নিরাপত্তা ও স্থানীয় সূত্র বার্তা সংস্থা এএফপিকে জানিয়েছে। আরও রক্তপাতের আশঙ্কায় লোকেদের নিরাপদে সরিয়ে নেয়ার কাজ শুরু হয়েছে। একজন স্থানীয় কর্মকর্তা এএফপিকে বলেছেন, সন্ত্রাসীরা আজ ভোরে পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ গ্নাগ্নার সোরঘায় একটি হামলা চালিয়েছে, এতে নারীসহ প্রায় ১৫ জন বাসিন্দার প্রাণ গেছে। একজন বাসিন্দা এবং নিরাপত্তা সূত্র হামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। বুরকিনা, বিশ্বের অন্যতম দরিদ্র একটি দেশ। দেশটি বছরের পর বছর ধরে জিহাদি বিদ্রোহীদের সাথে লড়াই করে চলেছে। ২০১৫ সালে মালি থেকে ওই বিদ্রোহের শুরু এবং একটি এনজিও'র পরিসংখ্যান অনুসারে এতে দশ হাজারেরও বেশি বেসামরিক নাগরিক, সেনা সদস্য এবং পুলিশ নিহত হয়েছে। এছাড়া, বাস্তুচ্যুত হয়েছে অন্তত ২০ লাখ মানুষ। বিদ্রোহ দমনে ব্যর্থ হওয়ায় সেনাবাহিনীর মধ্যে ক্ষোভ, গত বছর বুরকিনা ফাসোতে দুটি অভ্যুত্থানের জন্ম দেয়। সেনাবাহিনী ও নিরাপত্তা সূত্র জানিয়েছে, গত সপ্তাহে বুরকিনা ফাসোতে সন্দেহভাজন জিহাদিদের চারটি হামলায় অন্তত ৪০ জন স্বেচ্ছাসেবক মিলিশিয়া এবং ৩৯ জন নিয়মিত সৈন্য নিহত হয়েছে। ২৬শে জুন কেন্দ্রীয় নর্ড অঞ্চলে দুটি মারাত্মক সংঘর্ষ হয়, এবং এতে প্রাথমিকভাবে কয়েক ডজন লোক নিহত হয়। গত ৩০ জুন সেনাবাহিনী জানায়, সানমাতেঙ্গা প্রদেশের নোয়াকাতে যুদ্ধে, পিতৃভূমির প্রতিরক্ষার জন্য সহায়ক বাহিনীর স্বেচ্ছাসেবকদের ৩৩ জন সদস্য মারা গেছে। সেনাবাহিনীর এক বিবৃতি অনুসারে, প্রায় ৫০ জন সন্দেহভাজন জিহাদিও সংঘর্ষে মারা গেছে। এছাড়া প্রচুর পরিমাণে সামরিক উপকরণ উদ্ধার করা হয়েছে।

উপসাগরে ট্যাঙ্কার আটক করার ইরানি প্রচেষ্টা রুখে দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র

নিউ ইয়র্ক ঃ ২০১৯ সাল থেকে উপসাগরীয় অঞ্চলে জাহাজে হামলা বা দখলের ধারাবাহিকতায়, বুধবার সর্বসাম্প্রতিক প্রচেষ্টা চালায় ইরান। তবে ওই অঞ্চলে দুটি বাণিজ্যিক ট্যাঙ্কার আটক করা থেকে ইরানকে আটকাতে, হস্তক্ষেপ করেছে যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনী। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক জ্বালানি খাতের বহুজাতিক কোম্পানি শেভরন বলেছে, একটি ঘটনার সাথে জড়িত তাদের অন্যতম বৃহৎ অপরিশোধিত তেলের ট্যাঙ্কার রিচমন্ড ভয়েজার, এবং ওই জাহাজে থাকা ক্রুরা সবাই নিরাপদে ছিল। যুক্তরাষ্ট্র নৌবাহিনীর পঞ্চম নৌবহরের মুখপাত্র টিমোথি হকিন্স বলেছেন, দ্বিতীয় জাহাজটি আটক করার প্রচেষ্টার সময় ইরানী নৌবাহিনীর একটি জাহাজ থেকে গুলি চালানো হয়। দুটি ঘটনাই ঘটেছে ইরান ও ওমানের মধ্যবর্তী উপসাগরে। তবে হকিন্স বলেননি, জাহাজ দু'টিকে আটক করার হাত থেকে ঠিক কিভাবে প্রতিরোধ করেছে যুক্তরাষ্ট্র নৌবাহিনী। ঘটনার সাথে জড়িত দ্বিতীয় জাহাজ সম্পর্কে বিস্তারিত কিছুই তাৎক্ষণিকভাবে পরিষ্কার জানা যায়নি।

২০১৯ সাল থেকে, যুক্তরাষ্ট্র এবং ইরানের মধ্যে উত্তেজনার সময়ে কৌশলগত উপসাগরীয় জলসীমায় নৌ যানের উপর ধারাবাহিক আক্রমণ হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র নৌবাহিনী জানিয়েছে, মাত্র এক মাস আগেই ইরান এক সপ্তাহের ব্যবধানে দুটি তেলের ট্যাংকার আটক করেছে।

বিশ্লেষণী সংস্থা ভর্টেক্সার তথ্য অনুসারে, বিশ্বের অপরিশোধিত তেল এবং তেল জাতীয় পণ্য সরবরাহের প্রায় এক পঞ্চমাংশ হরমুজ প্রণালীর মধ্য দিয়ে যায়, যা ইরান এবং ওমানের মধ্যে একটি সরু স্থান যেখানে জাহাজগুলির ভিড় লেগে থাকে।

রিফিনিটিভ জাহাজ ট্র্যাকিং ডেটা থেকে দেখা যায় যে, বুধবারের ঘটনার আগে রিচমন্ড ভয়েজার সর্বশেষ নোঙ্গর করা হয়েছিল, সৌদি আরবের পূর্বাঞ্চলের রাস তান্নৌরা উপসাগরে। শেভরনের একজন মুখপাত্র বলেছেন, রিচমন্ড ভয়েজারে কোনও রকম প্রাণহানি, আঘাত কিংবা নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। মুখপাত্র এক বিবৃতিতে বলেছেন, জাহাজটি স্বাভাবিকভাবেই চলছে। আমাদের ক্রুদের নিরাপত্তা সবসময়ই আমাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার।

নৈতিকতা সঠিকভাবে হিজাব না পরা একটি ফৌজদারি অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে

ইরানকে বিক্ষোভকারীদের উপর নৃশংস দমনপীড়ন অবশ্যই বন্ধ করতে হবে ঃ জাতিসংঘ

জেনেভা ঃ ২২ বছর বয়সী ইরানী তরুণী মাহসা আমিনির পুলিশি হেফাজতে মৃত্যুর ১০ মাস পর, তার মৃত্যুর ব্যাপারে তদন্ত ও দায়ী ব্যক্তিদের জবাবদিহি করতে, ইরানি কর্তৃপক্ষের ব্যর্থতার নিন্দা করেছেন জাতিসংঘের তদন্তকারীরা। ইরানের তথাকথিত নৈতিকতা পুলিশ, হিজাব বা হেড স্কার্ফ দিয়ে সঠিকভাবে চুল ঢেকে না রাখার অভিযোগে আমিনিকে গ্রেপ্তার করেছিল।

ইরানের ইন্ডিপেন্ডেঃট ইন্টারন্যাশনাল ফ্যাক্টফাইন্ডিং মিশনের চেয়ারপার্সন সারা হোসেন বলেছেন, দশ মাস পরও... আমিনির পরিবারের সত্য ও ন্যায়ের অধিকার প্রাপ্তি অপূর্ণই রয়ে গেছে।

আমরা উদ্বিগ্ন যে, অভ্যন্তরীণ তদন্তগুলিতে আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের নিয়ম এবং মানগুলির মধ্যে ঘাটতি রয়েছে। যার মধ্যে তাৎক্ষণিকতা, স্বাধীনতা এবং স্বচ্ছতার প্রযোজনীয়তা রয়েছে।

১৬ সেপ্টেম্বর আমিনির মৃত্যুর পর শুরু হওয়া বিক্ষোভের সাথে সম্পর্কিত মানবাধিকার লঙ্ঘনের তদন্তের জন্য, তিন সদস্যের মিশন গত ২৪ নভেম্বর, ২০২২ সালে গঠিত হয়। মিশনটি , বিশেষত নারী ও মেয়েদের সম্মান সম্পর্কিত প্রথম মৌখিক আপডেটটি, বুধবার জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলের কাছে উপস্থাপন করেছে।

যদিও ইরানে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগগুলি আর বিশ্ব মিডিয়ার মনোযোগে তেমন প্রাধান্য পায় না।প্যানেল বলছে, দেশটির পরিস্থিতি ক্রমাগত অবনতির দিকে যাচ্ছে। এতে বলা হয়, নির্বিচারে গ্রেপ্তার ও আটক, যৌন ও লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা, নির্যাতন, জোরপূর্বক গুম এবং শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদকারীদের মৃত্যুর খবর শোনা ও পাওয়া যাচ্ছে।

হোসেন উল্লেখ করেছেন, ইরান সরকারের ঘোষণা যে তারা বিক্ষোভের সাথে জড়িত ২২,০০০ লোককে ক্ষমা করেছে, এটা ইঙ্গিত করে, আরও অনেককে আটক করা হয়েছে কিংবা অভিযুক্ত করা হয়েছে।

ফ্যাক্টফাইন্ডিং মিশন বলেছে, আটকে থাকা বাকিদের মধ্যে অন্তত ১৭ জন সাংবাদিক তাদের বিক্ষোভের প্রতিবেদন করার জন্য এবং বিক্ষোভকারীদের রক্ষাকারী অনেক মানবাধিকার আইনজীবী এবং অন্যান্য আইনজীবীরা রয়েছেন। এতে আরও বলা হয়, যেসব নারী ও মেয়েরা দেশের জোরপূর্বক পর্দাপ্রথার আইন মেনে চলতে অস্বীকার করে, তাদের গ্রেফতার ও আটক করা হচ্ছে এবং তাদের পরিবারের সদস্যরা হয়রানির শিকার হচ্ছেন।

হোসেন বলেন, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনে সংরক্ষিত অধিকার প্রযোগের জন্য প্রতিবাদকারীদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হচ্ছে।

নভেম্বর থেকে, এ পর্যন্ত অন্তত ২৬ জন ব্যক্তিকে বিক্ষোভের কারণে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে এবং আরও কয়েক ডজন মৃত্যুদণ্ড যোগ্য অপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছে বা তার মুখোমুখি হয়েছে।

তিনি বলেন, সবচেয়ে ভয়াবহ ব্যাপার হচ্ছে নির্যাতনের মাধ্যমে নেওয়া ব্যক্তিদের স্বীকারোক্তিসহ ন্যায্য বিচার লঙ্ঘনের গুরুতর অভিযোগের মধ্যেই , তাড়াহুড়ো করে বিচারের পর সাতজনের মৃত্যুদন্ড ইতোমধ্যেই কার্যকর করা হয়েছে।

তদন্তকারীরা ইরানি কর্তৃপক্ষকে ফাঁসি বন্ধ করার জন্য এবং শান্তিপূর্ণ সমাবেশে তাদের বৈধ অধিকার প্রযোগ করার জন্য ও বিক্ষোভের রিপোর্ট করার অভিযোগে আটক সকলকে মুক্তি দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

প্যানেলটি বিবেচনাধীন দুটি খসড়া প্রস্তাবের বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে, যা জোর করে পর্দা করার বিধান লঙ্ঘনের জন্য নারী ও মেয়েদের শাস্তি বাড়াবে। আইন করা হলে, তারা সতর্ক করে দিয়েছে এই সব প্রস্তাব নারী ও মেয়েদের বিরুদ্ধে সহিংসতা, হয়রানি এবং নির্বিচারে আটকে রাখা এবং প্রবেশের বৈষম্যের ঝুঁকি বাড়াবে।

ফ্যাক্টফাইন্ডিং মিশনের সদস্য শাহীন সরদার বলেন, হিজাব আইন আরও কঠোর হতে চলেছে... সঠিকভাবে হিজাব না পরা একটি ফৌজদারি অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে এবং এর জন্য আরও কঠিন শাস্তি হবে।

চেয়ারপারসন হোসেন বলেন, মিশন বারবার কর্তৃপক্ষের কাছে ইরান সফরের অনুমতি চেয়েছে, যাতে তদন্তের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করা যায়। তিনি বলেন, মিশন সরকারী কর্মকর্তা এবং সরকারী কর্তৃপক্ষসহ বিক্ষোভ দ্বারা প্রভাবিত বা জড়িতদের সাথে সরাসরি দেখা করা এবং তাদের কথা শোনা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে।

তিনি বলেন, তবে, আমরা এখনও দেশে তথ্য এবং অবাধ প্রবেশাধিকারের জন্য আমাদের অনুরোধের সাড়া পাইনি।

গত সেপ্টেম্বরের দেশব্যাপী বিক্ষোভকারীরা যে নিছক সহজ এবং শান্তিপূর্ণ সমাবেশ করেছিলেন তদন্তকারীদের এমন বর্ণনাকে ইরান নাকচ করে দিয়েছে।

ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের হাই কাউন্সিল ফর হিউম্যান রাইটস এর মহাসচিব কাজেম গারিব এবাদি কাউন্সিলকে বলেছেন, বেশ কয়েকটি পশ্চিমা দেশ দাঙ্গা উস্কে দেওয়ার সাথে জড়িত ছিল।

তিনি অভিযোগ করেন, সন্ত্রাসীরাও ঘটনাস্থলে প্রবেশ করেছিল এবং সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর সাথে যুক্ত প্রায় ১০০ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। দাঙ্গার সময় ৮,০০০ টিরও বেশি অস্ত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়, এবং ৭৫ জনের বেশি আইন প্রযোগকারী বাহিনীসহ সাধারণ মানুষ দাঙ্গাকারীদের হাতে শহীদ হয়েছিল।

তদন্তকারীরা তাদের দিক থেকে, ইরানের সরকারকে তাদের আদেশের সাথে সহযোগিতা করার জন্য এবং ক্ষতিগ্রস্ত সকলের প্রমাণ প্রদানে বাধাহীন এবং নিরাপদ সুবিধা আছে তা নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়েছে। তারা আরও বলেছে, ইরানকে অবশ্যই প্রতিবাদের সাথে সম্পর্কিত অপরাধের জন্য দায়ীদের বিচার করতে ও উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে এবং সমস্ত ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

ফ্যাক্টফাইন্ডিং মিশন ২০২৪ সালের মার্চের অধিবেশনে কাউন্সিলের কাছে তাদের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন উপস্থাপন করবে।

এবারে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে মালদা জেলা পরিষদের মহিলা প্রার্থীদের সংখ্যায় অনেকটাই এগিয়ে শাসকদল তৃণমূল

মালদা। এবারে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে মালদা জেলা পরিষদের মহিলা প্রার্থীদের সংখ্যায় অনেকটাই এগিয়ে শাসকদল তৃণমূল। মহিলাদের ওপর নির্ভর করে তৃণমূল এবারের পঞ্চায়েতে যে বাজিমাত করার পরিকল্পনা নিয়েছে তা অবশ্য এক বাক্যে স্বীকার করেছে দলের জেলা নেতৃত্ব। যদিও মহিলা প্রার্থী দাঁড় করানোর ক্ষেত্রে কংগ্রেসের থেকেও পিছিয়ে রয়েছে বিরোধী দল বিজেপি। আর তার থেকে আরো একধাপ পিছিয়ে রয়েছে বামফ্রন্ট। মালদা জেলা পরিষদের মোট ৪৩ টি আসনের মধ্যে তৃণমূলের পক্ষ থেকে কোথাও আদিবাসী মহিলা প্রার্থী, আবার কোথাও সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগুরু মহিলা প্রার্থী এবারের নির্বাচনে দাঁড় করানো হয়েছে। সেক্ষেত্রে বিরোধীদল বিভিন্ন শ্রেণীর মহিলা প্রার্থী খুঁজেই পায় নি বলে অভিযোগ শাসক দল তৃণমূলের।

দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে এবারে সকলের নজর রয়েছে মালদা জেলা পরিষদের ৪৩ টি আসনের দিকে। এই ৪৩ টি আসনের মধ্যে তৃণমূল ২২ জন মহিলা প্রার্থীকে নির্বাচনে দাঁড় করিয়েছে। যাদের মধ্যে কেউ রয়েছেন গৃহবধূ, কেউ সমাজকর্মী, আবার কেউ একনিষ্ঠ রাজনীতিবিদ। কংগ্রেসের এবারের জেলা পরিষদের মহিলা প্রার্থী রয়েছেন ১৯ জন। বিজেপির মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা ১৮ জন এবং মালদা জেলা পরিষদের বামফ্রন্টের মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা ১৪ জন। মালদা জেলা পরিষদের কংগ্রেস বামেদের জোট হয়েছে মোট ১৩টি আসনে।

বাগডোগরা ব্যাঙডুবি সেনা ছাউনিতে হঠাৎ ঢুকে পড়লো হাতি

শিলিগুড়ি ঃ বাগডোগরা ব্যাঙডুবি সেনা ছাউনিতে ঢুকে সেনা জওয়ানদের তাড়া করে সমস্ত চত্বর দাপিয়ে বেড়ালো একটি দাঁতাল হাতি। ঘটনার ভিডিও ইতিমধ্যে সোশ্যাল মিডিয়াতে ভাইরাল হতে শুরু করেছে। জানা গিয়েছে বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই বৃষ্টি পড়ছিল এলাকায়। সেই সময় আচমকাই একটি দাতাল হাতি ওই এলাকায় থাকা সেনা ছাউনির কার্যালয়ে ঢুকে পড়ে। হাতিকে দেখেই সেখানে থাকা সেনা জওয়ানদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়া এবং তারাও ভয়ে ছোটাছুটি করতে থাকে। দেখা যায় হাতিটি সেখানে থাকা সেনা দেওয়ানদের তাড়া করছে।

পঞ্চম দ্বিবার্ষিক সম্মেলনের আয়োজন ওয়েস্ট বেঙ্গল স্মল সেভিংস এজেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের

শিলিগুড়ি ঃএকাধিক দাবি নিয়ে আগামী ১ ও ২ তারিখ পঞ্চম দ্বিবার্ষিক সম্মেলনের আয়োজন করতে চলেছে ওয়েস্ট বেঙ্গল স্মল সেভিংস এজেন্টস অ্যাসোসিয়েশন। বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি জার্নালিস্ট ক্লাবে সাংবাদিক বৈঠকে জানান সংগঠনের সদস্যারা। সংগঠনের দাবি,YB Reddy এর সুপারিশ অনুযায়ী কমিশন ২ করতে হবে, এজেন্টদের সচিত্র পরিচয়পত্র অবিলম্বে দিতে হবে, ডাকঘরের লিঙ্কের সমস্যার সমাধান করতে হবে, এজেন্টরা ১৫ বছর ও তার বেশি সময় এজেন্সী করলে তাদেরকে পেনশন এবং সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের সুবিধা অবিলম্বে চালু করতে হবে। আরও একাধিক দাবি নিয়ে আগামী ১ ও ২ তারিখ শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে সংগঠনের পঞ্চম দ্বিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।বৃহস্পতিবার দুপুরে শিলিগুড়ি জার্নালিস্ট ক্লাবে সাংবাদিক বৈঠক করে এবিষয়ে বিস্তারিত জানান সংগঠনের সদস্যরা।

বাঁশ বাগান থেকে তিন ব্যাগ ভর্তি বোমা উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য

মালদা। মানিকচক থানার গোপালপুর জিসরাতটোলা এলাকার বাঁশ বাগান থেকে তিন ব্যাগ ভর্তি বোমা উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশ গিয়ে এলাকাটি ঘিরে রাখে। খবর দেওয়া হয় বোম ডিস্পোজাল টিমকে। উদ্ধার হওয়া বোমাগুলি নিস্ক্রিয় করে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন বাঁশ বাগানের পাশ দিয়ে গ্রামের কয়েকজন মানুষজন যাচ্ছিলেন। ঠিক সেই সময় বাঁশঝাড়ের মধ্যে তিনটি ব্যাগ পড়ে থাকতে দেখেন। ব্যাগ দেখে আতঙ্কিত হয়ে ওঠেন গ্রামের বাসিন্দারা।খবর দেওয়া হয় মানিকচক থানাতে। ইতিমধ্যে পুলিশ এসে ঘটনাস্থলটি ঘিরে রাখে। সেখান থেকে ১১টি কৌটো বোমা উদ্ধার হয়েছে। বাগানের জোগানদার জামিল শেখ জানিয়েছেন, বেশ কিছুদিন ধরে কিছু অচেনা কিছু লোক এই বাগানে ঘোরাঘুরি করছিল। এরপরই এদিন দুপুরে বোমাগুলি উদ্ধার করে পুলিশ। যদিও মানিকচক থানার পুলিশ জানিয়েছে, বোম ডিস্পোজাল টিমকে খবর দেওয়া হয়। তারা এসে ১১টি কৌটো বোমা উদ্ধার করে, পরে সেগুলি নিস্ক্রিয় করা হয়।

পঞ্চায়েত নির্বাচনে স্বতন্ত্রভাবে প্রতিদ্বিন্দ্বিতা ও প্রচারের জন্য ২৭ তৃণমূল কর্মীকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে

শিলিগুড়ি ঃ তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে নির্দল হয়ে পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কারণে ১২ জন প্রার্থী ও তাদের হয়ে প্রচার করার কারণে ১৫ জন কর্মীকে তৃণমূল কংগ্রেস দল থেকে বহিষ্কার করলো জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল কংগ্রেস। বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি সংলগ্ন কানকাটা মোড়ে জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়ে একটি সাংবাদিক বৈঠক করে মোট ২৭ জনকে দল থেকে বহিষ্কার করেন জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সহসম্পাদক দেবাশীষ প্রামাণিক। এদিনের এই সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ব্লক সভাপতি সুধা সিংহ চ্যাটার্জি সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা।

২ জুলাই আলিপুরদুয়ারে বিরোধী নেতা শুভেন্দু অধিকারীর জোরালো সভা, প্রস্তুতি জোরকদমে

আলিপুরদুয়ার ঃ ২ জুলাই আলিপুরদুয়ারে প্রচারে আসছেন বিরোধী নেতা শুভেন্দু অধিকারী। আলিপুরদুয়ার জেলার বীরপাড়া, কালচিনি, বারবিশা এলাকায় শুভেন্দু অধিকারীর জনসভার আয়োজেন করা হবে। এ জন্য প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে। আলিপুরদুয়ার বিজেপির তরফে এই তথ্য জানিয়ে বলা হয়েছে, জেলায় শুভেন্দু অধিকারীর বহু জনসভার আয়োজেন করা হবে। বিজেপি দাবি করেছে, এই সভায় লক্ষাধিক বিজেপি কর্মীসমর্থক জড়ো হবেন। এর আওতায় সব জায়গা পরিদর্শন করা হচ্ছে। বৃহস্পতিবার বারবিশা বিবেকানন্দ ময়দান পরিদর্শন করেন কুমারগ্রামের বিধায়ক মনোজ কুমার। এই মাঠে শুভেন্দু অধিকারীর জন্য একটি সভা মঞ্চ তৈরি করা হবে। পুরো জেলায় ব্যানার পোস্টার দিয়ে সাজানোর কাজ শুরু হয়েছে।

গভর্নর কালিম্পং পৌঁছেছেন

কালিম্পং ঃ উত্তরবঙ্গে চার দিনের সফরে থাকা রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস বৃহস্পতিবার কালিম্পং পরিদর্শন করেছেন। বৃহস্পতিবার সকালে শিলিগুড়ির স্টেট গেস্ট হাউস থেকে সড়কপথে কালিম্পং পৌঁছেন তিনি। বলা হচ্ছে, পঞ্চায়েত নির্বাচনকে সামনে রেখে উত্তরবঙ্গ সফরে থাকা রাজ্যপাল বসু নির্বাচনের প্রস্তুতির খতিয়ে দেখতে কালিম্পং সফর করেছিলেন। এসময় তাকে স্বাগত জানাতে জেলা প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। কালিম্পং জেলা পুলিশ তাকে গার্ড অব অনার প্রদান করে। তার সফরকালে, তিনি শিশু সুরক্ষা মিশনের অবস্থা সম্পর্কে জানতে কালিম্পংয়ের ৮ মাইলে শিশু সুরক্ষা মিশনও পরিদর্শন করেন। কালিম্পংয়ে তিনি জেলা প্রশাসন, পুলিশ কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে দেখা করবেন বলেও শোনা যাচ্ছে। তথ্য অনুযায়ী, রাজ্যপাল বৃহস্পতিবার কালিম্পংয়ের ডেলোতে ট্যুরিস্ট লজে থাকবেন এবং শুক্রবার দার্জিলিং চলে যাবেন।

দিনহাটায় গ্রেফতার বিজেপি প্রার্থী

কোচবিহার ঃ দিনহাটায় বিজেপির জেলা পরিষদ প্রার্থীকে ২০২৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে দল পরিবর্তন করার পরে একটি পুরানো মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। ১৫ জুন, জেলা পরিষদ সদস্য তরণীকান্ত বর্মন দল থেকে টিকিট প্রত্যাখ্যান করার পরে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেন। বুধবার তাকে গ্রেফতার করে কোচবিহার পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ। পুলিশের দাবি, ২০১৯ সালে খুনের চেষ্টার মামলায় এই গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে থানায় গিয়েছিলেন কোচবিহার উত্তরের বিধায়ক সুকুমার রায় এবং তুফানগঞ্জের বিধায়ক মালতি রাওয়া রায়। এ নিয়ে বৃহস্পতিবার দিলীপ অভিযোগ করেন, পুলিশ ও সরকারি কর্মচারীদের ব্যবহার করে তৃণমূল নির্বাচনে জেতার চেষ্টা করছে।

জেলায় শতাধিক কর্মী সমর্থক নিয়ে প্রচারে নামলেন তৃণমূল

জলপাইগুড়ি ঃ শতাধিক কর্মী সমর্থক নিয়ে জলপাইগুড়ি জেলার বানারহাট ব্লকের নিউ ডুয়ার্স ডিভিশনে প্রচার চালালেন জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের ৩ নম্বর আসনের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী বিমল মাহালি । উন্নয়নকে হাতিয়ার করেই প্রচারে নেমেছেন তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী । বৃহস্পতিবার বিকেলে তার সাথে প্রচারে পা মিলিয়েছিলেন চা বাগানের শতাধিক পুরুষ ও মহিলা শ্রমিকরা। তৃণমূল প্রার্থীকে নিয়ে দারুন উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায় কর্মী সমর্থকদের মধ্যে।

পঞ্চায়েত নির্বাচনের মুখে কালিয়াচকের কংগ্রেস গড়ে ভাঙন

মালদা ঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনের মুখে কালিয়াচকের কংগ্রেস গড়ে ভাঙন। কালিয়াচক ১ ব্লকের রাজনগর এলাকায় প্রায় ২০০ জন কর্মী কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান করলেন। শুক্রবার এই যোগদান কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের সেচ ও উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন । আর কয়েকদিন পরে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন আর সেই নির্বাচনের প্রাক্কালে কংগ্রেসের একসাথে এতজন কর্মী দলত্যাগের ঘটনায় অস্বস্তিতে পড়েছে দলের জেলার নেতৃত্ব। যদিও এদিনের কালিয়াচকের রাজনগর এলাকায় এই যোগদান কর্মসূচি সম্পর্কে কোনও কিছু জানা নেই বলে জানিয়েছে জেলা কংগ্রেস নেতৃত্বে।

মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন ধরেই রাজনগর এলাকার এইসব কর্মীরা তৃণমূলের যোগ দেওয়ার কথা আমাদের জানিয়ে আসছিলেন। পঞ্চায়েত নির্বাচনের মুখে সংশ্লিষ্ট এলাকার দলীয় কার্যালয় এই যোগদান কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। সেখানে প্রায় ২০০ জন কর্মী কংগ্রেস ছেড়ে যোগদান করেন । তাদের হাতে দলীয় ঝান্ডা তুলে স্বাগত জানানো হয়েছে।

যদিও এদিন তৃণমূলে যোগদানকারী কর্মীরা জানিয়েছেন , দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় কংগ্রেস করে কোনও মর্যাদা মিলছিল না । এমনকি পঞ্চায়েত নির্বাচনের মুখে অবাঞ্ছিত ভাবে প্রার্থী করা হয়েছে। যারা এতদিন ধরে কংগ্রেস করে এসেছে, তাদের বাদ দিয়ে অন্যদের প্রার্থী করানো হয়েছে। দলের জেলা নেতৃত্বের এইসব দ্বিচারিতার কারণে তাঁরা এদিন তৃণমূলে যোগদান করেছেন।

সুজাপুরের কংগ্রেসের প্রাক্তন বিধায়ক ইশাখান চৌধুরী জানিয়েছেন, তাদের দলের কোনও কর্মীরাই তৃণমূলে যোগ দেয় নি । তৃণমূলের এসবই বানানো কর্মসূচি।

ফুলবাড়ী ঘোষপুকুর বাইপাস রাস্তার এশিয়ান হাইওয়েদের উপরে দুই গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ

শিলিগুড়ি ঃ ফুলবাড়ী ঘোষপুকুর বাইপাস রাস্তার এশিয়ান হাইওয়েদের উপরে দুই গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ। এই ঘটনায় আহত হলেন ডাম্পার গাড়ি চালক। তাকে উদ্ধার করে ফুলবাড়ির একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে আসে ফুলবাড়ি ট্রাফিক পুলিশ ও নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ দুটি গাড়িকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়।

পাকা সেতুর দাবিতে জাতীয় সড়ক অবরোধ করলো এলাকার ছাত্রছাত্রীরা

আলিপুরদুয়ারঃ আলিপুরদুয়ার জেলার ফালাকাটা পুরসভার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের বড়ডবা ঘাটে মুজনাই নদীর পাকা সেতুর দাবিতে ফালাকাটা ১৭নম্বর মেইনরোড জাতীয় সড়ক অবরোধ করলো এলাকার ছাত্রছাত্রীরা। এর ফলে বেশ কয়েক ঘন্টা যান চলাচল বন্ধ থাকে।পরিস্থিতি সামলাতে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ফালাকাটা থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। গ্রামবাসী এবং ছাত্রছাত্রীদের দাবি দীর্ঘদিন ধরে এই নদীর ওপর কোন সেতু নেই প্রতিবার নির্বাচনের আগে নেতা মন্ত্রীরা এসে প্রতিশ্রুতি দিয়ে যায়,কিন্তু আজ পর্যন্ত নদীর ওপর কোনো সেতু তৈরি হয়নি, আজকেও তারা নৌকো দিয়ে নদী পার হতে গিয়ে নৌকো উল্টে নদীর জলে পড়ে গিয়ে তাদের বিদ্যালয়ে যাওয়া বন্ধ হয়ে যায়, মুমূর্ষু রোগীদের নিয়ে ফালাকাটা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যেতে পারেনা তারা, পথেই তাদের প্রাণ হারাতে হয়, কৃষিজ ও ফসল তারা কৃষক বাজারে নিয়ে আসতে পারে না, নির্বাচনের আগে সকলেই তাদের কাছে এসে প্রতিশ্রুতি দিয়ে যায় এরপর নির্বাচনী বৈতরণী পার হয়ে গেলে আর কেউ তাদের সঙ্গে দেখা করে না। তাদের সেই সেতুর দাবিতেই আজ তারা পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায়।

রাজ্যের শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর বিরুদ্ধে আদর্শ আচরন বিধি ভঙ্গের অভিযোগ

উত্তর দিনাজপুর ঃ রাজ্যের নির্বাচনের বাকি আর মাত্র আট দিন। রাজ্য নির্বাচন কমিশন ভোট ঘোষনার সঙ্গে সঙ্গে আদর্শ আচরন বিধি লাগু হলো বলে জানিয়ে দিয়েছিলেন। আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে উত্তর দিনাজপুর জেলা পরিষদের ১৬ নম্বর আসনে প্রার্থী হয়েছেন রাজ্যের শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর স্ত্রী জোৎস্না সিনহা বর্মন। তার হয়েই গ্রামে গ্রামে হুডার বাজিয়ে লালবাতি জ্বালানো গাড়িতে প্রচার করছেন মন্ত্রী সত্যজিৎ বর্মন। বিরোধীদের হাতে এই তথ্য আসার পরই মন্ত্রীর বিরুদ্ধে নির্বাচনী বিধি ভঙ্গের অভিযোগ তুলে সড়ব হয়েছেন। বিজেপি জেলা সভাপতি বাসুদেব সরকারের অভিযোগ, সরকারি ক্ষমতাকে অপব্যবহার করে স্ত্রী হয়ে নির্বাচনী প্রচার করছেন শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সত্যজিৎ বর্মন। নির্বাচন আচরন বিধি ভঙ্গ করায় তারা জেলা নির্বাচন আধিকারিকের দ্বারস্থ হবেন। অন্যদিকে একই অভিযোগ তুলে সড়ন হয়ে নিজের মন্ত্রীত্বের প্রভাব দেখিয়ে ভোটারদের প্রভাবিত করার অভিযোগ তুলে সড়ব হয়েছেন সিপিএমের জেলা সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য উত্তম পাল। তবে বিরোধীদের এই অভিযোগকে পাত্তা না দিয়ে মন্ত্রী সত্যজিৎ বর্মনের দাবি, তিনি সরকারি প্রটোকল মেনে সরকারি গাড়ি ব্যাবহার করছেন। নির্বাচন দপ্তর তাকে এনিয়ে কিছুই জানায়নি বলেও তার দাবী। তবে মন্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠায় জেলা নির্বাচন দপ্তর বেশ খানিকটা বেকায়দায় পড়েছে। রায়গঞ্জ মহকুমা নির্বাচন আধিকারিক তথা রায়গঞ্জের মহকুমা শাসক কিংশুক মাইতি জানিয়েছেন, নির্বাচন আচরন বিধি লাগু হবার পর কোন নেতা মন্ত্রী আইন ভাঙলে তার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করবে জেলা নির্বাচন দফতর। তবে মন্ত্রীর বিরুদ্ধে নির্বাচন দফতরের কাছেকোন অভিযোগ জমা পড়ে নি বলে মহকুমা শাসক জানিয়েছেন।

পঞ্চায়েত নির্বাচনে এবার কে এল ও নেতা জীবন সিং এর ভিডিও বার্তা

কোচবিহার ঃ পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে রাজনৈতিক সংঘর্ষে উত্তপ্ত গোটা কোচবিহার জেলা। তারই মধ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে কোচবিহারবাসীর উদ্দেশ্যে ভিডিও বার্তা কে এল ও নেতা জীবন সিং এর। বর্তমানে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল সেই ভিডিও বার্তা। ভিডিও বার্তার মাধ্যমে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরোধিতা করেন কে এল ও নেতা জীবন সিং। তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূল কংগ্রেসের বিরোধিতা করে রাজবংশী সম্প্রদায় মানুষের কাছে বার্তা রাখেন, মমতা বঃেদ্যাপাধ্যায় আমাদের জাতি মাটির শত্রু। মমতা বঃেদ্যাপাধ্যায় বলেছে রক্ত দিবে তবু আলাদা রাজ্য হতে দেবে না। মমতা বঃেদ্যাপাধ্যায় বোঝেনা জন বারলা, শংকর ঘোষ, নিশীথ প্রামাণিক, মালতি রাভা দের মনের কথা। মমতা বঃেদ্যাপাধ্যায় নিশীথ প্রামাণিককে হত্যা করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে।জীবন সিংকে হত্যা করতে চায়, যে জীবন সিং কে ভারত সরকার ওয়েলকাম জানিয়েছে, অ্যাপ্রসিয়েট করেছে, ধন্যবাদ জানিয়েছে।জাতি ধর্ম দল নির্বিশেষে সকলকে একত্রিতভাবে তৃণমূল সরকারের বিরোধিতা করার আবেদন জানান।

পুলিশ সুপারের দপ্তরের সামনে অবস্থানে বসেছে কোচবিহারের ছয় জন বিধায়ক

কোচবিহার ঃ বেছে বেছে বিজেপি প্রার্থী এবং বিজেপি নেতৃত্বদের গ্রেফতার করার প্রতিবাদে আজ কোচবিহারে পুলিশ সুপারের দপ্তরের সামনে অবস্থানে বসেছে কোচবিহারের ছয় জন বিধায়ক। অভিযোগ পুলিশ নিরপেক্ষভাবে কাজ করছে না। তৃণমূলের নির্দেশে পুলিশ বেছে বেছে বিজেপি প্রার্থীদের গ্রেফতার করছে। বিজেপির জেলা সভাপতি সুকুমার রায় বলেন, নির্বাচন ঘোষণার পর থেকে বিজেপি প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র জমা দিতে বাধা দেওয়া হয়। বিজেপির প্রার্থীদের বাড়িতে হামলা হচ্ছে। একইসঙ্গে তিনি অভিযোগ করেন বিজেপির প্রার্থীদের বেছে বেছে গ্রেফতার করছে পুলিশ। বিজেপি জেলা পরিষদের প্রার্থী তরনিকান্ত বর্মনকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। একই মামলায় তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতির নাম রয়েছে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করছে না। সিতাই বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপির গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রার্থী টুলটুল বর্মনকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। তার নামে কোনো মামলাও নেই।মুখ্যমন্ত্রী মমতা বঃেদ্যাপাধ্যায় নির্বাচনী প্রচারে কোচবিহারে এসে পুলিশ সুপারকে এমন কি বলে গেলেন যে পুলিশ সুপার বেছে বেছে বিজেপি প্রার্থীদের গ্রেফতার করছে। যতক্ষণ পর্যন্ত পুলিশ সুপার এসে কথা বলবেন না তাদের এই অবস্থান চলবে।

প্রজেক্ট করার নাম করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিখোঁজ নাবালক ছেলে

শিলিগুড়ি প্রজেক্ট করার নাম করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিখোঁজ নাবালক ছেলে। দুশ্চিন্তায় ভুগছে পরিবার। জানা গিয়েছে, বন্ধুর বাড়িতে প্রজেক্ট করতে যাচ্ছি বলে গত মঙ্গলবার সাইকেল নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল শিলিগুড়ি শহর লাগোয়া পূর্ব হাতিয়াডাঙ্গার বাসিন্দা গৌরব সাহা। কিন্তু তারপর থেকে আর কোনো খোঁজ নেই তার। গৌরব তার বাবা মায়ের একমাত্র ছেলে। যদিও এক দিদি রয়েছে। মাত্র ১৩ বছর বয়সী সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র।

জেলা জুড়েই চলছে বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি,বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টির আশঙ্কা

জলপাইগুড়ি ঃ ২৮শে জুন থেকে ২রা জুলাই উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলাতে ভারী বৃষ্টির সর্তকতা জারি করা হয়েছে।জলপাইগুড়ি জেলায় রয়েছে অল্প থেকে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। বৃহস্পতিবার রাত থেকে একনাগাড়ে জেলা জুড়ে চলছে ভারী বৃষ্টি, সেন্ট্রাল ফ্লাড কংট্রোল রুম সূত্রে জানা গেছে,গত চব্বিশ ঘণ্টায় এদিন সকাল আটটা পর্যন্ত জলপাইগুড়িতে বৃষ্টির পরিমাণ,৭১.২০, মাথাভাঙ্গায় ৩২.৬০, শিলিগুড়িতে ২৭.৬০ এবং মালবাজারে ৩০.০২ মিলিমিটার। উত্তরের তিস্তা ,জলঢাকা, গিলান্ডি ডুডুয়া সহ বিভিন্ন নদীতে ক্রমশ বাড়ছে জলস্তর, মেখলীগঞ্জ এবং দোমহনি এই দুই জায়গা দিয়ে বয়ে যাওয়া তিস্তা নদীর দু পারের অসুরক্ষিত এলাকায় জারী হয়েছে হলুদ সংকেত।অবিরাম বৃষ্টি হয়ে যাওয়ায় যে কোনো মুহূর্তে এই নদী গুলোর পার্শ্ববর্তী এলাকায় বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে বলেই মনে করছেন সংশ্লিষ্ঠ মহল। এদিন জেলা জুড়েই চলছে বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ সহ লাগাতার বৃষ্টি। শহরের অনেক জায়গায় জল জমে যাওয়ায় দুর্ভোগ যাত্রীদের।

রাস্তা হারিয়ে যাওয়া এক ব্যক্তিকে থানায় তুলে দিলেন স্থানীয়রা

জলপাইগুড়ি ঃ এক ব্যক্তি কোনো কারণে বাড়ির রাস্তা ভুলে চলে আসে ময়নাগুড়ি ব্লকের জোরপাকড়ি এলাকায় এবং ওই ব্যক্তি এদিক সেদিক ঘুরতে থাকেন। সেই ব্যক্তিকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে ময়নাগুড়ি থানায় তুলে দেন। স্থানীয়দের দাবি পুলিশ সেই ব্যক্তিকে তার নিজের বাড়িতে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হোক বলে দাবি রাখেন। উল্লেখ্য, ময়নাগুড়ি ব্লকের জোড়পাকরি সংলগ্ন প্রধান পাড়া এলাকায় এক অপরিচিত ব্যক্তি দুইদিন থেকে ঘোরা ফেরা করছিল। সেই সময় স্থানীয়দের সন্দেহ হওয়ায় তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। এরপর বৃহস্পতিবার ময়নাগুড়ি থানার পুলিশের সাথে যোগাযোগ করে থানায় নিয়ে আসা হয়। পুলিশ জানিয়েছেন, ওই ব্যক্তির বাড়ি ওড়িশায়। তার নাম লক্ষণ দুর্গা। পুলিশ ওই ব্যক্তির স্থানীয় প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ করে বাড়ি পাঠানোর ব্যবস্থা করা হবে বলে জানা গিয়েছে। ময়নাগুড়ি থানার আইসি তমাল দাস জানান ওই ব্যক্তির নিজের বাড়ির এবং কোন জায়গার সকল খবর নিয়ে তাকে তার বাড়িতে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হবে বলে জানান।

বিজেপির পতাকায় ঝুলছে কন্ডোম! ভোটের মুখে কুরুচিকর কাণ্ড জলপাইগুড়িতে

জলপাইগুড়ি ঃ সামনেই পঞ্চায়েত ভোট। রাজ্যের জেলায় জেলায় জোরকদমে প্রচার চালাচ্ছে প্রতিটি রাজনৈতিক দল। তবে উত্তরবঙ্গের দিনহাটা, শীতলকুচি থেকে শুরু করে দক্ষিণবঙ্গের ক্যানিং,ভাঙড়ের মতো একাধিক এলাকায় অশান্তি, উত্তেজনা ছড়িয়েছে গত কয়েক সপ্তাহে। একাধিক জায়গায় রাজনৈতিক খুনও হয়েছে। আর এবার বিরোধীদলের পতাকায় কন্ডোম লাগিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠলো শাসকদলের বিরুদ্ধে। যদিও এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল। ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জে। জানা গিয়েছে, বিজেপির দলীয় পতাকায় এদিন সকালে একটি কন্ডোম ঝুলতে দেখেন স্থানীয় কয়েকজন। ঘটনার খবর যায় বিজেপি প্রার্থী অলোকা কুজুরের কাছে। এরপর তিনি বিষয়টি দলীয় নেতৃত্বকে জানান। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসেন বিজেপি কিষাণ মোর্চার জেলা সভাপতি নকুল দাস। এরপর তিনি বিষয়টি সম্পর্কে পুলিশে খবর দেন। ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে ওই পতাকাটি নিয়ে যায়। পরে বিকেলে লিখিত অভিযোগ দায়ের করে বিজেপি।জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ ব্লকের শিকারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৮৫১ নম্বর বুথের ডিপো লাইন এলাকার এই ঘটনায় শোরগোল পড়ে গিয়েছিল। বিষয়টি নিয়ে তৃণমূলের বিরুদ্ধে জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ থানার অধীন বেলাকোবা ফাঁড়িতে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

কলকাতায় মার্তিনেজের রোড শো

কলকাতা ঃ কলকাতায় বুধবার রোড শো করলেন মার্তিনেজ। সত্যনারায়ণ পার্ক থেকে সন্তোষ মিত্র স্কোয়্যার পর্যন্ত।

ভারতে এখন সচরাচর রাজনীতিবিদদেরই রোড শো করতে দেখা যায়। পশ্চিমবঙ্গেও কিছুদিন আগে রোড শো করেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ভোট এলেই রোড শোর সংখ্যা বাড়ে। তবে একজন বিদেশি ফুটবলার রোড শো করছেন, রাস্তার দুই পাশে প্রচুর মানুষ উচ্ছ্বসিত হয়ে হাত নাড়ছেন, এমন দৃশ্য কলকাতাতেও বিরল। আর মার্তিনেজের শরীরের ভাষায় বোঝা যাচ্ছিল, তিনি কতটা খুশি। গায়ে আর্জেন্টিনার জার্সি। হাতে ওয়ার্ল্ড কাপের রেপ্লিকা। গাড়ির ছাদ সরিয়ে দীর্ঘদেহী মার্টিনেজ দাঁড়িয়ে আছেন। হাত নাড়ছেন রাস্তায় এবং আশপাশের বাড়িতে তাকে দেখার জন্য উৎসুক মানুষদের দিকে। কখনো সেলফি তুলছেন। কখনো বিশ্বকাপ ট্রফির রেপ্লিকা তুলে দেখাচ্ছেন। মুখে সবসময় লেগে আছে হাসি। কখনো তা মৃদু, কখনো চওড়া।

তিনি অবশ্য আগেই কলকাতার মন জয় করে নিয়েছেন। দুই প্রধান মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের কোটি কোটি সমর্থকের মন জয় করেছেন, 'জয় মোহনবাগান', 'জয় ইস্টবেঙ্গল' বলে। দুই টিমের জার্সি গায়ে দিয়েছেন। আর বলেছেন, এবার মেসির সঙ্গে কলকাতায় আসবেন এবং খেলবেন।

সেই দৃশ্য কলকাতা কবে দেখবে, আদৌ দেখবে কিনা জানা নেই, তাই আপাতত মার্তিনেজে মজেছে এই শহর। বিশ্বকাপ এলেই কলকাতা সাদা-নীল ও হলুদে ভাগ হয়ে যায়। আর্জেন্টিনা না ব্রাজিল কে জিতবে, মেসি না নেইমার কে সফল হবেন, তানিয়ে চায়ের কাপে তুফান ওঠে। শহরের অনেক বাড়িতে আঁকা হয় তারকাদের ছবি, রাস্তায় ঝোলে অর্জেন্টিনা বা ব্রাজিলের পতাকা। আর্জেন্টিনার টিভি চ্যানেল ও রেডিও গত বিশ্বকাপের সময় এনিয়ে রীতিমতো টক শো করেছে, জানতে চেয়েছে, কলকাতার ফুটবল সমর্থকদের এই আর্জেন্টিনাপ্রীতির কারণ কী?

সেই কলকাতায় মার্তিনেজ আসবেন, আর তাকে নিয়ে উন্মাদনা হবে না, মানুষ রাস্তায় নেমে তাকে দেখার জন্য হুড়োহুড়ি করবে না, সেলফি তোলার চেষ্টা করবে না, তা কি হয়?

সেটাই হলো। সন্তোষ মিত্র স্কোয়্যারের মাঠে ঢোকার মুখে মার্তিনেজের নিরাপত্তারক্ষীরা হিমশিম খেলেন। তবে মার্তিনেজ তারপর খুদে ভক্তের গায়ে আর্জেন্টিনা জার্সিতে সই করলেন। হাসিমুখে সেলফি তুললেন। ভক্তদের অনুরোধ মিটিয়ে গেলেন শ্রীভূমিতে। সেখানে তার হাতে গোল্ডেন গ্লাভসের রেপ্লিকা দেয়া হলো। তিনি মারাদোনার মূর্তিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানালেন।

মার্তিনেজ বললেন, ভারতে আসাটা ছিল তার স্বপ্নের মতো। তার স্বপ্নপূরণ হয়েছে। যে আতিথেয়তা পেয়েছেন, তা জীবনে ভুলবেন না। তিনি আপ্লুত।

ঝাপোরিজ্জিয়া নিয়ে ইউক্রেন-রাশিয়ার তরজা

কিয়েভ ঃ বিতর্কের কেন্দ্রে ঝাপোরিজ্জিয়া পরমাণু কেন্দ্র। কিয়েভ ও মস্কোর অভিযোগ, এই পরমাণু কেন্দ্র উড়িয়ে দেয়ার চক্রান্ত চলছে। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট মাক্রোঁকে ফোনে বলেছেন, রাশিয়া ঝাপোরিজ্জিয়া পরমাণু কেন্দ্রে বিস্ফোরণের পরিকল্পনা করেছে। ইউক্রেনের সেনার তরফে জানানো হয়েছে, ওই পরমাণু কেন্দ্রের দুইটি পাওয়ার ইউনিটের ছাদে বিস্ফোরক রাখা হয়েছে। জেলেনস্কি টুইট করে জানিয়েছেন, ''আমি মাক্রোঁকে সাবধান করে দিয়ে বলেছি, রাশিয়া ঝাপোরিজ্জিয়া নিয়ে ভয়ংকর উসকানি দিচ্ছে। আইএইএর সঙ্গে একজোট হয়ে পরিস্থিতি যতটা সম্ভব নিয়ন্ত্রণে আনা যায়, তার চেষ্টা করা হবে বলে আমরা একমত হয়েছি।'' রাশিয়ার অ্যাটোমিক এনার্জি এজেন্সির প্রধান পরামর্শদাতা রেনাত কারছা সরকারি টেলিভিশনে বলেছেন, ''কিয়েভ ঝাপোরিজ্জিয়াতে গোলা মারার পরিকল্পনা করেছে। সেই সঙ্গে তারা বোমাও ফেলতে পারে।'' ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ বলেছেন, ''পরিস্থিতি যথেষ্ট উত্তেজক। কিয়েভ ঝাপোরিজ্জিয়াতে অন্তর্ঘাতমূলক কাজ করতে পারে। তার পরিণতি ভয়ংকর হবে।''

কোনো পক্ষই তাদের দাবির সমর্থনে কোনো তথ্যপ্রমাণ দেয়নি। এই পরমাণু কেন্দ্র রাশিয়ার সেনার অধিকারে আছে। এরপর একাধিকবার দুই পক্ষ অভিযোগ করেছে, ঝাপোরিজ্জিয়াকে লক্ষ্য করে গোলা ফেলছে অন্য পক্ষ।

জাতিসংঘের সংস্থা আইএইএর তরফে জানানো হয়েছে, তাদের বিশেষজ্ঞরা ঝাপোরিজ্জিয়াতে কোনো বিস্ফোরক দেখতে পাননি। তবে তারা বলেছেন, আরো কিছু জায়গায় তাদের যেতে দিতে হবে।

বিশেষজ্ঞরা এই পরমাণু কেন্দ্রের কিছু এলাকায় সম্প্রতি গেছেন এবং এখনো পর্যন্ত তাদের চোখে অস্বাভাবিক কিছু ধরা পড়েনি। তবে তাদের তিন ও চার নম্বর রিঅ্যাক্টরের ছাদসহ কিছু এলাকায় যেতে দেয়া উচিত বলে বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন। কেন এই জায়গায় যাওয়া জরুরি, তা আইএএইএ জানায়নি।

ইউক্রেনের সেনা দাবি করেছে, তারা দনেৎস্কর মাকিভকাতে রাশিয়ার ইউনিট ধ্বংস করেছে। সেনা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে আঘাত করার ফলে মাকিভকায় আর রাশিয়ার সেনার কোনো অস্তিত্ব নেই। এই দাবির সমর্থনে ভিডিও প্রকাশ করেছে ইউক্রেনের সেনাবাহিনী।

কুয়েতকে হারিয়ে ফুটবলে সাফ চ্যাম্পিয়ন ভারত

নয়া দিল্লি ঃ ফুটবলে ভারত আবার সাফ চ্যাম্পিয়ন হলো। কুয়েতকে সাডেন ডেথে ৫-৪ গোলে হারালো ভারত।

সৌজন্য গোলকিপার গুরপ্রীত সিং সান্ধু। তিনি টাইব্রেকারের সময় একটা গোল বাঁচান। আবার সাডেন ডেথে কুয়েতের ফুটবলারের শট বাঁচাতেই ভারত সাফ চ্যাম্পিয়ন হয়। ভারত ও কুয়েতের ম্যাচ ছিল রীতিমতো উত্তেজনায় ভরা। নির্ধারিত সময়ে ফল ছিল ১-১। তারপর অতিরিক্ত সময়ে কেউই গোল করতে পারেনি। টাইব্রেকারের সময় প্রথমেই কুয়েতের শট আটকে দেন গুরপ্রীত। সুনীল, সন্দেশ, ছাঙতে, শুভাশিস বোস গোল করেন। কিন্তু উদান্তা সিংয়ের শট বারের উপর দিয়ে চলে যায়। সাডেন ডেথে মহেশ ভারতকে এগিয়ে দেন। আর কুয়েতের শট বাঁচিয়ে দেন গুরপ্রীত। ভারত জিতে যায়।

লেবাননের বিরুদ্ধেও সেমিফাইনালে টাইব্রেকারে জিতেছিল ভারত। কুয়েতের বিরুদ্ধেও এভাবেই জিতল। পরপর দুইটি ম্যাচে ভারতকে জেতালেন গুরপ্রীত। সুনীল ছেত্রী এই প্রতিযোগিতার সেরা ফুটবলার হয়েছেন। আর দুইটি ম্যাচে লালকার্ড দেখায় ভরতের কোচ স্তিমাচকে খেলাটা দেখতে হয়েছে গ্যালারিতে বসে।

গ্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে মার্কিন রাষ্ট্রদূতের দু'দফা বৈঠক

ঢাকা ঃ প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ও উপদেষ্টার সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎ করেছেন ঢাকায় মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার ডি হাস। ঢাকায় মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার ডি হাস বুধবার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে দুই দফা বৈঠক করেছেন। এদিন বেলা ১১টার দিকে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব তোফাজ্জল হোসেন মিয়া এবং প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক সম্পর্কবিষয়ক উপদেষ্টা ড. মসিউর রহমানের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি। ছুটি কাটিয়ে ঢাকায় আসার পর প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে দেড় ঘণ্টা যাবত দুই দফা বৈঠকে বসেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত। সূত্রের বরাত দিয়ে দৈনিক সমকাল জানায়, বুধবার বেলা ১১টার দিকে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে যান পিটার হাস। সেখানে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব তোফাজ্জল হোসেন মিয়ার সঙ্গে প্রায় ৪০ মিনিট ধরে বৈঠক করেন। পরে বৈঠকে বসেন প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক সম্পর্কবিষয়ক উপদেষ্টা ড. মসিউর রহমানের সঙ্গে। দ্বিতীয় বৈঠকটি বেলা ১১টা ৪২ থেকে ১২টা ২৮ মিনিট পর্যন্ত। চলমান রাজনৈতিক এবং কূটনৈতিক ডামাডোলের মধ্যে অনুষ্ঠিত বৈঠকের বিষয়টি নিশ্চিত করা গেলেও সেখানে কী কী বিষয় আলোচিত হয়েছে, জানা যায়নি। এ নিয়ে উভয় পক্ষই নীরবতা অবলম্বন করছে। এর আগে মার্কিন রাষ্ট্রদূত ঢাকায় ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) রাষ্ট্রদূতের বাসায় পশ্চিমা কূটনীতিকদের সঙ্গে চাচক্রে যোগ দেন। সকালে ইইউর রাষ্ট্রদূত চার্লস হোয়াইটলির বাসভবনে এ বৈঠকে ১২টি দেশের রাষ্ট্রদূত, হাইকমিশনার ও কূটনীতিক যোগ দেন। বৈঠকে অংশ নেওয়া একাধিক কূটনীতিক দৈনিক সমকালকে বলেন, আগামী সপ্তাহে ইইউর প্রাক নির্বাচনী পর্যবেক্ষক দল ঢাকা আসবে। প্রতিনিধি দলটির কার্যক্রম ও আগামী জাতীয় নির্বাচন নিয়ে চাচক্রে আলোচনা হয়েছে। এতে অংশ নেওয়া অন্যরা হলেন ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত ম্যারি মাসদুপি, কানাডার হাইকমিশনার লিলি নিকোলস, সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত রেটো সেইজফ্রিড রেংলি, অস্ট্রেলিয়ার হাইকমিশনার জেরেমি ক্রিস্টোফার, স্পেনের রাষ্ট্রদূত ফ্রান্সিসকো দে অ্যাসিস বেনেতিজ সালাস, জার্মানির উপরাষ্ট্রদূত জ্যান জেনোভস্কি, জাপানের উপরাষ্ট্রদূত তাতসুয়া মাচিদা, সুইডেন দূতাবাসের কাউন্সিলর জ্যাকব ইতাত, ইতালির উপরাষ্ট্রদূত মাতিয়া ভেন্তরা, ব্রিটিশ হাইকমিশনের কর্মকর্তা সাইমন লিভার ও নেদারল্যান্ডসের উপরাষ্ট্রদূত ম্যাটথিজিস জেল উডস্ট্রা। এ ছাড়া দুপুরে রাজধানীর বাংলাদেশ গার্মেন্টস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্কার্স ফেডারেশনের কার্যালয়ে গিয়েছিলেন পিটার হাস। সেখানে নিহত শ্রমিক নেতা মো. শহিদুল ইসলাম ইস্যুতে ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি। পরে সাংবাদিকদের বলেন, শহিদুল ইসলাম হত্যার তদন্তের দিকে সতর্ক নজর রাখছে যুক্তরাষ্ট্র। যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যাশা, এ মামলার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হবে সেই সঙ্গে জড়িতদের জবাবদিহির আওতায় নিয়ে আসা হবে। প্রসঙ্গত, গত ২৫ জুন রাতে গাজীপুরের বাগানবাড়ি এলাকায় দুর্বৃত্তদের হামলায় নিহত হয়েছেন শহিদুল ইসলাম। বকেয়া বেতনসহ অধিকার আদায়ের আলোচনায় গিয়ে মালিকপক্ষের হাতে হত্যার শিকার হয়েছেন বলে দাবি পরিবারের। পিটার হাস বলেন, শ্রম অধিকার নিয়ে কাজ করা শহিদুল ইসলামের পরিবারের প্রতি সংহতি জানাতে আজকে এখানে এসেছি। শ্রমিকরা যেখানেই কাজ করুক না কেন, তাদের ট্রেড ইউনিয়ন করার সুযোগ দিতে হবে। তাদের বেতনের দাবি জানানোর সুযোগ দিতে হবে। বাংলাদেশের আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর তদন্ত নিয়ে তিনি বলেন, অবশ্যই এ হত্যার পেছনে কারা রয়েছে, তা অনুসন্ধানের সক্ষমতা তাদের রয়েছে। যারা এর সঙ্গে জড়িত, তাদের আইনের আওতায় নিয়ে আসতে তারা সক্ষম।

লালমনিরহাটে তিস্তার জল কমলেও দুর্ভোগ কমেনি

ঢাকা ঃ লালমনিরহাটে তিস্তাপাড়ে প্লাবিত এলাকাগুলো থেকে নদীর পানি নামতে শুরু করেছে। তবে নদীর ঢাকাতে কাঁদা সৃষ্টি হওয়ায় প্লাবিত গ্রামের মানুষের চলাচল করতে দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। বৃহস্পতিবার সকাল ৬টা থেকে লালমনিরহাটের হাতীবান্ধা উপজেলায় তিস্তা ব্যারেজ এলাকায় ডালিয়া পয়েন্টে তিস্তার পানি বিপৎসীমার ২৫ সেঃমিটার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। ধরলা নদীর পানিও বিপৎসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। সকালে ডেইলি স্টারকে এসব তথ্য জানিয়েছেন লালমনিরহাট জল উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী সুনীল কুমার। সুনীল কুমার দ্য ডেইলি স্টারকে বলেন, বৃষ্টিপাত না হওয়া আর উজান থেকে পাহাড়ি ঢলের জল আসা বন্ধ হওয়ায় দ্রুত কমেছে তিস্তা নদীর জল। গতকাল সকালে তিস্তার জল বিপৎসীমা অতিক্রম করায় তিস্তাপাড়ের চর ও নদী তীরবর্তী নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়। প্লাবিত এলাকাগুলো থেকে নদীর জল নামতে শুরু করেছে। এখনো বেশি কিছু এলাকার ঘরবাড়িতে নদীর জল রয়েছে। আপাতত লালমনিরহাটে বন্যা পরিস্থিতির কোনো শঙ্কা নেই বলে তিনি জানান। লালনিরহাট সদর উপজেলার বাগডোরা গ্রামের ফাতেমা বেগম (৪৮) দ্য ডেইলি স্টারকে বলেন, বুধবার সকালে তাদের ঘরের ভেতর জল ঢুকেছিল। রাতে নদীর পানি ঘর থেকে নেমে গেছে। এখনো বাড়ির উঠানে পানি আছে। নদীর জল ঢুকে পড়ার কারণে বাড়ির ভেতরে ও বাইরে কাঁদা। এজন্য চলাচল করতে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। হাতীবান্ধা উপজেলার গড্ডিমারী গ্রামের কৃষক নজরুল ইসলাম (৬০) দ্য ডেইলি স্টারকে বলেন, তিস্তা নদীর জলর কোনো নিশ্চয়তা পাওয়া যায় না। সকালে যদি তিস্তার জল বিপৎসীমার ওপরে চলে যায় তো বিকালে চলে আসে বিপৎসীমার নিচে। ঘরবাড়ি থেকে নদীর জল নেমে গেছে। আমন বীজতলা থেকে জল নেমে গেছে। রাস্তাঘাট থেকে জল নেমে গেছে কিন্তু কাঁদা সৃষ্টি হওয়ায় চলাচল করতে দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। আদিতমারী উপজেলার বালাপাড়া গ্রামের দিনমজুর মিজানুর রহমান (৪৬) বলেন, তিস্তা নদীতে পানি বাড়লে তাদের বাড়িতে নদীর পানি ঢুকে পড়ে। পানি নেমে গেলে বাড়িতে কাঁদার সৃষ্টি হয়। জল বাড়লেও কষ্ট আর জল কমলেও দুর্ভোগে পড়তে হয় তাদের। কুড়িগ্রাম জল উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী আব্দুল্লাহ আল মামুন জানান, কুড়িগ্রামে প্রধান নদনদী ব্রহ্মপুত্র, দুধকুমার, তিস্তা, ধরলা ও গঙ্গাধরের পানি বিপৎসীমার অনেক নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। আপাতত বন্যা পরিস্থিতির আশঙ্কা নেই। তবে বিভিন্ন স্থানে দেখা দিয়েছে ভাঙন। নদীভাঙন ঠেকাতে জল উন্নয়ন বোর্ড থেকে হিমশিম খেতে হচ্ছে বলে তিনি জানান।

সম্পাদকীয়

পাকিস্তানে ভোটের মাঠে ফিরছেন দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনীতিকেরা

পাকিস্তানে অক্টোবরে নির্বাচন হবে বলে ইঙ্গিত মিলছে। তার আগে আগে সাবেক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফ 'নির্বাসন' থেকে দেশে ফিরবেন। একসময় দুর্নীতির দায়ে বিচার শেষে নির্বাচনে অংশ নেওয়ায় অযোগ্য ঘোষিত হয়ে দেশ ছেড়েছিলেন তিনি। গত সপ্তাহে নির্বাচনী আইনের সংশোধন ঘটিয়ে ওই রায়ের অনেকখানি বদলে দেওয়া হলো, আর তাতে পরিষ্কার হলো নওয়াজের রাজনীতিতে ফেরার পথ। প্রশ্ন উঠেছে, পাকিস্তানে এই নাটকীয় অবস্থার ভবিষ্যৎ তাৎপর্য কী? জেনারেল জিয়া উল হকের সহায়তায় রাজনীতিতে আসেন নওয়াজ শরিফ। তিনবার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। কখনো মেয়াদ শেষ করতে পারেননি। শেষবার রীতিমতো রাজনৈতিক পরিসর থেকে পালাতে হয় তাঁকে। জীবনে আর কখনো নির্বাচনে অংশ নিতে না পারার সিলমোহর পড়ে তাঁর জীবনবৃত্তান্তে ২০১৮ সালে। কারাগারেও যেতে হয়। তবে 'চিকিৎসা'র কথা বলে দেশের

বাইরে গিয়ে জামিনের অপব্যবহার করে ২০২১ থেকে নওয়াজ লন্ডনে নির্বাসিত জীবনযাপন করছেন। তাঁকে ক্ষমতা থেকে সরাতে সেনা মদদ ছিল বলে একদা তিনি নিজেই অভিযোগ তুলেছিলেন। কিন্তু ইমরান খানের সঙ্গে একই বাহিনীর টানাপোড়েন শুরু হওয়ামাত্র তাঁর ভাগ্য খুলতে শুরু করেছে আবার। সম্প্রতি পাকিস্তানের পার্লামেন্ট নির্বাচনী আইন এমনভাবে সংশোধন করেছে যাতে নওয়াজের 'আজীবন নির্বাচন থেকে দূরে' থাকার বিধান 'পাঁচ বছরে' সীমিত হয়েছে। যেহেতু ২০১৮ সালে ওই রায় হয়, সুতরাং নওয়াজ ২০২৩ সালে এসে আবার নির্বাচনের যোগ্য হয়ে যাচ্ছেন! সেনাবাহিনীর সঙ্গে তাঁর দল মুসলিম লিগের ব্যাপক বোঝাপড়া শেষে যে এমন ঘটল, সেটা পাকিস্তানের সবাই বুঝতে পারছে। নতুন নির্বাচনী বিধানের 'সুবিধা' নওয়াজ ছাড়াও পাবেন ইমরান খানের দল থেকে অনেক আগে চলে যাওয়া সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর তারিন। তিনিও ২০১৭ সালের ডিসেম্বরে দুর্নীতির দায়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারা নির্বাচনী রাজনীতিতে নিষিদ্ধ হন। পাকিস্তানের স্বাধীনচেতা বিচারপতিদের একাংশ মাঝে মাঝেই এ রকম রায় দিলেও ইমরানবিরোধী অবস্থান নেওয়ায় অন্য অনেকের মতো তারিনও এখন দেশটির সেনাবাহিনীর পছন্দের তালিকায় চলে এসেছেন। ফলে তাঁর নিষেধাজ্ঞাও আপাতত উঠে গেল। কৌতূহলোদ্দীপক হলো কেবল দুজন ব্যক্তিকে সুবিধা দেওয়ার জন্য নির্বাচনী আইনের এ রকম সংশোধনী এমন সময় পাস হলো যখন দেশটির প্রেসিডেন্ট হজে ছিলেন। ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট সাদিক সানজরানি দ্রুত বিতর্কিত বিলটিতে স্বাক্ষর করে দেওয়ায় অনুমান করা হচ্ছে, পুরো ব্যাপারটি ঘটেছে ব্যাপকভিত্তিক এক 'সমঝোতা'র অংশ হিসেবে। জুনের শেষ সপ্তাহে নতুন করে রাজনীতিতে ফেরার রাস্তা সুগম হওয়ামাত্র নওয়াজ লন্ডন থেকে দুবাই আসেন। সেখানে তাঁর জন্য হাজির ছিলেন পিপলস পার্টির (পিপিপি) নেতা আসিফ জারদারি, বিলওয়াল ভুট্টোসহ বহু রাজনীতিবিদ। নওয়াজের দলের জাভেদ লতিফ বেশ রসিকতা করে দেশবাসীর উদ্দেশে বললেন, 'পাকিস্তান থেকে লন্ডনের বিমানদূরত্ব আট ঘণ্টা, আর দুবাইয়ে লাগে আড়াই ঘণ্টা।' এ কথার প্রতীকী অর্থ হলো, নওয়াজ ধীরে ধীরে নিজ মাঠে ফিরছেন আবার। সময় ও দূরত্ব কমে আসছে। শরিফ ও ভুট্টো বংশ মিলে বর্তমানে পাকিস্তানে সরকার চালাচ্ছে। শাসক জোটে এই দুই প্রধান শরিকের মাঝে আসন্ন নির্বাচন ও নির্বাচন-পরবর্তী সরকার নিয়ে অনেক বিষয়ে আলোচনা ও সমঝোতা হলো দুবাইয়ে। এসব দেখে মনে হচ্ছে, পাকিস্তানের রাজনীতিতে আবারও চালকের আসনে ফিরলেন নওয়াজ শরিফ ও আসিফ জারদারি। অথচ এই দুজনের বিরুদ্ধে একসময় ব্যাপক দুর্নীতির বিশ্বাসযোগ্য অভিযোগ ছিল। নওয়াজ ও জারদারি উভয়ে পাকিস্তানের অতিধনীদের তালিকায় একেবারে ওপরের দিকের মানুষ।

আমরা সহিংস হচ্ছি, কারণ শান্তিপূর্ণ পথে এখানে কাজ হয় না

মুরাদ শিশানি
প্রাবন্ধিক

নান্তেরের রাস্তায় যেদিকেই তাকানো যায়, দেখা যাচ্ছে গত কয়েকদিনের দাঙ্গার চিহ্ন।

প্যারিসের পশ্চিম দিকের এই শহরতলীটিতে রাস্তায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে অনেক পোড়ানো গাড়ি ‑ সেগুলোর শুধু ধাতব খোলসটা আছে, ভেতরের সবকিছু পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

পথে পথে পড়ে আছে দুমড়ে মুচড়ে যাওয়া লোহালক্কড়, গলে যাওয়া দরজার হাতল, ভাঙা কাচ। এই এলাকাটিতেই নাহেলের বাড়ি ‑ ১৭ বছরের যে কিশোর গত সপ্তাহে পুলিশের গুলিতে নিহত হবার পর এই দাঙ্গা শুরু হয়েছিল।

এখানকার দেয়ালে দেয়ালে দেখা যাচ্ছে নাহেল হত্যার বিচার চেয়ে লাল কালো রঙে লেখা শ্লোগান ‑ তরুণরা এভাবেই দেয়াল লিখন দিয়ে প্রকাশ করেছে তাদের ক্রোধ।

এ বাসিন্দারা স্পষ্টতই পুলিশ বা সংবাদমাধ্যম ‑ কাউকেই বিশ্বাস করে না। একটি তরুণ চিৎকার করে সাংবাদিকদের এলাকা ছেড়ে চলে যেতে বললো।

অন্য আরেকজন সাংবাদিকদের বললেন, আমরা যেন সাবধানে থাকি কারণ আমাদের সাথে থাকা ক্যামেরাগুলোর জন্য আমরাই আক্রান্ত হতে পারি।

প্যারিসের বিত্তবান বাণিজ্যিক এলাকা লা ডিফেন্স ‑প্রায় এখানকার লাগোয়া ।

কিন্তু নান্তেরেতে যারা থাকে তাদের জন্য সেটা প্রায় অন্য এক জগৎ।

নাহেলের হত্যাকাণ্ড ফরাসী সমাজে এক গভীর বিভক্তিকে প্রকাশ্য করে দিয়েছে। এখানকার বাতাসেই যেন সেই চাপা উত্তেজনা অনুভব করা যায়।

একজন ‑ বয়স তার বিশের কোঠায় ‑ খানিকটা মন খুলে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলতে শুরু করলো।

কিন্তু তখনই আবার এগিয়ে এলো অপেক্ষাকৃত বয়স্ক আরেকজন লোক। মনে হলো, সে তরুণটিকে বলছে আমাদের সাথে কথা না বলতে।

কিন্তু তরুণটি কথা বলতেই থাকলো। তবে এবার সে সাংবাদিকদের মনে করিয়ে দিলো যেন তার নাম উল্লেখ করা না হয়। ফলে তার পরিচয় দেয়া হচ্ছে আবদুল নামে।

আবদুল ছিল নাহেলের প্রতিবেশীদের একজন। সে বিক্ষোভে অংশ নিয়েছে।

তার কথা, সে সহিংসতাকে কাজে লাগাতে চায়নি, কিন্তু কর্তৃপক্ষের চোখে আঙুল দিয়ে দেখানোর জন্য এটাই ছিল একমাত্র পন্থা।

ওরা আমাদের কথা শোনে না, আমাদের পাত্তা দেয় না। এখানে শান্তিপূর্ণ উপায়ে কোন কাজ হয় না ‑ তাই আমরা সহিংস পন্থার আশ্রয় নিই।

আমরা ওদের জানাতে চাই যে আমরা ক্রুদ্ধ। আমরা ওদের বুঝিয়ে দিতে চাই যে যথেষ্ট হয়েছে... নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করা থামাতে হবে, আরব ও কৃষ্ণাঙ্গদের প্রতি বর্ণবাদী আচরণ বন্ধ করতে হবে।

এসব আর মেনে নেয়া হবে না। ওদের মতই আমরাও মানুষ ‑ বললো আবদুল।

নাহেলের পরিবার যেখানকার বাসিন্দা সে জায়গাটির নাম পাবলো পিকাসো এস্টেট। এখানে অনেকগুলো বহুতল ভবনে বাস করে প্রায় ১২ হাজার মানুষ। তাদের অধিকাংশই আরব ও আফ্রিকান বংশোদ্ভূত। এটি তৈরি হয়েছিল ১৯৭০এর দশকে। সে সময় ফ্রান্সে জনসংখ্যা বাড়ছে এবং অভিবাসী সম্প্রদায়ের লোকদের থাকতে দেবার জন্য বাড়ি তৈরি করা দরকার হয়ে পড়েছিল।

বহুতল ভবনগুলোর একটিতে বাস করেন ফাতিহা আবদুনি। তিনি একজন সামাজিক অধিকারকর্মী।

আমরা কোন বাড়িঘরে আগুন লাগাতে চাইনি বা কোন কিছু ধ্বংস করতে চাইনি ‑ বলছেন তিনি। কিন্তু আমরা এখন প্রচণ্ড চাপ ও নিপীড়নের সম্মুখীন এবং আসলেই ক্রুদ্ধ।

ফাতিহার বয়স ৫২ এবং তিনি ২০ বছরেরও বেশি আগে আলজেরিয়া থেকে ফ্রান্সে এসেছিলেন। তার ছেলে ডিজলেক্সিয়া আক্রান্ত বলে স্কুলের শিক্ষকরা তাকে বলে দিয়েছিলেন, ওকে দিয়ে কিছু হবে না।

এর পর থেকেই ফাতিহা সামাজিক অধিকারকর্মী হবার ব্রত নেন।

নাহেলের মৃত্যু ছিল সেই স্ফুলিঙ্গের মত ‑ যা আমাদের ভেতরকার ক্রোধে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে ‑ বলছেন তিনি।

ফাতিহা বলছেন, এই ক্রোধ তৈরি হয়েছে বছরের পর বছর ধরে ‑ যার কারণ তাদেরকে বর্ণবাদী দৃষ্টিতে দেখা এবং কাজের সুযোগের অভাব।

পাবলো পিকাসো এস্টেটের বাসিন্দাদের অনেকেই বলছেন, এখানকার মানুষদের মধ্যে কাজ করছে একঘরে হয়ে থাকা এবং ব্যাপকতর সমাজের দিকে থেকে আসা প্রত্যাখ্যানের অনুভূতি ।

এ কারণে কিছু লোক অপরাধ এবং মাদক বিক্রির সাথে জড়িয়ে পড়েছে।

দেখা গেল, একজন মুখোশধারী ব্যক্তি একটি বহুতল ভবনে ঢোকার পথ পাহারা দিচ্ছে। অন্য আরেকজন মোটরবাইকে করে টহল দিচ্ছে, কখন পুলিশ আসে তার ওপর নজর রাখছে।

এখানকার জনগোষ্ঠীর জীবনের একটি কেন্দ্র হলো স্থানীয় কফির দোকানগুলো। এগুলোতে বসে বাসিন্দারা খোলাখুলি আলোচনা করেন যে এদেশে অভিবাসীদের জীবন কেমন।

প্যারিসের উত্তর-পূর্বের উপশহরগুলোর একটি হচ্ছে ওবারভিলিয়ার্স । গত কয়েকদিনে এখানেও দাঙ্গা হয়েছে। এখানে একটি কফিশপে কথা হয় স্থানীয় দুজন বাসিন্দার সাথে।

আব্দেলরাজাক ও ফাদি সম্প্রতি অবৈধ পথে ফ্রান্সে এসেছেন। তারা ফরাসী নাগরিক নন, তবে তাদের অভিযোগগুলো প্রায় একই রকম।

এখানে আপনার অধিকার পদদলিত হচ্ছে, কারণ আপনি আরব। সবখানে বর্ণবাদ। ফরাসীরা আমাদের গ্রহণ করতে চায় না। আমরা জানি না কেন। আমরা তো এখানে শুধু কাজ করতে এসেছি ‑ বললেন আব্দেলরাজাক।

তিনি বললেন, তিনি পুলিশের খারাপ আচরণের শিকার হয়েছেন।

কখনো কখনো পুলিশ আমাদেরকে কোন কারণ ছাড়াই আক্রমণ করে। আমাদেরকে তারা আটক করে, অপমান করে, আমরা যখন তাদের সাথে আলজেরীয় টানে ফরাসী বলতে চেষ্টা করি, তখন আমরা কী বলছি তা বোঝার চেষ্টাও তারো করে না।

ফাদি বলছিলেন, এমনকি যে আরবরা এখানেই জন্মগ্রহণ করেছে এবং ফরাসী পাসপোর্টধারী, তারা দুই আত্মপরিচয়ের দোটানার মধ্যে আছে। তারা আরবও নয়, ফরাসীও নয় । তারা আছে মাঝখানে, তাদের আত্মপরিচয় হারিয়ে গেছে।

এসব অভিযোগ পুলিশের কাছে তোলা হলে তারা জবাব দেয়, ফ্রান্সের জাতীয় পুলিশ বাহিনী মূল্যবোধের মধ্যে বর্ণবাদ ও বৈষম্যের স্থান নেই। তারা আমাদেরকে সাবধান করলো যে এর বিপরীত যে দাবি করা হচ্ছে তা বর্তমান উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতি শান্ত করার জন্য সহায়ক হবে না।

পুলিশ বলছে, এ বাহিনীর ভেতরে কেউ এসব মূল্যবোধের বিরোধী কোন কাজ করলে তারা এর বিরুদ্ধে লড়াই করে এবং বিপথগামীদের কঠোর শাস্তি হয়।

মার্সেই শহর ‑ যেখানে এবার দাঙ্গা গুরুতর আকার নিয়েছিল ‑ সেখানকার অন্যতম কুখ্যাত এলাকা হচ্ছে ফ্রেইজ ভালঁ। বিকেলবেলা এখানে প্রকাশ্যেই মাদক বেচাকেনা চলতে দেখা যায়।

এখানেই কয়েকজনের সাথে কথা বলেছেন বিবিসির জেনি হিল।

একজনের নাম আমিন ‑ একজন সমাজকর্মী। তার বয়স যখন ১৭ তখন তার মাদকব্যবসায়ী ভাই খুন হয়।

আমিনের কথায়, এখানে মাদক চোরাচালান অনেক তরুণের জন্য লোভনীয় বিকল্প ।

কারণ এখানে আর কোন বিকল্প নেই। কোন কোম্পানি এখানে এসে বলবে না যে তোমাকে আমরা ন্যূনতম মজুরির চেয়ে বেশি বেতন দেবো। এখানে লোকজন সুপারমার্কেট ক্যাশিয়ার, ক্লিনার আর সিকিউরিটি গার্ডের চাকরিই করে। আমাদের বিচারপতি, আইনজীবী বা অ্যাকাউন্ট্যান্ট হবার কোন উপায় নেই।

আমিন বলছেন, এখানে তাদের অবস্থা একই রকম থাকবে ‑ কিছুই বদলাবে না। আমি তরুণদের ক্রোধ বুঝতে পারি। আমি সহিংসতা সমর্থন করছি না কিন্তু আমি এর কারণ বুঝতে পারছি।

এখানকার আরেক বাসিন্দা ম্যাডো ‑ একজন মধ্যবয়সী মহিলা। তিনি বলছেন এখানে থাকাটা অনেকটা আবর্জনার বাক্সে বসবাস করার মতো। জায়গাটা নিরাপদ নয়। লোকে লিফট আর সিঁড়িতে মলত্যাগ করে। রাজনীতিবিদদের চোখে আমরা কিছুই নই। আসলেই কিচ্ছু নই। মুরাদ নামে আরেকজন বলছিলেন, এ জায়গাটার সবখানে ইঁদুরে ভর্তি। আমাদের সবার অধিকার সমান নয়।রাজনীতিবিদরা মিডিয়াতে বলে, আমরা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক নই। কিন্তু বাস্তবে এর কোন সত্যতা নেই।

দাঙ্গার কয়েকদিন আগেই মার্সেই ঘুরে গেছেন ফরাসী প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল ম্যাক্রঁ। তিনি এ এলাকায় থানা, স্কুল, কারাগার ও হাসপাতাল নির্মাণ প্রকল্পের অগ্রগতি দেখতে এসেছিলেন।

কিন্তু প্রেসিডেন্টের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছেন আমিন।

ম্যাক্রঁ এখানে আসেন নানারকম ঘোষণা দিতে, আমাদের কথা শুনতে নয় বলেন তিনি।

সাময়িকী

শ্রীমা প্রসঙ্গে নানা জনে নানা কথা

'তাপসী শ্রেষ্ঠা রাবেয়ার মত ত্যাগ সেবা আর ক্ষমা , — জীবন ভরিয়া দানিয়া হয়েছ তুমি গো মহত্তমা ।' ‑ **বেগম সুফিয়া কামাল**

ড. সূর্য শেখর পাঠক
কলামিস্ট

শ্রীশ্রী মা সারদা ছিলেন মাতৃরূপের মূর্ত প্রতীক । সেই মাতৃ মহিমার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটাতেই শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ তাঁকে পূজা করেছিলেন দেবী জ্ঞানে । সকল সন্তানের জন্যই ক্ষমারূপা ছিলেন তপস্বী শ্রী মা । লোক শিক্ষার বিষয়ে শ্রী মা সারদার অবদানের বিষয়ে প্রথম ও শেষ কথা এটিই যে, তাঁর সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবন খানিই ছিল শিক্ষা লাভের মুখ্য গ্রন্থ । সত্য, ক্ষমা, করুণা, মমতা ‑ এ সমস্ত শিক্ষার সমাবেশ পরিলক্ষিত হয় এই একটি মাত্র জীবন গ্রন্থে । এই সচল দেবী প্রতিমাটির ব্যাক্তিত্বের মহিমা ব্যক্ত করতে কত জনে কত কথায় যে বলেছেন তার ইয়ত্তা নেই ।

ওড়িয়া লেখক ডক্টর মায়াধর মানসিংহ শ্রী মা সম্পর্কে বলেছেন ,' শ্রী মায়ের পরিচয় বা খ্যাতি শুধু শ্রী রামকৃষ্ণ জায়ারূপেই নয়, আপন মহিমাগুনেই । বাইরের দিক থেকে দেখলে তাঁকে সামান্য দের মধ্যে অতি সামান্য মনে হতো, কিন্তু অন্তরের ঐশ্বর্যে তিনি ছিলেন রাজ রাজেশ্বরী । অন্তরের ঐশ্বর্য মহিমা প্রতিষ্ঠার জন্যই যেন তিনি সমস্ত বাহ্যাবরণ সংহরণ করে রেখেছিলেন । কিন্তু শ্রী মা নিজ জীবন দিয়ে দেখিয়ে গেছেন যে ,নারী মহিমা বিকাশের জন্য বিশ্ব বিদ্যালয়ের উচ্চ ডিগ্রী, বসনভূষণ পদগৌরব, আধিপত্য কিছুরই প্রয়োজন নেই।'

শ্রী মা সম্পর্কে ডক্টর মানসিংহ বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি লক্ষ্য করা যায় রেজাউল করীম ‑ এর মন্তব্যে।'শিক্ষা ও মুসলিম নারী ' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন, ' শ্রী মায়ের মধ্যে যে নারীত্বের মহৎ বিকাশ ঘটেছিল, তার জন্য লেখাপড়া ও উচ্চ ডিগ্রী অত্যাবশ্যক নয়। তাঁর মতে মনুষ্যত্ব, ন্যায় নীতি , সদাচারণ , বিনয় , নম্রতা , সেবা ও পরিচর্যার আদর্শ যেখানে নেই সেখানে কেবল বিশ্ব বিদ্যালয়ের ডিগ্রী কোন মানুষকেই শ্রেষ্ঠত্ব দিতে পারে না । জননী সারদামণি ছিলেন মহৎ আদর্শের মূর্ত প্রতীক '।

শ্রী মা সারদা ছিলেন পুরাতন আদর্শের শেষ প্রতিনিধি এবং নতুন আদর্শের অগ্রদূত । তাঁর মধ্যে একদিকে যেমন ভারতীয় নারীর শাশ্বত ভাবধারাটি পরিস্ফুট অপর দিকে তেমনি সংস্কার মুক্ত চিত্তের উদার আলোক পরিস্ফুট । শঙ্করানন্দ মহারাজের ভাষায় শ্রী সারদা দেবীর আবির্ভাব জগতের ইতিহাসে এক অভাবনীয় ঘটনা এবং মানবজাতির পক্ষে অশেষ কল্যাণের নিদান। সাধারণ দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে তাঁহার জীবন অত্যন্ত সাধাসিধা ও ঘটনা বৈচিত্র্যহীন বলিয়া মনে হইতে পারে , কিন্তু উহা যে মহান আদর্শের প্রতীক,সেই দিক দিয়া বিচার করিলে দেখিতে পাই উহা সমস্ত জগতে এক মহতী বার্তা ঘোষনা করিতেছে । তিনি ছিলেন ভারতীয় নারী চরিত্রের চরম উৎকর্ষ স্বরূপ এবং বলিতে গেলে সর্বভৌম আদর্শের প্রতিকৃতি, যাহা সকল জাতি ও কালের গন্ডী তে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে ।

শ্রীমার মেয়েবেলা যে গ্রাম্য পরিবেশে অতিবাহিত হয়েছিল সেখানে শিক্ষা ও সভ্যতার আলোক খুব একটা প্রবেশ লাভ করতে পারেনি। সাধারণ দরিদ্র পরিবারের মেয়েদের মতোই সংসারিক কাজ করে এবং ছোট ভাই বোনদের দেখাশোনা করেই তিনি বড় হয়েছিলেন । শ্রীমার লেখাপড়া যে ' বর্ণপরিচয় '— এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল তা তাঁরই কথা থেকে জানতে পারা যায়। তিনি বলেছেন , ' কামার পুকুরে লক্ষ্মী আর আমি ' বর্ণপরিচয় ' একটু একটু পড়তুম। ভাগ্নে (হৃদয়) বই কেড়ে নিলে , বললে ' মেয়েমানুষের লেখাপড়া শিখতে নেই , শেষে কি নাটক নভেল পড়বে ? ' লক্ষ্মী তার বই ছাড়লেনা । ঝিয়ারী মানুষ কিনা, জোর করে রাখলে । আমি আবার গোপনে আর একখানা একআনা দিয়ে কিনে আনালুম । লক্ষ্মী গিয়ে পাঠশালায় পড়ে আসত, সে এসে আবার আমায় পড়াত ।'

শ্রীমার পুঁথিগত বিদ্যার বিষয় ‑ এ বিশেষ কোন অভিজ্ঞতা না থাকলেও তাঁর বাস্তব বুদ্ধিমত্তর ও প্রশাসনিক দক্ষতার কোন তুলনা ছিল না । এর জন্যই স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দ মাকে 'সঙ্ঘজননী ' নামে আখ্যাত করেছেন । মা যেমন অবোধ শিশুকে হাতে ধরে পরিচালনা করে, শ্রীমাও তেমনি নিজের জীবন দেখিয়ে সঙ্ঘ কে পরিচালিত করেছেন । সারদা দেবী সম্পর্কে নিবেদিতা মিসেস হেমণ্ডকে বলেছিলেন , ' এঁকে একটু ভালোভাবে জানলে দেখা যাবে ‑ সহজ বুদ্ধি ও বাস্তববোধ এঁর চূড়ান্ত , প্রতি ক্ষেত্রে তার পরিচয় মেলে । শ্রী রামকৃষ্ণ কোনো কিছু করবার আগে এঁর পরামর্শ নিতেন । রামকৃষ্ণ ‑ শিষ্যরা এঁর উপদেশ সর্বদা মেনে চলেন । — প্রতি ব্যাপারে এঁকে স্মরণে রাখা হয়। — এঁর ইচ্ছা কে আদেশ তুল্য জ্ঞান করা হয় ।'

বিদেশিনী মেয়ে নিবেদিতা মনে করেছেন , মা ‑ সারদা যেন ভারতীয় নারীর আদর্শ সম্বন্ধে শ্রী রামকৃষ্ণ ‑এর শেষবাণী । শ্রীশ্রীমার মাতৃস্বরুপের যে কোন তুলনা হয়না তিনি যে বিশ্ব মাঝে অদ্বিতীয়া এক জননী তা বিবেকানন্দের কথায় সুস্পষ্ট । স্বামীজী শ্রীমাকে বলেছিলেন , ' মা এইটুকু জানি , তোমার আশীর্বাদে আমার মতো তোমার অনেক নরেনের উদ্ভব হবে , শত শত বিবেকানন্দ উদ্ভব হবে । কিন্তু সেই সঙ্গে আরও জানি , তোমার মতো মা জগতে ঐ একটিই , আর দ্বিতীয় নেই ।' কবির ভাষায় বলতে হয় —

'শ্রীমা, তুমি জগতের শ্রীমা।
তোমার চরিত্রপাঠ, গীতা, বেদ, সংহিতা পাঠের
সুফল প্রদান করে, সর্বগ্লানি , ঘুচায়ে প্রাণের
জীবন সার্থক করে,তুমি। মূর্ত গীতা,
তুমি স্বাহা , স্বধা, গৌরী, তুমি গঙ্গা হিমাদ্রিদুহিতা,
সারদা সার্থক নাম , তোমারে প্রণাম ।'

জানা অজানা

গুরু ছাড়া জ্ঞান ও ভক্তি লাভ সম্ভব নয় ঃসুনীল কুমার দে

পোটকাঃ প্রতি বছরের মতো এ বছর ও তারিখ ৩ ই জুলাই ২০২৩ মাতাজী আশ্রম হাতাতে গুরু পূর্ণিমা সহ মহামুনি বেদ ব্যাসের জন্ম জয়ন্তী ধুমধামের সাথে পালিত হলো।এই উপলক্ষে অপরাহ্ন তিন ঘটিকায় সত্য নারায়ণ ও ঠাকুর,মা,স্বামীজীর বিশেষ পূজা ও পুষ্পাঞ্জলি হলো।তারপর গুরু বন্দনা ও গুরু ভজন হলো।সুনীল কুমার দে এই অবসরে গুরু পূর্ণিমার বিশেষতা ও ব্যাসদেবের জীবনী সম্বন্ধ্যে বললেন।তিনি বললেন,,,গুরু ছাড়া কোনো প্রকারের জ্ঞান ও ভক্তি লাভ সম্ভব নয়।মহামুনি ব্যাসদেবের জন্মদিন কে গুরু পূর্ণিমা হিসাবে পালন করা হয়।ব্যাসদেব আমাদের অমূল্য সম্পদ দান করেছেন তাই তাঁকে আদি গুরু মানা হয়।সুধাংশু শেখর মিশ্র গীতা পাঠ করলেন ও গুরু মহিমা বর্ণনা করলেন।সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় ঠাকুরের সন্ধ্যারতি হলো।তারপর রামকৃষ্ণ কথামৃত পাঠ করা হলো।সবশেষে হরিনাম ও হরিলুট দিয়ে অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি হলো।অনুষ্ঠানের শেষে প্রসাদ বিতরন করা হলো।এই উপলক্ষে কৃষ্ণ পদ মণ্ডল, রাজকুমার সাহু,মোহিতোষ মণ্ডল,মোহিতোষ গোপ, বলরাম গোপ,রামকৃষ্ণ সরদার, সঞ্জয় সাহু,সহদেব মণ্ডল,ভানু রানা,সন্তোষ মণ্ডল,নারায়ণ চ্যাটার্জি,মনি পাল,স্বপন মণ্ডল, ভাস্কর দে,তপন মণ্ডল, যমুনা মণ্ডল,তপন দে,তরুণ দে,রবীন্দ্র নাথ দাস,প্রবীর মণ্ডল,শিলা পালিত,ইরা পালিত,পুষ্পা সরকার,ছবি রানী সরকার,ছবি রানী মণ্ডল,বীথিকা মণ্ডল,লোচনা মণ্ডল,অঞ্জলি মণ্ডল,বেলা রানী মণ্ডল,বন্দনা মণ্ডল,চিনু মা,রিতা মণ্ডল,রিনা মণ্ডল,অমল বিশ্বাস ও আরো অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।

'ঢাকায় ৪০ মিনিটে ১টি তালাক' ঃ এত বিবাহবিচ্ছেদের কারণ কী

নাসরীন সুলতানা

আমি তখন হাইস্কুলে পড়ি। রোমেলা (ছদ্মনাম) নামে আমার এক সমবয়সী আত্মীয় ছিল। একদিন হঠাৎ তার খালাতো ভাইয়ের সঙ্গে রোমেলার বিয়ে হয়ে গেল। এক মাস পরে একদিন প্রচুর কোলাহলের শব্দ শুনতে পেয়ে আমরা দৌড়ে রোমেলাদের বাড়িতে যাই। গিয়ে দেখি, রোমেলাকে উঠানের মাঝখানে বসিয়ে চুলের মুঠি ধরে রোমেলার স্বামী বৃত্তের পরিধি তৈরি করার মতো করে ঘুরাচ্ছে। আর রোমেলার মাবাবা, ভাইবোন ও প্রতিবেশীরা সেই দৃশ্য গভীর মনোযোগে পর্যবেক্ষণ করছে। উপস্থিত দর্শকদের কেউ প্রতিবাদ করছে না দেখে আমি জানতে চাইলাম, রোমেলার অপরাধ কী এবং জানতে পারলাম, রোমেলা স্বামীর বাড়িতে আর যেতে চায় না। স্বামীর সঙ্গে সংসার করতে চায় না। রোমেলার পরিবার, শ্বশুরবাড়ি ও সমাজের চোখে বিয়ের এক মাসের মধ্যে বিয়ে ভেঙে দেওয়া এক ঘোরতর অপরাধ। বিপরীতক্রমে, রোমেলার স্বামী কাবিননামায় স্বাক্ষর করার সঙ্গে সঙ্গে রোমেলার অভিভাবক হয়ে উঠেছে। অতএব রোমেলাকে সংসার করতে বাধ্য করানো যেন তার নৈতিক অধিকার। আমি সতীদাহ প্রথার গল্প কেবল বইয়েই পড়েছি, কিন্তু এ রকম শত শত রোমেলার স্বপ্নদাহ নিজের চোখে দেখেছি। গত ১৩ জুন প্রথম আলো অনলাইনে 'ঢাকায় ৪০ মিনিটে ১টি তালাক' শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। ওই প্রতিবেদন অনুযায়ী বিবাহবিচ্ছেদের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। এ ক্ষেত্রে পুরুষের তুলনায় নারীরা বিবাহবিচ্ছেদের আবেদন বেশি করছেন। প্রতি ১০ জন বিবাহবিচ্ছেদের আবেদনকারীর মধ্যে ৭ জনই নারী (প্রথম আলো অনলাইন, ১৩ জুন, ২০২৩)। এই পরিসংখ্যান কাজী অফিস সূত্রে পাওয়া। প্রতিবেদনটি দেখে আমি স্বস্তি পেয়েছি এটা ভেবে যে ২৫ বছর আগে রোমেলারা যেখানে স্বামীর ইচ্ছার কাছে নিজের ইচ্ছাকে বলি দিয়েছে, আজকের স্বাবলম্বী নারীরা সেখানে নিজের সম্মান ও অধিকার দুটোই আদায় করতে সক্ষম। আমার কাছে মনে হয়, বিবাহবিচ্ছেদের অন্যতম কারণ ভুল সঙ্গী নির্বাচন এবং সঙ্গী নির্বাচনের ক্ষেত্রে স্বামী স্ত্রীর চেয়ে পরিবারের চাহিদাকে অতিরিক্ত অগ্রাধিকার দেওয়া। এক জোড়া নর নারী যখন বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন, তখন নিজেদের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের জীবনে অনুষঙ্গ হিসেবে কিছু অতিরিক্ত দায়িত্ব এবং মানুষ যোগ হয়। এ ক্ষেত্রে পিতৃতান্ত্রিক পরিবার প্রথার কারণে একজন নারীর জীবনে অনুষঙ্গের তালিকা ঢের বেশি। সন্তান ও সমাজের কথা ভেবে অসুখী ও অসম বিয়ে টিকিয়ে রেখে জীবন পার করলে তাতে সমাজ জেতে ঠিকই, হেরে যায় মানবতা। জীবন খুব ছোট। পূর্ণতা ও তৃপ্তির সঙ্গে মৃত্যুবরণ প্রতিটি মানুষেরই অধিকার। দুজন মানুষ যখন একসঙ্গে যাত্রা শুরু করেন, নৈতিক মানুষমাত্রই প্রত্যাশা করেন, তাঁরা একসঙ্গে একই গন্তব্যে পৌঁছাবেন। কিন্তু যাত্রাপথে যদি দুজনের গন্তব্য আলাদা হয়ে যায়, সভ্য সমাজ তাঁদের সেই সিদ্ধান্তকে দুঃখজনক মনে করলেও সম্মান করে।

অন্যদিকে, পুরুষের ক্ষেত্রে এই অনুষঙ্গ নেই বললেই চলে। স্ত্রীর দ্বারা স্বামী নির্যাতনের কিছু অভিযোগ শোনা গেলেও সেই নির্যাতন যেহেতু এককেন্দ্রিক, স্ত্রীর পরিবারের অন্য সদস্যরা সেখানে নিষ্ক্রিয়, তাই হয়তো নির্যাতিত পুরুষ সমাজ ও সন্তানের সুখের কাছে নিজের সুখকে বিসর্জন দেন। অন্যদিকে, স্বামীর পরিবার, তথা স্বামীর পিতামাতা, ভাই বোন যদি সহযোগিতা না করেন এবং স্বামী যদি তাঁর পরিবারের অসহযোগিতাকে প্রশ্রয় দিতে থাকেন, সে ক্ষেত্রে একজন নারীর জন্য সংসার হয়ে ওঠে অসহনীয় ও বিষাক্ত।

পাঠকের চিঠি

ভরসার এক অন্য নাম ডাক্তারবাবু

চিকিৎসা পেশার মত এক মহৎ পেশার সাথে যুক্ত ডাক্তারদের আত্মত্যাগ,কতর্ব্যনিষ্ঠা ও সাহসিকতার প্রতি শ্রদ্ধা যেন হৃদয়স্থলে চিরকাল অনুভূত হয়। সারা দেশ জুড়ে সারা বছর ধরে নিরলস সেবা প্রদানের জন্য ডাক্তারদের সম্মান জানানোর বিশেষ দিন এই ১লা জুলাই। আজ তাঁরা সকল প্রতিকূলতাকে ও সকল প্রতিবন্ধতাকে উপেক্ষা করে নিজের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে এগিয়ে গেছে, দাঁড়িয়েছে অসহায়, অসুস্থ রোগীদের পাশে। যাদের উপরে আজও সমান ভাবে ভরসা রেখে গেছে এ সমাজ। তাঁহাদের মহান এই ব্রতী ও আত্মত্যাগকে এই সমাজ কখনও ভুলবেনা। সংসার,পরিবার ‑পরিজন ও সন্তানদের কাতর ক্রন্দন তাদের কাছে তুচ্ছ হয়ে যায় যখন তারা মানব সেবার মতো মহৎ উদ্দেশ্যে সদা বিরাজমান। চিকিৎসা বা মানবসেবার মতো এক মহৎ ও সেবামূলক পেশাকে তাঁরা বেছে নিয়েছেন কারণ তাহাদের জীবনের মূল ব্রতই বা মন্ত্রই হলো মানবসেবা করা। আর এই মানবসেবার মন্ত্রে দীক্ষিত বা পবিত্র সংকল্প সাধনে নিযুক্ত সেইসব ডাক্তারবাবুদের সম্মানপ্রদর্শন ও স্বীকৃতি জানানোর জন্যে প্রতিবছর ১লা জুলাই পালিত হয় জাতীয় চিকিৎসক দিবস বা ডক্টরস ডে । প্রতিবছর এইদিনটি বিশেষভাবে পালিত হয়ে আসছে।

প্রেরকঃ শংকর সাহা, পতিরাম, দঃদিনাজপুর

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌন্দী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফ্যাক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পিআরবি আইন অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyakhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

যৌতুক ঠেকাতে অভিনব দাবি নিয়ে লড়ছেন ভারতীয় এক নারী

গীতা পান্ডে

নয়া দিল্লি ঃ ভারতে ১৯৬১ সাল থেকে যৌতুক নিষিদ্ধ, কিন্তু এখনও কনের পরিবারের কাছ থেকে যৌতুক হিসেবে নগদ অর্থ, পোশাক, গহনা ইত্যাদি পাওয়ার আশা করে বরের পরিবার।

নিষ্ঠুর এই সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে লড়াই করছেন ভোপালে ২৭ বছর বয়সী এক শিক্ষিকা। এর অবসান ঘটানোর লক্ষ্যে বিয়ের অনুষ্ঠানে পুলিশ কর্মকর্তাদের উপস্থিতির দাবি জানিয়ে তিনি এক পিটিশন শুরু করেছেন।

গুঞ্জন তিওয়ারি (তার আসল নাম নয়) বিবিসিকে বলেছেন যে তার নিজের জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকেই তার এই পিটিশনের উদ্যোগ। তিনি বলেছেন যৌতুক দিতে রাজি না হওয়ার কারণে বহু পুরুষ শেষ পর্যন্ত তাকে বিয়ে করতে রাজি হয়নি।

তার বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙে যাওয়ার সবশেষ ঘটনাটি ঘটেছে এবছরের ফেব্রুয়ারি মাসে, যখন কন্যার বিয়ের জন্য উপযুক্ত পাত্র খুঁজতে গিয়ে তার পিতা এক তরুণ ও তার পরিবারকে বাড়িতে নিমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।

আগত অতিথিদের সঙ্গে পিতামাতার শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর গুঞ্জনকে বসার ঘরে ডেকে পাঠানো হয়। এর পর একটি ট্রেতে ধোঁয়া ওঠা গরম চা ও কিছু নাস্তা নিয়ে তিনি সেখানে উপস্থিত হন।

গুঞ্জন বলছেন ওই মুহূর্তে তিনি বেশ নার্ভাস ছিলেন।

প্রত্যেকেই আপনার দিকে তাকিয়ে আছে, তারা সবাই আপনাকে মাপছে, বাড়ি থেকে টেলিফোনে তিনি আমাকে একথা বলছিলেন।

অতিথিদের সামনে গুঞ্জন কখন ও কিভাবে উপস্থিত হবেন তার খুঁটিনাটি বিষয়ে বাড়িতে অনেক পরিকল্পনা হয়েছে। মা তার জন্য একটি সবুজ পোশাক পছন্দ করে রেখেছিলেন, কারণ তিনি মনে করেন সবুজ রঙের কাপড়ে তার মেয়েকে বেশ ভাল মানায়। এমনকি তিনি তার মেয়েকে অতিথিদের সামনে হাসতে মানাও করে দিয়েছিলেন। কারণ হাসলে তার অসমান দাঁত তারা দেখে ফেলবে।

এই ধরনের পরিস্থিতি গুঞ্জনকে বহুবারই সামলাতে হয়েছে। গত ছয় বছরে তিনি ছয় ছয়বার পাত্রপক্ষের পরিবারের সামনে হাজির হয়েছেন। তারা যেসব প্রশ্ন করে, সেগুলোও তার ইতোমধ্যে জানা হয়ে গেছে পড়ালেখা, কাজ, এবং রান্না করতে পারেন কি না।

বসার ঘরে ঢোকার আগে গুঞ্জন শুনতে পান যে হবু বরের পিতাকে তার বাবা মা জিজ্ঞেস করছেন তাদের কাছ থেকে তারা কতো যৌতুক আশা করছেন।

আমরা শুনেছি তারা ৫০ থেকে ৬০ লাখ রুপি চেয়েছিল। যখন আমার বাবা ওনার কাছে জানতে চাইলেন, তখন তিনি কৌতুক করে উত্তর দিয়েছিলেন আপনার কন্যা যদি সুন্দরী হয়, আমরা আপনাকে ডিসকাউন্ট দেব, গুঞ্জন বলেন।

বিয়ের কথাবার্তা এগিয়ে যেতে থাকলে গুঞ্জন বুঝতে পারলেন যে তাদের

পরিবারকে সেই ডিসকাউন্ট আর দেওয়া হচ্ছে না। অতিথিরা এক পর্যায়ে তার অসমান দাঁত ও কপালের তিল সম্পর্কে জানতে চাইলেন।

নাস্তার পর্ব শেষে গুঞ্জনকে কয়েক মিনিট সময় দেওয়া হলো হবু বরের সঙ্গে আলাদা করে কথা বলার জন্য। সেসময় তিনি তাকে স্পষ্ট জানিয়ে দেন যে যৌতুক দিয়ে তিনি তাকে বিয়ে করবেন না।

তিনিও আমার সঙ্গে একমত হলেন যে যৌতুক সমাজের একটি মন্দ প্রথা, বলেন গুঞ্জন। তখন তার মনে হয় যে বিয়ের ব্যাপারে এখনও পর্যন্ত তিনি আরো যেসব পুরুষের মুখোমুখি হয়েছেন, তাদের থেকে তিনি আলাদা।

কিন্তু গুঞ্জনের পরিবার খুব শীঘ্রই জানতে পারে যে ওই পরিবারটি গুঞ্জনকে প্রত্যাখ্যান করেছে।

এজন্য আমার মা আমাকে দায়ী করেন। তিনি মনে করেন আমি যে যৌতুকবিরোধী অবস্থান নিয়েছি তার কারণেই এই সম্বন্ধ ভেঙে গেছে। তিনি আমার ওপর খুব রেগে গেলেন এবং এর পর দুই সপ্তাহেরও বেশি সময় তিনি আমার সঙ্গে কথা বলেন নি, বলেন গুঞ্জন।

গুঞ্জন জানান তার পিতা গত ছয় বছরে বিয়ের উপযুক্ত ছেলে আছে এরকম ১০০ থেকে ১৫০টি পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। তাদের মধ্যে দুই ডজন পরিবারের সঙ্গে তাদের দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে। ছয়টি পরিবার তাকে দেখতে এসেছিল যাদের সামনে গুঞ্জন নিজেই উপস্থিত হয়েছেন।

গুঞ্জন বলেন তাদের প্রায় সবাই যৌতুক দাবি করেছে এবং একারণে বিয়ের আলোচনা আর অগ্রসর হয়নি।

এরকম প্রত্যাখ্যানের কারণে আমি আমার আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলি, বলেন গুঞ্জন, যিনি গণিতে মাস্টার্স করেছেন এবং অনলাইনে টিউশনি করেন।

যখন এটা নিয়ে ভাবি, আমি জানি যে আমার কোনো সমস্যা নেই, এই সমস্যা তাদের যারা যৌতুক দাবি করছে। কিন্তু আমার প্রায়শই মনে হয় আমি যেন আমার পিতামাতার কাছে একটা বোঝা হয়ে গেছি।

ভারতে যৌতুক দেওয়া এবং নেওয়া দুটোই ৬০ বছরের বেশি সময় ধরে বেআইনি। কিন্তু তারপরেও সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা গেছে দেশটিতে যতো বিয়ে হয় তার ৯০ ক্ষেত্রেই যৌতুক দেওয়া নেওয়া হয়। ধারণা করা হয় ১৯৫০ থেকে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত যতো যৌতুক দেওয়া নেওয়া হয়েছে তার পরিমাণ এক ট্রিলিয়ন ডলারের চার ভাগের এক ভাগ।

যৌতুকের দাবি মেটাতে গিয়ে কন্যার বাবা মায়েরা সাধারণত বড় অঙ্কের ঋণ নিয়ে থাকেন, অথবা তাদের বাড়ি ও জমি জমা বিক্রি করে দেন। কিন্তু এই যৌতুকও স্বামীর পরিবারে তাদের কন্যার সুখী জীবন সবসময় নিশ্চিত করতে পারে না।

অপরাধ সংক্রান্ত জাতীয় রেকর্ড ব্যুরোর তথ্য অনুসারে পর্যাপ্ত পরিমাণে যৌতুক আনতে না পারার কারণে ভারতে ২০১৭ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে ৩৫,৪৯৩ জন স্ত্রীকে হত্যা করা হয়েছে। এই হিসেবে শুধুমাত্র যৌতুকের কারণে গড়ে প্রতিদিন ২০ জন নারীকে হত্যা করা হয়েছে।

যৌতুক প্রথার বিরুদ্ধে যারা আন্দোলন করছেন তারা বলছেন ভারতে নারী ও পুরুষের সংখ্যায় ভারসাম্য না থাকার পেছনে এই যৌতুক একটি কারণ। জাতিসংঘের হিসেবে ভারতে প্রতি বছর প্রায় চার লক্ষ নারী ভ্রূণ জন্মের আগেই হত্যা করা হয়। কারণ পরিবারগুলো মনে করে যে কন্যার বিয়ের সময় তাদেরকে যৌতুক দিতে হবে।

ভোপালের পুলিশ প্রধান হরিনারায়নান চারি মিশ্রকে দেওয়া পিটিশনে গুঞ্জন তিওয়ারি বলেছেন এই সমস্যার একমাত্র সমাধান যেসব ভেন্যুতে বিয়ের অনুষ্ঠান হয় সেখানে পুলিশের অভিযান এবং যদি দেখা যায় যে কেউ যৌতুক দিচ্ছে অথবা নিচ্ছে তাদেরকে গ্রেফতার করা।

তিনি মনে করেন শাস্তি পাওয়ার ভয় এই নিষ্ঠুর প্রথা বন্ধে সাহায্য করবে।

গত সপ্তাহে মি. মিশ্রর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তিনি তার লড়াইএ সাহায্যের জন্য এই অনুরোধ জানিয়েছেন।

যৌতুক সমাজের একটি মন্দ প্রথা এবং এর অবসান ঘটাতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমি সব পুলিশ স্টেশনকে নির্দেশ দিয়েছি কোনো নারী যদি এবিষয়ে যোগাযোগ করেন, তাকে যেন যথাযথ সাহায্য করা হয়, মি. মিশ্র আমাকে বলেন।

তবে তিনি বলেন, পুলিশের কিছু সীমাবদ্ধতা আছে, তারা তো সব জায়গায় উপস্থিত থাকতে পারে না এবং এবিষয়ে আমাদের মানসিকতা পরিবর্তনের জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।

নারীর অধিকার নিয়ে কাজ করেন এরকম একজন কর্মী কভিতা শ্রীভাস্তভা বলেন পুলিশ অবশ্যই সাহায্য করতে পারে, তবে যৌতুক মোকাবেলা করা একটি জটিল বিষয়।

ভারত তো পুলিশি রাষ্ট্র নয়, তবে দেশে যৌতুক নিষিদ্ধ করে একটি আইন আছে এবং এই আইনটিকে আরো ভালোভাবে প্রয়োগ করতে হবে।

তিনি বলেন যৌতুক যে একটি লোভী পরিবারের পক্ষ থেকে চাওয়া শুধুমাত্র এককালীন একটি দাবি তা নয়। দেখা গেছে বিয়ের পরেও কনের পরিবারের কাছ থেকে একের পর পর এক যৌতুক দাবি করা হতে থাকে। কারণ এই অর্থ খুব সহজে পাওয়া যায়, এটা খুব দ্রুত ধনী হওয়ার হওয়ার রাস্তা।

কভিতা শ্রীভাস্তভা এরকম বেশ কিছু নারীর উদাহরণ দিয়েছেন যারা বিয়ের পরেও যৌতুক দিয়ে যেতে না পারার কারণে আজীবন পারিবারিক সহিংসতার শিকার হয়েছেন, এমনকি কাউকে কাউকে শ্বশুর বাড়ি থেকেও বের করে দেওয়া হয়েছে।

তিনি মনে করেন তরুণ তরুণীরা যদি যৌতুকের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় তাহলেই একমাত্র এটিকে মোকাবেলা করা সম্ভব। যৌতুক প্রদান ও গ্রহণের ব্যাপারে তাদেরকে অস্বীকৃতি জানাতে হবে।

গুঞ্জন বলেন তিনি বিয়ে করতে চান কারণ জীবন অনেক দীর্ঘ এবং আমি একা একা এই জীবন কাটাতে পারবো না, তবে তিনি এটা নিশ্চিতভাবে জানেন যে যৌতুক দিয়ে তিনি বিয়ে করবেন না। তবে সময়ের সাথে সাথে বিয়ের জন্য তার ওপর পরিবারের চাপ ক্রমশই বাড়ছে।

প্রতিবেশী উত্তর প্রদেশে আমার পৈতৃক গ্রামের বাড়িতে আত্মীয় স্বজনরা মনে করে যে বিয়ের বাজারে ২৫ বছর বয়সী একজন নারী বয়স্ক নারী।

একারণে গুঞ্জনের পিতা পত্রিকার পাতায় পাত্রী চাই বলে যেসব বিজ্ঞাপন ছাপা হয় সেগুলোর দিকে নিয়মিত চোখ রাখেন। এছাড়াও তিনি তার আত্মীয় স্বজনকে বলে রেখেছেন তাদের চোখ ও কান খোলা রাখার জন্য যাতে উপযুক্ত কোনো পাত্রের সন্ধান পেলে তাকে জানানো হয়।

তিনি একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপেও যোগ দিয়েছেন। এই গ্রুপে তাদের বর্ণ ও জাতের প্রায় ২০০০ সদস্য আছেন যারা সেখানে তাদের ছেলেমেয়েদের জীবনবৃত্তান্ত বা সিভি শেয়ার করেছেন।

বেশিরভাগই জাঁকজমক বিয়ে প্রত্যাশা করে যেখানে খরচ হবে ৫০ লাখ রুপি বা তার চেয়েও বেশি। আমার পিতা হয়তো তার অর্ধেক খরচ করতে পারবেন, বলেন তিনি। গুঞ্জন আরো বলেন, তিনি যে যৌতুক না দিয়ে বিয়ে করতে চান একারণে তার পিতামাতার জীবন আরো বেশি কঠিন হয়ে পড়েছে। আমার পিতা বলেন যে আমার জন্য পাত্র খোঁজার কাজ মাত্র ছ'বছর হয়েছে। এখন তিনি বলেন যে যৌতুক না দিলে ৬০ বছর ধরে খুঁজেও আমার জন্য উপযুক্ত পাত্র পাওয়া যাবে না।

বীরভূমে সিপিএম প্রার্থী বিজেপিতে

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি) ঃ পঞ্চায়েত ভোটের আর দুই দিন বাকি আর তার আগে বীরভূম জেলার এক মহিলা সিপিএম প্রার্থী বিজেপিতে যোগদান করলো । পাঁচই জুলাই বুধবার সন্ধ্যায় নলহাটি বিধানসভাকেন্দ্রের বড়লা গ্রামের সিপিএম প্রার্থী ময়না সরকার সহ পঞ্চান্ন পরিবার বিজেপিতে যোগদান করে । নবাগতদের হাতে বিজেপির দলীয় পতাকা তুলে দেন বিজেপি বীরভূম জেলা সভাপতি ধ্রুব সাহা ।

বিজেপি বুথ সভাপতির মৃতদেহ উদ্ধার

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি) ঃ বৃহস্পতিবার ছয় জুলাই ভোরে সারেনডা থেকে চন্দ্রপুর গ্রাম যাওয়ার রাস্তার কুলুপুকুরের ধার থেকে মহম্মদবাজার বি মন্ডলের হিংলো গ্রামপঞ্চায়েতের ২২৪ নং বুথের বিজেপি সহসভাপতি দিলীপ মাহারার (৪৮) মৃতদেহ উদ্ধার হয় । বাড়ী সারেন্ডা গ্রামে । দিলীপের স্ত্রী ছবি মাহারা পালান সংসদ থেকে নির্দল প্রার্থী হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে । এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে । মৃতের ছেলে উৎপল মাহারা বলেন, তৃনমূল নেতা কালীপ্রসাদ ব্যানাজীর নেতৃত্বে বাবাকে খুন করা হয়েছে । গলায় দড়ির দাগ রয়েছে । মহম্মদবাজার থানার মেজোবাবু সাদা পোশাকে এসে মৃতদেহের পাশ থেকে গুলির খোল নিয়ে চলে গিয়েছিল । আমরা ফিঙ্গার প্রিন্ট তদন্তের দাবি জানাচ্ছি । মহম্মদবাজার বি মন্ডল বিজেপি সভাপতি নীলম মন্ডল বলেন, বুধবার তৃনমূল নেতা কালীপ্রসাদ ব্যানাজীর স্ত্রী যেখানে প্রার্থী হয়েছে সেখানে দিলীপ মাহারা বিজেপির হয়ে প্রচার করতে গিয়েছিল । সেই রাগে কালীপ্রসাদ ব্যানাজী গুনডা দিয়ে দিলীপকে খুন করা করিয়েছে ।

মহম্মদবাজার থানার মেজোবাবু সাদা পোশাকে এসে মৃতদেহের পাশ থেকে গুলির খোল নিয়ে চলে গিয়েছিল । গ্রামবাসীদের চাপে পড়ে সেটা আবার মৃতদেহের পাশে রেখে যায় । কালীপ্রসাদ ব্যানাজীর শাস্তির দাবি জানাচ্ছি । ঘটনায় সিবিআই তদন্তের দাবি জানিয়েছে মৃতের পরিবার এবং গ্রামবাসীরা । ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ ।

খুন বিজেপি কর্মী প্রতিবাদে জাতীয় সড়ক অবরোধ

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি) বিজেপি কর্মী খুনের প্রতিবাদে এবং দোষীদের শাস্তির দাবিতে বৃহস্পতিবার ছয় জুলাই মহম্মদবাজারে ষাটনং জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি । রাজ্য বিজেপি সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়,বীরভূম জেলা সাধারণ সম্পাদক শ্যামসুন্দর গড়াই উপস্থিত ছিলেন । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার ভোরে সারেনডা থেকে চন্দ্রপুর গ্রাম যাওয়ার রাস্তার কুলুপুকুরের ধার থেকে মহম্মদবাজার বি মন্ডলের হিংলো গ্রামপঞ্চায়েতের ২২৪ নং বুথের বিজেপি সহসভাপতি দিলীপ মাহারার (৪৮) মৃতদেহ উদ্ধার হয় । বাড়ী সারেন্ডা গ্রামে । দিলীপের স্ত্রী ছবি মাহারা পালান সংসদ থেকে নির্দল প্রার্থী হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে । মৃতের ছেলে উৎপল মাহারা বলে, তৃনমূল নেতা কালীপ্রসাদ ব্যানাজীর নেতৃত্বে বাবাকে খুন করা হয়েছে । গলায় দড়ির দাগ রয়েছে । মহম্মদবাজার থানার মেজোবাবু সাদা পোশাকে এসে মৃতদেহের পাশ থেকে গুলির খোল নিয়ে চলে গিয়েছিল । আমরা ফিঙ্গার প্রিন্ট তদন্তের দাবি জানাচ্ছি । মহম্মদবাজার বি মন্ডল বিজেপি সভাপতি নীলম মন্ডল বলেন, বুধবার তৃনমূল নেতা কালীপ্রসাদ ব্যানাজীর স্ত্রী যেখানে প্রার্থী হয়েছে সেখানে দিলীপ মাহারা বিজেপির হয়ে প্রচার করতে গিয়েছিল । সেই রাগে কালীপ্রসাদ ব্যানাজী গুনডা দিয়ে দিলীপকে খুন করা করিয়েছে । মহম্মদবাজার থানার মেজোবাবু সাদা পোশাকে এসে মৃতদেহের পাশ থেকে গুলির খোল নিয়ে চলে গিয়েছিল । গ্রামবাসীদের চাপে পড়ে সেটা আবার মৃতদেহের পাশে রেখে যায় । কালীপ্রসাদ ব্যানাজীর শাস্তির দাবি জানাচ্ছি । ঘটনায় সিবিআই তদন্তের দাবি জানিয়েছে মৃতের পরিবার এবং গ্রামবাসীরা । কালীপ্রসাদ ব্যানাজী বলেন, মৃত্যু নিয়ে বিজেপি রাজনীতি করে । বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব না অন্য কারনে খুন হয়েছে সেটা পুলিশ তদন্ত করে দেখুক । মৃতদেহ তুলতে গেলে মহম্মদবাজার থানার ওসি তপাই বিশ্বাসকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখায় স্থানীয় বাসিন্দারা । ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ ।

রুপিতে লেনদেনের লাভ লোকসান

ঢাকা ঃ ১১ জুলাই থেকে বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের রুপিতে লেনদেন শুরু হচ্ছে। বাংলাদেশ যে পরিমাণ ভারতীয় রুপি রপ্তানির মাধ্যমে পাবে সেটাই আমদানিকে ব্যবহার করতে পারবে। এজন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে। অবশ্য এর বাইরে টাকারুপি ভিত্তিক ডেবিট কার্ড চালু হচ্ছে। এটা উভয় দেশে ব্যবহার করা যাবে। ফলে যারা ভারতে চিকিৎসা ও ভ্রমণসহ নানা কাজে যান তারাও সরাসরি রুপি ব্যবহার করতে পারবেন। এর আগে বাংলাদেশি টাকা প্রথমে ডলারে এবং পরে ডলার থেকে রুপিতে কনভার্ট করতে হতো। এখন সরাসরি টাকারুপির ডেবিট কার্ডের ফলে ছয় শতাংশ বিনিময় লোকসান সাশ্রয় হবে। সাধারণ হিসেবে বাংলাদেশ থেকে প্রতি বছর কমবেশি ২৫ লাখ নাগরিক নানা কাজে টুরিস্ট ভিসায় ভারতে যান। অন্যদিকে বাংলাদেশ প্রতি বছর ভারতে প্রায় দুই বিলিয়ন ডলারের পণ্য রপ্তানি করে। আমদানি করে ১৪ বিলিয়ন ডলারের পণ্য। বাংলাদেশ ওই দুই বিলিয়ন ডলারের সম পরিমাণ রুপি এখন চাইলে সরাসরি পাবে। ওই রুপি আবার ভারত থেকে সরাসরি আমদানিতে ব্যবহার করতে পারবে। কিন্তু বাকি আমদানিতে ডলারই ব্যবহার করতে হবে। তবে একইভাবে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের এখনই টাকায় লেনদেন শুরু হচ্ছে না। সেটা হলে বাংলাদেশের বেশি সুবিধা হতো। ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের এই রুপিতে লেনদেনের জন্য বাংলাদেশ ও ভারতের চারটি ব্যাংক অনুমোদন পেয়েছে। বাংলাদেশের দুইটি ব্যাংক হলো সোনালী এবং ইস্টার্ন ব্যাংক। আর ভারতের দুইটি ব্যাংক হলো স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া এবং আইসিআইসিআই ব্যাংক। এখন একাউন্ট খুললেই রুপিতে লেনদেন করা যাবে। তবে এখন পর্যন্ত রুপিতে একাউন্ট ও এলসি খোলার আবেদন পাওয়া যায়নি। যমুনা ব্যাংকের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) মো. নুরুল আমিন বলেন,এতে সুবিধা হবে যে আমরা যেটুকু রপ্তানি করব সেটুকুর বিনিময়ে রুপি পাব। সেটা দিয়ে আমরা আমদানি ব্যয় শোধ করতে পারব ভারতের সঙ্গে। ওই পরিমাণ ডলারের ওপর চাপ কমবে। আমাদের আমদানি রপ্তানির ভারসাম্য নেই। আমরা বেশি আমদানি করি। কম রপ্তানি করি। এটা ভারসাম্যপূর্ণ হলে লাভ বেশি হতো। তিনি জানান,টাকারুপির ডেবিট কার্ডও ডলারের ওপর নির্ভরতা কমাবে। তবে মনে রাখতে হবে ভারতীয় রুপি আন্তর্জাতিক মুদ্রা বাস্কেটে নাই। ইউয়ান আছে। এখানে ইউয়ানেও এলসি খোলা যায়। কিন্তু সাড়া কম। পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের নির্বাহী পরিচালক ড. আহসান এইচ মনসুর বলেন, শুরুতে রুপিতে খুব বেশি লেনদেন হবেনা। ধরুন ভারতে যে পোশাক রপ্তানি করে সে কাঁচামাল আমদানি করে অন্য দেশ থেকে ডলারে। সেতো রুপি নেবে না। কারণ রুপিতে নিলে তাকে তো আবার কাঁচামাল আমদানি করতে রুপিকে আবার ডলারে কনভার্ট করতে হবে। আর সেটা হলে তার তো ক্ষতি হবে। শুধু ভারতের সঙ্গে যার আমদানি ও রপ্তানি দুটি ব্যবসা আছে যে রুপি মেনে। এটা সবোচ্চ দুই মিলিয়ন ডলার হতে পারে। তিনি আরেক প্রশ্নের জবাবে বলেন, আমরা যা আমদানি করি তার বিনিময়ে ভারত তো বাংলাদেশি টাকা নেবে না। কারণ আমরা তো ডেফিসিট কান্ট্রি। ডেফিসিট কান্ট্রির মুদ্রা দিয়ে ভারত কী করবে। আমাদের রপ্তানি যদি বাড়ে তখন সেটা হয়তো হবে। কিন্তু তাতেই ভারসাম্য হবে বলে মনে হয় না। কিন্তু এতে ভারতের লাভ হবে। রুপির গ্রহণযোগ্যতা বাড়বে। আর তাকে ডলারে পেমেন্ট করতে হবে না। রুপির বাজারও সৃষ্টি হবে বলে মনে করেন তিনি। তিনি এখানে ঝুঁকিও দেখছেন। তার মতে, রুপি আমাদের টাকার মতোই এখনো একটি দুর্বল মুদ্রা। এখন আমরা রপ্তানি করে রুপি আনলাম। ডলারের সঙ্গে যদি রুপির দামের অবমূল্যায়ণ হয় তাহলে তো আমার ক্ষতি। ডলার আনলে সেই ঝুঁকি নেই। সিপিডির ডিস্টিংগুইশড ফোলো অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ড. মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, ভারতে রপ্তানি করে যে রুপি পাবো সেটা থেকে আমদানি করতে পারব। আমরা তো ডলার কনভার্ট করে রুপি বানিয়ে আমদানি করব না। তাতে তো আমাদের লোকসান। ফলে এটা শুরুতে সীমিত আকারে হবে। তবে বাণিজ্য ছাড়াও বিনিয়োগ আছে। অন্যান্য লেনদেন আছে সেখানেও এটা সম্প্রসারিত হবে ধীরে ধীরে। আর আমরা তো ডলার ছাড়াও ইউরো ব্যবহার করি। এখন রুপি হলে আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্যে বিদেশি মুদ্রা ব্যবহারের পোর্টফলিও আরেকটু স্ট্রং হবে, বলে মনে করেন এই অর্থনীতিবিদ। তবে তিনি মনে করেন, এক্সচেঞ্জ রেটটা কী হবে সেটা গুরুত্বপূর্ণ। এটা যেন উইন উইন হয়। তা না হলে রিস্ক থেকে যাবে। এটা ডলারের ওপর চাপ কমানোয় তেমন কোনো ভূমিকা রাখবে বলে মনে করেন না অর্থনীতিবিদেরা। কারণ ভারতে রপ্তানি করে রুপি আনলে তো আর ডলার পাওয়া যাবে না। অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য ঘাটতি কমাতে পারলে আমরা লাভবান হতাম।

শান্তির বার্তা নিয়ে বিভিন্ন পার্টির ঝান্ডা মোটর বাইকে লাগিয়ে গ্রামে গ্রামে প্রচারে ঝড় তুললেন বাঘমুন্ডির যুবক

সুধীর গোরাই

জামশেদপুর ঃ পশ্চিম বঙ্গে আগামী ৮ ই জুলাই পঞ্চায়েত ভোট। ভোট প্রচারের নানা কৌশল লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এবার অদ্ভুত ধরনের ভোট প্রচারে নজর কাড়ল বাঘমুন্ডি ব্লকের অন্তর্গত বীর গ্রামের বাসিন্দা সুরেন্দ্র মোহন রজক। স্থানীয় মানুষজনের মধ্যে ধরনী ধর তেওয়ারি ও সুবিত আচার্য্য জানান সুরেন্দ্র মোহন রজক কে কয়েকদিন ধরে তাঁর মোটরবাইকে বিজেপি, তৃণমূল, ফরওয়ার্ড ব্লক, আজসু, জয়গরাম , সিপিআইএম, কংগ্রেস সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ঝান্ডা লাগিয়ে বাঘমুন্ডি এলাকার গ্রামে গ্রামে যাচ্ছে। আর তা নিয়েই যথেষ্ট উৎসাহ লক্ষ্য করা গেল ভোটারদের মধ্যে। বৃহস্পতিবার সুরেন্দ্র মোহন রজক জানান তিনি ভিন্ন রাজ্যের

একটি দোকানে কাজ করে। গ্রামে স্ত্রী সহ তিন কন্যা সন্তান রয়েছে। কোন ভাবে টেনে টুনে সংসার চলে। এলাকায় ভোট থাকলে এখন বাড়িতে এসেছে। তবে এলাকায় যাতে কোন রকমের অশান্তি ঝামেলা না হয়, সমস্ত রাজনৈতিক দলের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণ থাকে। তার জন্য প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে গিয়ে শান্তির বার্তা দেওয়া হচ্ছে। সাথেই তিনি ভোটারদের নিবেদন করেন

ভোট যাকে পারবেন দিন তবে আমাদের মধ্যে যেন একতা থাকে, কোন রকম দ্বন্দ্ব না হয় তারই বার্তা দিয়ে গ্রামে গ্রামে যাওয়া হচ্ছে বলে জানান সুরেন্দ্রমোহন রজক। তার এই উদ্যোগকে এলাকাবাসীরা সাধুবাদ জানিয়েছেন।।

২০১৭ সালের পর ভূমধ্যসাগরে এ বছর সর্বোচ্চ মৃত্যু

প্যারিস ঃ ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে ইউরোপে পৌঁছানোর চেষ্টায় চলতি বছরের প্রথমার্ধে এক হাজার ৮৭৪ জন অভিবাসনপ্রত্যাশী মারা গেছেন বা নিখোঁজ হয়েছেন। ২০১৭ সালের পর এ বছরই রেকর্ড সংখ্যক মানুষ ভূমধ্যসাগরে মারা গেলেন বা নিখোঁজ হয়েছেন।

জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক অভিবাসন বিষয়ক সংস্থা আইওএম'এর মিসিং মাইগ্রেন্টস প্রজেক্ট বুধবার এই তথ্য জানিয়েছে। মিসিং মাইগ্রেন্টস প্রজেক্টের তথ্য অনুযায়ী, এ বছরের ১ জানুয়ারি থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত এক হাজার ৮৭৪ জন অভিবাসনপ্রত্যাশী মারা গেছেন। গত বছর একই সময়ে এই সংখ্যাটি ছিল এক হাজার ১০৮। আইওএম জানিয়েছে, ২০১৭ সালে ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে মারা গেছেন দুই হাজার ২৭৮ জন অভিবাসনপ্রত্যাশী। আর তার আগের বছর অর্থাৎ ২০১৬ সালে মারা গেছেন দুই ৯৪৬ জন। সংস্থাটির দেয়া তথ্য অনুযায়ী, ২০১৪ সাল থেকে এ পর্যন্ত ভূমধ্যসাগরীয় রুটে মোট ২৭ হাজার ৬৩৩ জন মানুষকে প্রাণ হারাতে হয়েছে।

তবে প্রকৃত সংখ্যাটি এর চেয়েও বেশি হতে পারে শঙ্কা করছে আইওএম। কারণ, ভূমধ্যসাগরে অনেক নৌকাডুবির ঘটনা ঘটে, যেগুলোর কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। ফলে, ওইসব নৌকায় থাকা অভিবাসনপ্রত্যাশীরা গণনার বাইরে থেকে যান। এ বছরের সবচেয়ে ভয়াবহ ট্র্যাজেডি ছিল গ্রিস উপকূলে ভূমধ্যসাগরের গভীরতম অঞ্চলে অভিবাসীবোঝাই নৌকাডুবির ঘটনাটি। এতে ১০৪ জনকে জীবিত উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। মরহেদ উদ্ধার করা হয়েছে ৮২টি। কিন্তু শত শত মানুষ নিখোঁজ হয়েছেন। তবে, প্রকৃত সংখ্যাটি এখনও জানা যায়নি। মঙ্গলবার ইউরোপীয় ইউনিয়নের আশ্রয় বিষয়ক সংস্থা (ইইউএএ) জানিয়েছে, সংঘাত, সংঘর্ষ, জলবায়ু বিপর্যয়, ভূরাজনৈতিক অস্থিরতা, ক্ষুধা আর দারিদ্র্যের কারণে উন্নত জীবনের আশায় পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অসংখ্য মানুষ অনিয়মিত অভিবাসনের পথ বেছে নিচ্ছেন। গ্রীষ্মকালে এই সুযোগটি লুফে নেয় মানবপাচারে সংশ্লিষ্টরা। অভিবাসনপ্রত্যাশীদের ইউরোপ পৌঁছে দেয়ার মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে সমুদ্র অনুপযোগী নৌকায় তাদের তুলে দেয়। কিন্তু ভূমধ্যসাগরের বেশিরভাগ সময় দুর্দশার মুখে পড়ে অভিবাসীবাহী নৌকাগুলো। অসংখ্য মানুষ সমুদ্রে ডুবে মারা যান অথবা নিখোঁজ হন।

ইংল্যান্ড 'বাজবল' নয়, খেলছে 'ক্যাজবল'

লন্ডন (ওয়েবডেস্ক) ঃ বিবিসিতে এক কলাম লিখেছেন অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট কিংবদন্তি গ্লেন ম্যাকগ্রা। এবারের অ্যাশেজ নিয়ে তাঁর বিশ্লেষণ উঠে এসেছে সেই কলামে। ইংল্যান্ড ক্রিকেট দলের বহুল আলোচিত 'বাজবল' ক্রিকেট নিয়ে লিখেছেন। তাতে উঠে এসেছে জনি বেয়ারস্টোর স্টাম্পিং নিয়ে বিতর্কও। পাঠকদের জন্য সেই কলামের হুবহু অনুবাদ তুলে ধরা হলো...

শুরুতেই আমি বলে নিতে চাই জনি বেয়ারস্টোর বিতর্কিত আউটটি আমার খুব একটা পছন্দ হয়নি। আমি এটা নিয়ে প্রচুর ভেবেছি। এ ব্যাপারে সব প্রতিক্রিয়াই দেখেছি, পড়েছি। এটি আমার ভাবনাকে দুই ভাগে বিভক্ত করে দিয়েছে। ক্রিজ ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার পর অ্যালেক্স ক্যারি যে বেয়ারস্টোকে স্টাম্পিং করেছে, সেই আবেদনটি যদি প্যাট কামিন্স প্রত্যাহার করে নিত, তাহলে আমি খুশিই হতাম, প্রথম প্রথম এটাই আমার মনে হয়েছে। কিন্তু এটা নিয়ে আমি যতই ভেবেছি, ততই আমার মনে হয়েছে কামিন্স আউটের আবেদন প্রত্যাহার না করে সঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছে। আমি মনে করি, বেয়ারস্টোর আউট নিয়ে বিতর্ক ইংলিশদের মানসিকতার গভীর একটা দিক।

কাঁধের চোটই কাল হলো ওলি পোপের

আমি যেসব সাবেক ক্রিকেটারের সঙ্গে কথা বলেছি, তাঁরা ইংলিশ হোন, কিংবা অস্ট্রেলিয়ান, সবাই বলেছেন বেয়ারস্টোর আউটটি ঠিক ছিল। এমনকি ক্রিকেট কিংবদন্তি ব্রায়ান লারাও বলেছেন, বেয়ারস্টো সেদিন আউট ছিলেন। আমি কিন্তু 'বাজবলে'র খুব বড় ভক্ত। ভয়ডরহীন ক্রিকেট, প্রতিপক্ষের ওপর চাপ তৈরি করা কিংবা ক্রিকেটাররা যাই করুক, সেটির জন্যই পিঠ চাপড়ে দেওয়ার এই ব্যাপারটা আমার খুব ভালো লাগে। কিন্তু বেয়ারস্টোর আউটের পর যা হয়েছে, সেটি এবারের অ্যাশেজে ইংল্যান্ড দলের একটা সারসংক্ষেপ বলা যেতে পারে। এবারের অ্যাশেজটা ইংলিশরা খেলছে খুবই হেলাফেলা করে, খুবই 'ক্যাজুয়ালি'। আমি বাজবলের নতুন একটা নাম দিতে চাই। ইংলিশরা যেটি খেলছে, সেটি 'বাজবল' নয়, 'ক্যাজবল'। লর্ডস টেস্টের প্রথম দিন থেকে ইংল্যান্ডের খেলা বিশ্লেষণ করুন, ইংল্যান্ড দলকে আমার খুবই ক্যাজুয়াল মনে হয়েছে।

লর্ডস টেস্টের পর ওলি রবিনসন বলেছে, অস্ট্রেলিয়ার 'নাম্বার ১১' তিনজন। এঁদের একজন হচ্ছেন নাথান লায়ন। যিনি ব্যাট হাতে অস্ট্রেলিয়াকে জেতাতে পারেন। অ্যাশেজে ইংল্যান্ড যে ধরনের স্বাধীনতা নিয়ে খেলছে, সেটি আমার খুব ভালো লাগছে। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইংলিশ ব্যাটসম্যানরা এমন কিছু শট খেলেছে, যা নিয়ে খুব সহজেই প্রশ্ন তোলা যায়। ড্রেসিংরুমের মধ্যে সে শটগুলো নিয়ে যদি জবাবদিহি থাকে, তাহলে ঠিক আছে। কিন্তু ড্রেসিংরুম থেকে 'আমরা ব্যাটসম্যানদের স্বাধীনতা দিয়েছি', 'এসব শট খেলা তাদের নিজস্ব ব্যাপার' কথাগুলো যেন কেমন লাগছে! ব্যাপারটা এমন যে দৌড় প্রতিযোগিতায় কেউ ২৭তম হয়েছে, কিন্তু আপনি দৌড়ে গিয়ে তাঁর গলায় পদক ঝুলিয়ে দিচ্ছেন। ভাই, এটা টেস্ট ক্রিকেট! এটা অ্যাশেজ সিরিজ!

২০০৫ সালের অ্যাশেজের কথা মনে পড়ছে। আমরা সেবার যে ইংল্যান্ড দলের বিপক্ষে খেলেছিলাম, তাতে ছিলেন মাইকেল ভন, অ্যান্ড্রু স্ট্রাউস, অ্যান্ড্রু ফ্লিনটফ, কেভিন পিটারসেনরা। তাঁরা দারুণ লড়াকু ক্রিকেটার ছিলেন। সব সময়ই নিজেদের তৈরি রাখতেন যেকোনো লড়াইয়ের জন্য। তাঁরা খুবই শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। সেই ক্রিকেটাররা যদি এবারের অ্যাশেজে ইংল্যান্ড দলে থাকতেন, তাহলে বলে রাখি এজবাস্টন ও লর্ডস, দুই টেস্টে হেরেই সিরিজে অস্ট্রেলিয়া ২-০ ব্যবধানে পিছিয়ে থাকত।

বেয়ারস্টো যেভাবে সেদিন ক্রিজ ছেড়ে বেরিয়ে গেল, তাতে রীতিমতো মনে হয়েছে খেলাটারই মালিক তিনি। আর বেয়ারস্টোর এভাবে ক্রিজ ছাড়াটাই এবারের অ্যাশেজ ইংলিশ দলের সবকিছু বলে দিচ্ছে।

'ক্রিকেটীয় চেতনা' বিষয়টি নিয়ে অনেক কিছু পড়লাম কয়েক দিন ধরে। আসলে টেস্ট ক্রিকেটের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে হয় নিজেদের আচরণ দিয়ে। টেস্ট ক্রিকেটে খেলতে নেমে বেয়ারস্টোর মতো এভাবে ক্রিজ ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়া যায় না। এ ঘটনাটা চোখে আঙুল দিয়ে সবাইকে দেখিয়ে দিয়েছে ইংল্যান্ড দল একটা লড়াইয়ে যেভাবে লড়ছে, সেটি খুবই হতাশাজনক।

স্টুয়ার্ট ব্রডের কথাই ধরুন। সে যেভাবে ব্যাটিং করতে নামল, তাতে মনে হলো সে যেন মারামারি করতে নেমেছে। যখন ঘটনাগুলো সমর্থকদের প্রভাবিত করছে, তখন ইংলিশ ক্রিকেটাররা যেন হঠাৎ করেই ফুঁসছে। কিন্তু তারা সিরিজে এরই মধ্যে ২-০ ব্যবধানে পিছিয়ে পড়েছে। ঘোড়দৌড় শেষে ঘোড়াকে আবদ্ধ করে ফেলার পর উত্তেজনা তৈরির চেষ্টা মনে হয়েছে আমার। তারা কেন বেয়ারস্টোর আউটটিকে ঘিরে দর্শক, সমর্থকদের অযথা উসকানোর চেষ্টা করে যাচ্ছে? আমি জানি না।

আমি আশা করি, পুরো ব্যাপারটাই লর্ডস টেস্টে বেন স্টোকসের বীরত্বপূর্ণ ১৫৫ রানের ইনিংসটাকে আড়ালে ফেলে দেবে না। সে যেভাবে ওই পরিস্থিতি ৯টি ছক্কায় মারকুটে এক ইনিংস খেলল, সেটি ছিল অবিশ্বাস্য। স্টোকস যখন অবসরে যাবে, তখন তাকে ক্রিকেট খেলাটারই অন্যতম কিংবদন্তি হিসেবে মনে রাখবে সবাই।

তবে আমি মনে করি, এখনই সে ক্রিকেটের অন্যতম এক কিংবদন্তিতে পরিণত হয়েছে। লর্ডস টেস্টে আরেকটি বিতর্কিত মুহূর্ত আড়ালে চলে গেছে। সেটি হচ্ছে চতুর্থ দিনে মিচেল স্টার্কের ক্যাচটি। বেন ডাকেট সেটিতে আউট হতে পারত। কিন্তু আমি হতাশ হলেও ক্রিকেটের আইনের কারণে তা মেনে নিয়েছি। ক্রিকেটের নিয়ম বলে, যেকোনো ক্যাচ নেওয়ার সময় অবশ্যই বলের ওপর ফিল্ডারের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকতে হবে।

কিন্তু আমি আমার জীবনে কখনোই এত সুন্দর করে নেওয়া একটা ক্যাচ বাতিল হতে দেখিনি। যে নিয়মে ক্যাচটি বাতিল করা হয়েছে, সেটি নিচু হয়ে আসা ক্যাচের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য অথবা কোনো ডাইভিং ক্যাচের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা উচিত। যেখানে বলকে শুধুই আঙুলের সাহায্যে লুফে নিতে হয়। আমার সঙ্গে অনেকেই দ্বিমত পোষণ করতে পারেন, কিন্তু আমি দুঃখিত। স্টার্কের ওই ক্যাচটির ক্ষেত্রে এই আইনটি ব্যবহার করা ঠিক হয়নি। সব মিলিয়ে হেডিংলিতে তৃতীয় টেস্ট শুরু হবে বেশ উত্তপ্ত একটা পরিবেশের মধ্যেই। অস্ট্রেলিয়া দলকে কিছুটা বিরুদ্ধ স্রোতের বিপক্ষে থাকতে হবে। তবে আমি আশা করি লর্ডসে যা যা ঘটেছে হেডিংলির কোনো কিছুই সেগুলোকে ছাড়িয়ে যাবে না। বিশেষ করে লর্ডসের লং রুমে যা ঘটেছে। হেডিংলি মাঠের ওয়েস্টার্ন টেরেস আর এজবাস্টনের হলিস স্ট্যান্ড নিয়ে অনেক কথা হয়েছে।

লর্ডস টেস্টে ইংল্যান্ডকে প্রথম ইনিংসে ৩২৫ রানে আটকে দেওয়ার পর অস্ট্রেলিয়া দল লর্ডস টেস্টে ইংল্যান্ডকে প্রথম ইনিংসে ৩২৫ রানে আটকে দেওয়ার পর অস্ট্রেলিয়া দলরয়টার্স কিন্তু সত্যি বলছি, আমি যখন খেলতাম, তখন এই হেডিংলিতে যতবার খেলতে গিয়েছি, প্রায় সব বারই আমরা জিতেছি। ২০০৫ সালের অ্যাশেজ আমরা শেষ দিন জয় পেয়েছিলাম। সেদিন কেভিন পিটারসেন সেঞ্চুরি করেছিলেন। কিন্তু হেডিংলির দর্শকেরা আমাদের যথেষ্ট চাপে রেখেছিলেন। আমি ২০১৯ সালেও হেডিংলিতে ছিলাম। যে টেস্টে বেন স্টোকসের বীরত্বে ঐতিহাসিক এক জয় তুলে নিয়েছিল ইংলিশরা। স্টোকস সেদিন প্রায় এক হাতেই হারিয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়াকে। হেডিংলিতে সেদিন অবিশ্বাস্য পরিবেশ দেখেছি আমি।

অস্ট্রেলিয়ানরা হেডিংলির চাপের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেবে এটা নিয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই। এই টেস্ট ইংল্যান্ড দলের ঘুরে দাঁড়ানোর, অস্ট্রেলিয়ারও একই ধরনের বিষয় থাকবে। তারা মনে করবে, তারা একধরনের আক্রমণের মুখে আছে। সুতরাং গোটা দল ঐক্যবদ্ধ হয়েই খেলবে হেডিংলিতে।

অস্ট্রেলিয়াকে অবশ্যই সাবধান হতে হবে, মনোযোগী হতে হবে। কারণ, ইংল্যান্ড অবশ্যই মরণকামড় দিতে চাইবে। আমি সত্যিকারের অ্যাশেজ রোমাঞ্চের অপেক্ষায় আছি এই টেস্টে।

স্টোকসদের 'মাথা ঠান্ডা' করতে বিশেষ বিয়ার পাঠাল অস্ট্রেলিয়া

লন্ডন ঃ আপ্যায়ন? কথাটা শুনতে ভালোই লাগে। কিন্তু সিরিজটার নাম অ্যাশেজ বলেই আপ্যায়নের মোড়ক থেকেও খোঁচাটা লাগবে। কাদের? অবশ্যই ইংল্যান্ড দলের ক্রিকেটারদের। অবশ্য এই খোঁচা হজম না করে উপায়ও নেই। শত্রুশিবির থেকে যখন পানীয় পাঠানো হয় আর তা যতই ইটের জবাবে পাটকেল হোক না কেননা তো আর করা যায় না!

ঘটনাটা খুলে বলা যাক। লর্ডসে দ্বিতীয় টেস্টে ইংল্যান্ডের হারের পর নানা বিষয় নিয়েই তো বিতর্ক চলছে। জনি বেয়ারস্টোর আউটটি নিয়ে কথা উঠেছে সবচেয়ে বেশি। ইংল্যান্ডের দাবি, ক্রিকেটীয় চেতনার দাবি মিটিয়ে আউটটি করা হয়নি। অস্ট্রেলিয়ার পক্ষ থেকে পাল্টা যুক্তি দেওয়া হয়েছে, আউটটি যেহেতু ক্রিকেটের আইনসিদ্ধ, তাই এ নিয়ে বিতর্কের অবকাশ নেই। তাতে অবশ্য ক্ষোভ কমেনি ইংল্যান্ড শিবিরে। ইংল্যান্ডের প্রধান কোচ ব্রেন্ডন ম্যাককালাম লর্ডসে হারের পর অস্ট্রেলিয়ার উদ্দেশে 'বিবিসি টেস্ট ম্যাচ স্পেশাল'কে বলেছিলেন, 'আমার মনে হয় না, শিগগিরই একসঙ্গে বিয়ার খেতে বসা হবে।'

ম্যাককালামের এই মন্তব্যের পর অস্ট্রেলিয়ানরা চুপ করে থাকেনি। অস্ট্রেলিয়ার কোচ অ্যান্ড্রু ম্যাকডোনাল্ড প্রতিপক্ষ দলের কোচের এ মন্তব্যে হতাশা প্রকাশ করেছিলেন। অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক প্যাট কামিন্স স্মিত হেসে 'ওকে' বলে বিষয়টি মেনে নেওয়ার ইঙ্গিত দেন। কিন্তু আসলেই কি তাই! অস্ট্রেলিয়া অধিনায়ক না হয় শান্তি আনার স্বার্থে এসব নিয়ে আর কথা বাড়াননি, তাই বলে দুঁদে অস্ট্রেলিয়ানরা তো চুপ করে থাকতে পারেন না।

অস্ট্রেলিয়ার বিয়ার প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান কার্লটন ইউনাইটেড ব্রিউয়ারিজ (সিইউবি) বেন স্টোকসের দলের জন্য সীমিত সংস্করণের কিছু বিয়ার বানিয়েছে, যার নাম 'ইংল্যান্ড বিটার', আর এ বিয়ার উড়োজাহাজে করে তারা ইংল্যান্ডেও পাঠিয়েছে। কোথায়? হেডিংলিতে, যেখানে আজ বিকেল ৪টায় শুরু হচ্ছে অ্যাশেজ সিরিজে তৃতীয় টেস্ট।

সংবাদ সংস্থা এএফপির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অস্ট্রেলিয়ার এই প্রতিষ্ঠানটির পক্ষ থেকে এই বিয়ার পাঠানো হয়েছে কারণ লর্ডস টেস্টে বিতর্ক ভুলে বেন স্টোকসরা যেন 'মাথা ঠান্ডা' রেখে খেলতে পারেন।

সবুজ রঙের পরিচিত ভিবি (ভিক্টোরিয়া বিটার) লেবেলে বানানো সীমিত সংস্করণের এই বিয়ার ইংল্যান্ডে পাঠানো নিয়ে ভিবির বিপণন ব্যবস্থাপক মার্ক লর্ড বলেছেন, 'আমরা জানি লর্ডস টেস্ট নিয়ে ইংলিশরা তিক্ততার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু যখন তারা একটু ঠান্ডা হবে আমরা বিয়ার হাতে তাদের স্বাগত জানাব...সেটা এই তরতাজা ইংল্যান্ড বিটার হাতে। আমরা কয়েক বাক্স পাঠিয়েছি ইংল্যান্ড দলের জন্য, মাথা ঠান্ডা হলে যেন তারা পান করতে পারে।'

এখানেই শেষ নয়। ব্রিটেনের সংবাদমাধ্যম মেইল অনলাইন জানিয়েছে, এই পানীয়র সঙ্গে খুদে বার্তাও সংযোজন করে দেওয়া হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, হেডিংলি টেস্টের ফল যাই হোক না কেন, ইংলিশরা এই বিয়ার ঠান্ডা কিংবা গরম যেকোনো অবস্থাতেই পান করতে পারবে। এই বিয়ারের বিজ্ঞাপনের জিঙ্গেলেও ইংল্যান্ড

দলকে খোঁচা মারা হয়েছে, 'এটা পেতে পারেন স্টাম্প রক্ষা না করে, আম্পায়ারকে এড়িয়ে।' বোঝাই যাচ্ছে ইঙ্গিতটা বেয়ারস্টোর সেই আউটের প্রতি।

আউটটি আরেকবার মনে করিয়ে দেওয়া যাক। লর্ডসে অস্ট্রেলিয়ার দেওয়া ৩৭১ রান তাড়া করতে নামা ইংল্যান্ড ৫ উইকেটে ১৯৩ রান তুলে ফেলার পর ওই ঘটনার সূত্রপাত। ক্যামেরন গ্রিন ওভারের শেষ বলটা বাউন্সার মেরেছিলেন। সেটা 'ডাক' করে সঙ্গে সঙ্গে ক্রিজ ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন বেয়ারস্টো। ওভারের শেষ বল হওয়ায় ইংলিশ উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান ভেবেছিলেন বলটা 'ডেড' হয়ে গেছে।

বেয়ারস্টোকে ক্রিজ ছেড়ে বেরোতে দেখেই 'আন্ডারআর্ম' থ্রোতে স্টাম্প ভাঙেন অস্ট্রেলিয়ার উইকেটকিপার অ্যালেক্স ক্যারি। অস্ট্রেলিয়ানরা আউটের আবেদন জানালে মাঠের দুই আম্পায়ার এহসান রাজা ও ক্রিস গ্যাফানি তৃতীয় আম্পায়ার মারাইস ইরাসমাসের সহায়তা চান। ইরাসমাস বেশ কিছুটা সময় নিয়ে টিভি রিপ্লে দেখার পর বেয়ারস্টোরকে আউট দিলে শুরু হয় বিতর্ক।

অস্ট্রেলিয়ার বিয়ার প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান কিন্তু আরও একটি উদ্যোগ নিয়েছে। হেডিংলি টেস্টে 'ইংল্যান্ড বিটার' বিয়ারের লোগোসংবলিত টি-শার্ট তারা বিনা পয়সায় তুলে দেবে অস্ট্রেলিয়ার সমর্থকদের হাতে।

বোঝাই যাচ্ছে, হেডিংলিতে আজ আরেকটি 'যুদ্ধ' শুরু হচ্ছে!

কোহলি রোহিতের টি-টোয়েন্টি ক্যারিয়ার কি শেষ

কলকাতা ঃ এবারই প্রথম নয়!

আবারও ভারতের টি-টোয়েন্টি দলের বাইরে রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলি। ক্যারিবিয়ান ও যুক্তরাষ্ট্র সফরে পাঁচ টি-টোয়েন্টির এই সিরিজের জন্য গতকাল বুধবার রাতে ১৫ সদস্যের দল দিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। এই দলে প্রথমবারের মতো ভারতের টি-টোয়েন্টি দলে ডাক পেয়েছেন যশস্বী জয়সোয়াল ও তিলক ভার্মা। এই সিরিজে ভারতের নেতৃত্ব দেবেন হার্দিক পান্ডিয়া। সহ-অধিনায়কের দায়িত্ব পেয়েছেন ব্যাটসম্যান সূর্যকুমার যাদব। গত আইপিএল ফাইনালের নায়ক রবীন্দ্র জাদেজাও নেই দলে। রাখা হয়নি পেসার মোহাম্মদ সিরাজকেও।

২০২২ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ব্যর্থতার পর এখন পর্যন্ত ভারতের হয়ে টি-টোয়েন্টি খেলেননি রোহিত-কোহলি। এ সময় ভারত টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলেছে ৩টি। ব্যাপারটা এমন নয় যে ভারত এ সময়ে তুলনামূলক দুর্বল দলের বিপক্ষে খেলছে। ভারত বিশ্বকাপের পর নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে দুটি ও শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে সিরিজ খেলছে। নিয়মিত অধিনায়ক রোহিত ও বিশ্বকাপে ভারতের অন্যতম সেরা পারফরমার কোহলিকে ছাড়াই এই তিন সিরিজ খুব সহজেই জিতেছে ভারত। নিউজিল্যান্ড-শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে নেতৃত্ব দেওয়া পান্ডিয়াও অধিনায়ক হিসেবে নজর কেড়েছেন।

তাই প্রশ্নটা এখন জোরালোভাবে উঠছে, তবে কি ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের টি-টোয়েন্টি দলের পরিকল্পনায় নেই রোহিত-কোহলি? ভারতীয় ক্রিকেট

দলের নতুন প্রধান নির্বাচক অজিত আগারকারের প্যানেল ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও যুক্তরাষ্ট্র সফরের দল দিয়েছে। নতুন এই প্যানেলের ভাবনাতেও নেই এই দুই সিনিয়র ক্রিকেটার।

কোহলি অবশ্য সর্বশেষ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহক ছিলেন। ৬ ম্যাচে ৯৮ গড় ও ১৩৬.৪০ স্ট্রাইকরেট নিয়ে রান করেছেন ২৯৬। তবে রোহিতের ফর্ম নিয়ে বোধ হয় কিছুটা দুশ্চিন্তা আছে টিম ম্যানেজমেন্টের। সবশেষ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে দলকে ভালো শুরু এনে দিতে পারেননি এই ওপেনার। ৬ ম্যাচে রান করেছেন ১১৬, গড় ১৯.৩৩, স্ট্রাইকরেট মাত্র ১০৬.৪২। ব্যর্থ হয়েছেন সবশেষ আইপিএলেও। তবে এই রোহিত দলের অধিনায়ক। সঙ্গে দুর্দান্ত পারফর্ম করার পরও কেন দলে নেই কোহলি। আগামী অক্টোবর-নভেম্বরে ভারতের মাটিতে ওয়ানডে বিশ্বকাপ। টুর্নামেন্টটিকে সামনে রেখে বিসিসিআই খেলোয়াড়দের ব্যস্ততা-ব্যবস্থাপনায় সবাইকে সব সংস্করণে খেলাচ্ছে না। সে কারণেই আপাতত টি-টোয়েন্টি দলে রোহিত, কোহলির মতো সিনিয়র ক্রিকেটারকে দেখা যাচ্ছে না, এমন একটা কথাও শোনা যাচ্ছে।

তবে ভারতীয় ক্রিকেটে এই আলোচনা কিন্তু বেশ কিছুদিনের। অনেক ক্রিকেট বিশ্লেষকই মনে করছেন ভারতের এখন তরুণ ক্রিকেটারদের দিকে তাকানোর সময় হয়েছে। এই যেমন ভারতের সাবেক কোচ রবি শাস্ত্রী গত মে মাসে বলেছিলেন, '২০২৪ সালে পরবর্তী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপকে সামনে রেখে ভারতীয় দলের উচিত কিছু নতুন মুখ খুঁজে বের করা।'

ভারতের ক্রিকেটের এই নতুন মুখ জয়সোয়াল ও তিলক। সর্বশেষ আইপিএলে জয়সোয়াল রান করেছেন ৬২৫, স্ট্রাইকরেট ১৬৩.৬১। এমন স্ট্রাইক রেটে খেলেছেন বলে গড়টাও কম নয় ৪৮.০৭। প্রথমবার দলে আসা তিলক আইপিএলের গত দুই মৌসুমে মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের নিয়মিত মুখ। ক্যারিয়ারের ৪৭ টি-টোয়েন্টি খেলা এই বাঁহাতির স্ট্রাইক রেট ১৪২.৫১। এই সফরের টি-টোয়েন্টি দলে আছেন টি-টোয়েন্টিতে ভারতের সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি যুজবেন্দ্র চাহাল, সঙ্গে আছেন কুলদীপ যাদব ও রবি বিষ্ণই। গত ফেব্রুয়ারিতে ভারতের সবশেষ টি-টোয়েন্টি দল থেকে এবারের দলে নেই জিতেশ শর্মা, পৃথ্বীশ, রাহুল ত্রিপাঠি, রুতুরাজ গায়কোয়াড়, দিপক হুডা ও ওয়াশিংটন সুন্দর। আইপিএলে অবিশ্বাস্য পারফর্ম করলেও দলে ডাক পাননি রিংকু সিং।

যে চার ধরণের জ্বর হঠাৎ করেই মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে

ঢাকা (ওয়েবডেস্ক)ঃ জীবনে কখনো জ্বরে ভোগেননি এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া ভার। কারণ অসুস্থ হওয়ার একটি অন্যতম উপসর্গ হচ্ছে জ্বর। সাধারণত জ্বরে আক্রান্ত হওয়ার দিন তিনেকের মধ্যে সেটি ভালও হয়ে যায় এবং এর জন্য খুব জটিল চিকিৎসার দরকার হয় না। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডা. এ বি এম আব্দুল্লাহ বলেন, জ্বর আসলে কোন রোগ নয়। এটি অন্য কোন রোগের লক্ষণ মাত্র। সবচেয়ে সাধারণভাবে বলা যায়, দেহে কোন জীবাণুর সংক্রমণ হলে জ্বর হতে পারে। ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস ইত্যাদির আক্রমণে জ্বরে ভোগ মানুষ।

মি. আব্দুল্লাহ মনে করেন, কোন জ্বরই আসলে অবহেলা করা উচিত নয়। উপসর্গ বুঝে ব্যবস্থা নেয়া উচিত। বিশেষ করে যদি জ্বরের সাথে আরো অন্য কোন উপসর্গ থাকে এবং এক সপ্তাহর পরও সেটি ভালো না হয় তাহলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়া উচিত। সেই সাথে যারা শিশু, বয়স্ক এবং ক্রনিক কোন রোগ বা আগে থেকেই স্বাস্থ্য সমস্যা রয়েছে তাদের এ বিষয়ে আরো সচেতন হওয়া উচিত।

জ্বরের সাথে ঘাড় বা শরীরের ব্যথা, উচ্চ তাপমাত্রা, বমি করা বা খাবার খেতে না পারা, তিনদিনের বেশি জ্বর থাকা, শুধু রাতে জ্বর আসা, শরীরে র‍্যাশ বের হওয়া, চোখ শুকিয়ে যাওয়া, খিচুনি হওয়াইত্যাদি লক্ষণ থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের কাছে যেতে হবে।

কিছু কিছু জ্বর রয়েছে যা অনেক সময় প্রাণঘাতি হয়েও দেখা দিতে পারে। এগুলো হচ্ছে

১. ডেঙ্গুঃ

বাংলাদেশে বর্তমানে ডেঙ্গু মৌসুম চলছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হিসাব অনুযায়ী, এবছর এ পর্যন্ত ৫৬ জন ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে। আর আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছে ৯ হাজারের বেশি মানুষ। এজন্য এই মৌসুমে কারো জ্বর হলে, সর্দিকাশি, গলাব্যথা, শরীর ব্যথা যদি থাকে তাহলে তাকে চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়ার কথা বলছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডা. এ বি এম আব্দুল্লাহ বলেন, এবার ডেঙ্গু মারাত্মক হচ্ছে এবং সাধারণ ডেঙ্গুর কোন লক্ষণও থাকছে না, তাই জ্বরের বিষয়ে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। রোগীর দু একদিন জ্বর, অল্প গলাব্যথা, কাশি, হঠাৎ করে অবস্থা খারাপ হয়ে যাচ্ছে, শক সিনড্রোম হচ্ছে, অজ্ঞান হয়ে যায়, পালস পাওয়া যায় না, ব্লাড প্রেশার পাওয়া যায় না এবং অনেকে মারা যাচ্ছে। প্রায়ই মারা যাচ্ছে ডেঙ্গু শক সিনড্রোমে, বলেন চিকিৎসক এ বি এম আব্দুল্লাহ। তিনি বলেন, আগে থেকেই স্বাস্থ্য সমস্যায় ভোগা মানুষরা ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হলে তা জটিল হওয়ার শঙ্কা অনেক বেশি থাকে। যাদের অন্য রোগ আছে যেমন ডায়াবেটিস, হাই ব্লাড প্রেশার, কিডনি রোগ, লিভারের রোগ, স্ট্রোকের রোগী, হার্টের রোগী যাদের মেডিকেল টার্মে বলে কোমরবিডিটি, এধরণের রোগ যাদের আছে তাদের যদি জ্বর আসে তাহলে অবহেলা না করে চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন। মি. আব্দুল্লাহ বলছেন, কেউ যদি ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হন তাহলে প্রাথমিক অবস্থায় ধরা পড়লে চিকিৎসা নিলে জটিলতা এড়ানো যায়। এটি আসলে মৃত্যু এড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে বলে মনে করেন তিনি। ডেঙ্গু রোগীদের শরীরের যে কোন জায়গা থেকে অস্বাভাবিক রক্তক্ষরণ মানেই তা হেমোরেজিক ডেঙ্গুতে রূপ নিয়েছে। হেমোরেজিক ডেঙ্গুতে চোখে রক্ত জমে যায় নাক, দাঁতের মাড়ি থেকে রক্ত ঝরে মুখ, কান, মলদ্বার এরকম যেকোনো একটি বা একের অধিক অংশ দিয়ে রক্ত বের হতে পারে। বমি ও কাশির সাথেও রক্ত বের হতে পারে। মুগদা জেনারেল হাসপাতালের পরিচালক ডা. মোহাম্মদ নিয়াতুজ্জামান এর আগে বিবিসি বাংলাকে বলেন, হেমোরেজিক ডেঙ্গুতে রোগী মারা যেতে পারে যদি ব্রেইন, হার্ট এরকম গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গে যদি হেমোরেজ হয়।

২. ইয়োলো ফিভার বা হলুদ জ্বর

ইয়োলো ফিভার বা হলুদ জ্বর মশার কামড়ে ছড়ায় এবং এই মশা সাধারণত দিনের বেলায় কামড়ায়। এডিস এবং হেমাগোগাস মশার কামড়ে এই জ্বর ছড়ায়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, হলুদ জ্বরে লক্ষণের মধ্যে রয়েছে জ্বর, মাংসপেশী ব্যথা, মাথাব্যথা, ক্ষুধামন্দা, বমি বমি ভাব বা বমি। সাধারণত ৩-৬ দিনের মধ্যে ভালো হয়ে যায়। তবে খুবই কম সংখ্যক রোগী এই জ্বরে আক্রান্ত হলে প্রাথমিক এসব উপসর্গ থেকে সেরে ওঠার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দ্বিতীয় ধাপে পৌঁছায়। এই ধাপে, শরীরের তাপমাত্রা প্রচণ্ড বেড়ে যায় এবং আবারো জ্বর আসে, দেহের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিশেষ করে লিভার এবং কিডনি আক্রান্ত হয়। এই ধাপে মানুষ জন্ডিসে আক্রান্ত হয়। শরীরের ত্বক এবং চোখে হলুদ হয়ে যায়।

এ কারণেই একে ইয়োলো ফিভার বা হলুদ জ্বর বলা হয়। এ অবস্থায় মূত্র গাঢ় রঙের হয়, পেট ব্যথা এবং বমি হয়। মুখ, নাক, চোখ বা পেটে রক্তক্ষরণ হতে পারে। যেসব রোগী এই ধাপে পৌঁছায় তাদের মধ্যে অর্ধেকই ৭-১০ দিনের মধ্যে মারা যায়।

এই জ্বর নিরোধক কোন ওষুধ নেই। তবে এটি টিকার মাধ্যমে প্রতিরোধ করা যায়।

৩. ম্যালেরিয়া

কারো যদি জ্বর থাকে এবং জ্বরের সাথে সাথে ঠান্ডা, মাথাব্যথা, ক্লান্তিভাব, বিভ্রান্তি, খিঁচুনি ও নিঃশ্বাস নিতে সমস্যা হয় তাহলে দেরি না করে তাকে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। কারণ এসব লক্ষণ প্রাণঘাতি হতে পারে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হলে এ ধরণের উপসর্গ দেখা দিতে পারে। অ্যানোফিলিস নামে এক ধরণের স্ত্রী মশার কামড়ে ম্যালেরিয়া ছড়ায়। এছাড়া আক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত গ্রহণ করলে বা তার ব্যবহৃত সুঁচ ব্যবহারের মাধ্যমেও এটি ছড়াতে পারে। প্রাথমিক উপসর্গগুলো সাধারণ জ্বর আক্রান্তের মতোই মৃদু হয় এবং ম্যালেরিয়া বলে সনাক্ত করাও কঠিন। তবে এটি মারাত্মক আকার ধারণ করলে আক্রান্ত ব্যক্তি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মারা যেতে পারে। ম্যালেরিয়া একটি প্রাণঘাতি রোগ এবং এটি গ্রীষ্মমন্ডলীয় দেশগুলোতে বেশি সংক্রমিত হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসাব অনুযায়ী, সারা বিশ্বে ২০২১ সাল পর্যন্ত ছয় লাখ ১৯ হাজারের বেশি মানুষ ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে। ৫ বছরের কম বয়সী শিশু, গর্ভবতী নারী, সফরে থাকা ব্যক্তি এবং এইচআইভিতে আক্রান্ত ব্যক্তিরা ম্যালেরিয়ার ঝুঁকিতে বেশি থাকে।

৪. টাইফয়েড জ্বর

টাইফয়েডের অন্যতম উপসর্গ হচ্ছে উচ্চমাত্রায় জ্বর। এছাড়া প্রচণ্ড ক্লান্তি, মাথাব্যথা, বমি, পেট ব্যথা এবং আমাশয় ও ডায়রিয়াও থাকে। জ্বরের সাথে এ ধরণের উপসর্গ অনেক সময় প্রাণঘাতি হয়। তাই চিকিৎসকের এ ধরণের উপসর্গ দেখলে চিকিৎসকের কাছে নেয়ার পরামর্শ দেন। টাইফয়েডে আক্রান্ত অনেক রোগীর দেহে ফুসকুড়ি দেখা দিতে পারে। এটি মারাত্মক আকার ধারণ করলে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটাতে পারে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসাব অনুযায়ী, প্রতিবছর এক লাখ ১০ হাজার মানুষ বিশ্বজুড়ে টাইফয়েডে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। আর আক্রান্ত হয় ৯০ লাখের বেশি মানুষ। সালমোনেলা টাইফি নামে এক ধরণের ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণে টাইফয়েড ছড়ায় যা প্রাণঘাতি একটি রোগ। এই ব্যাকটেরিয়া একবার শরীরে ঢুকে পড়লে তা বিভাজিত হতে থাকে এবং এটি রক্তে মিশে যায়। সাধারণত দূষিত খাবার বা জলের মাধ্যমে এটি ছড়ায়। রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে টাইফয়েড সনাক্ত করা যায়।

ইসরায়েলি হামলায় ধ্বংসপ্রাপ্ত জেনিন শিবিরে ফিরছে ফিলিস্তিনিরা

জেনিন (ওয়েবডেস্ক)ঃ অধিকৃত পশ্চিম তীরের জেনিন শহরে দুদিন ধরে সামরিক অভিযান শেষে ইসরায়েল তাদের সেনা প্রত্যাহারের পর ফিলিস্তিনিরা শরণার্থী শিবিরে নিজেদের বাড়িঘরে ফিরতে শুরু করেছে। ইসরায়েলি হামলায় শরণার্থী শিবিরে ব্যাপক ধ্বংসের চিত্র দেখা যাচ্ছে। এই শিবিরে হাজার হাজার ফিলিস্তিনি থাকে। শিবিরের ভবনগুলোতে ইসরায়েলি হামলায় বড় বড় গর্ত তৈরি হয়েছে। গাড়িগুলো দুমড়েমুচড়ে গেছে এবং মাটিতে এখানেসেখানে ভাঙা কাচ আর বুলেটের খোসা পড়ে আছে। ইসরায়েলি হামলায় যে ১২ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয় তাদের স্মরণে জানাজায় এবং এক শোক মিছিলে যোগ দেয় হাজার হাজার মানুষ। এদিকে জেনিনে সংঘাত থামলেও ইসরায়েল এখন গাযায় বিমান হামলা শুরু করেছে। ইসরায়েল দাবি করছে ফিলিস্তিনি জঙ্গিদের রকেট হামলার জবাবে তারা এই হামলা চালাচ্ছে। দুইদিনের এই হামলার সময় একজন ইসরায়েলি সেনাও নিহত হয়।

এদিকে বুধবার সকালে ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী জানিয়েছে, তারা গাযা থেকে ছোঁড়া ৫টি রকেট মাঝপথে ধ্বংস করে দিয়েছে।

কোন ফিলিস্তিনি গোষ্ঠী এসব রকেট হামলার দায়িত্ব স্বীকার করেনি। তবে ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী বলছে, হামাস ব্যবহার করতো এমন একটি ভূগর্ভস্থ অস্ত্র তৈরির কারখানা তারা জেট বিমান থেকে হামলা চালিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছে।

ইসরায়েলের তেল আবিব শহরে মানুষের ওপর চলন্ত গাড়ি তুলে দিয়ে এবং ছুরি মেরে হামলার ঘটনায় মঙ্গলবার সাতজন আহত হয়। ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, হামলাকারী ছিল পশ্চিম তীরের এক ফিলিস্তিনি। একজন বেসামরিক লোক তাকে গুলি করে হত্যা করে।

হামাস এই ঘটনাকে জেনিনে ইসরায়েলের হামলার 'স্বাভাবিক পাল্টা ব্যবস্থা' বলে বর্ণনা করেছে।

ফিলিস্তিনি নেতারা অভিযোগ করেছেন ইসরায়েল জেনিনে আগ্রাসন চালিয়েছে।

একজন ইসরায়েলি সামরিক মুখপাত্র বিবিসিকে জানিয়েছেন, জেনিনের অভিযান আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ হয়েছে এবং সৈন্যরা ঐ এলাকা ত্যাগ করেছে।

জেনিনে ইসরায়েলি বাহিনী এই অভিযান শুরু করেছিল সোমবার একটি ড্রোন হামলার মাধ্যমে। তারা বলেছিল, এই ড্রোন হামলার টার্গেট ছিলে 'জেনিন ব্রিগেডের কমান্ড সেন্টার।' হামাসসহ বিভিন্ন কট্টরপন্থী ফিলিস্তিনি গোষ্ঠী এই জেনিন ব্রিগেডের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করা হয়।

এরপর যখন শত শত ইসরায়েলি সেনা জেনিন শরণার্থী শিবিরে প্রবেশ করে, তখন আরও কিছু ড্রোন হামলা চালায় ইসরায়েল। শিবিরের ভেতরে সশস্ত্র ফিলিস্তিনি গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে তাদের তীব্র লড়াই চলে। ইসরায়েলি বাহিনী বলেছে, তাদের 'সন্ত্রাসবিরোধী' অভিযানের মূল উদ্দেশ্য ছিল অস্ত্রশস্ত্র জব্দ করা এবং এই শিবির যে 'একটি নিরাপদ ঘাঁটি' সেই ধারণা ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়া।

ইসরায়েলি হামলায় শরণার্থী শিবিরে ব্যাপক ধ্বংসের চিত্র দেখা যাচ্ছে। এই শিবিরে হাজার হাজার ফিলিস্তিনি থাকে। শিবিরের ভবনগুলোতে ইসরায়েলি হামলায় বড় বড় গর্ত তৈরি হয়েছে। গাড়িগুলো দুমড়েমুচড়ে গেছে এবং মাটিতে এখানেসেখানে ভাঙ্গা কাঁচ আর বুলেটের খোসা পড়ে আছে। ইসরায়েলি হামলায় যে ১২ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয় তাদের স্মরণে জানাজায় এবং এক শোক মিছিলে যোগ দেয় হাজার হাজার মানুষ। এদিকে জেনিনে সংঘাত থামলেও ইসরায়েল এখন গাযায় বিমান হামলা শুরু করেছে। ইসরায়েল দাবি করছে ফিলিস্তিনি জঙ্গিদের রকেট হামলার জবাবে তারা এই হামলা চালাচ্ছে। দুইদিনের এই হামলার সময় একজন ইসরায়েলি সেনাও নিহত হয়। এদিকে বুধবার সকালে ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী জানিয়েছে, তারা গাযা থেকে ছোঁড়া ৫টি রকেট মাঝপথে ধ্বংস করে দিয়েছে। কোন ফিলিস্তিনি গোষ্ঠী এসব রকেট হামলার দায়িত্ব স্বীকার করেনি। তবে ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী বলছে, হামাস ব্যবহার করতো এমন একটি ভূগর্ভস্থ অস্ত্র তৈরির কারখানা তারা জেট বিমান থেকে হামলা চালিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছে। ইসরায়েলের তেল আবিব শহরে মানুষের ওপর চলন্ত গাড়ি তুলে দিয়ে এবং ছুরি মেরে হামলার ঘটনায় মঙ্গলবার সাতজন আহত হয়। ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, হামলাকারী ছিল পশ্চিম তীরের এক ফিলিস্তিনি। একজন বেসামরিক লোক তাকে গুলি করে হত্যা করে। হামাস এই ঘটনাকে জেনিনে ইসরায়েলের হামলার 'স্বাভাবিক পাল্টা ব্যবস্থা' বলে বর্ণনা করেছে। ফিলিস্তিনি নেতারা অভিযোগ করেছেন ইসরায়েল জেনিনে আগ্রাসন চালিয়েছে। একজন ইসরায়েলি সামরিক মুখপাত্র বিবিসিকে জানিয়েছেন, জেনিনের অভিযান আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ হয়েছে এবং সৈন্যরা ঐ এলাকা ত্যাগ করেছে। জেনিনে ইসরায়েলি বাহিনী এই অভিযান শুরু করেছিল সোমবার একটি ড্রোন হামলার মাধ্যমে। তারা বলেছিল, এই ড্রোন হামলার টার্গেট ছিলে 'জেনিন ব্রিগেডের কমান্ড সেঃটার।' হামাস সহ বিভিন্ন কট্টরপন্থী ফিলিস্তিনি গোষ্ঠী এই জেনিন ব্রিগেডের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করা হয়। এরপর যখন শত শত ইসরায়েলি সেনা জেনিন শরণার্থী শিবিরে প্রবেশ করে, তখন আরও কিছু ড্রোন হামলা চালায় ইসরায়েল। শিবিরের ভেতরে সশস্ত্র ফিলিস্তিনি গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে তাদের তীব্র লড়াই চলে। ইসরায়েলি বাহিনী বলেছে, তাদের 'সন্ত্রাসবিরোধী' অভিযানের মূল উদ্দেশ্য ছিল অস্ত্রশস্ত্র জব্দ করা এবং এই শিবির যে 'একটি নিরাপদ ঘাঁটি' সেই ধারণা ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়া।

এর আগে জেনেভায় জাতিসংঘের মানবাধিকার দফতরের একজন মুখপাত্র জেনিনে এবং পশ্চিম তীরের অন্যান্য জায়গায় যেরকম ব্যাপক বিমান এবং স্থল অভিযান চলছে তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তিনি আরও বলেন, ফিলিস্তিনি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় নিশ্চিত করেছে যে নিহত ফিলিস্তিনিদের মধ্যে তিনজন ছিল শিশু। তিনি বলেন, ইসরায়েলি হামলায় সেখানে যেরকম ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তার ফলে সেখানে এখন খাবার পানি এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ নেই।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জানিয়েছে, জেনিন শরণার্থী শিবিরের কিছু কিছু এলাকায় ফিলিস্তিনি অ্যাম্বুলেন্স কর্মীদের ঢুকতে দেয়া হয়নি। ফিলিস্তিনি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ১৪০ জনের বেশি ফিলিস্তিনি আহত হয়, এর মধ্যে ৩০ জনের আঘাত গুরুতর। একজন ফিলিস্তিনি রেড ক্রিসেন্ট কর্মকর্তা জানান, প্রায় তিন হাজার ফিলিস্তিনি, যাদের মধ্যে অনেক অসুস্থ এবং বয়স্ক মানুষও ছিলেন, তারা রাতের বেলায় ড্রোন হামলা থেকে রক্ষা পেতে পালিয়ে আসতে পেরেছেন।

হুইলচেয়ার আরোহী এক ব্যক্তি এবং তার পরিবারকে সকালে শরণার্থী শিবির থেকে পাহারা দিয়ে বের করে আনা হচ্ছিল। তিনি বিবিসিকে জানান, তাদেরকে ইসরায়েলি বাহিনী একটি কক্ষে আটকে রেখেছিল।

আমাদেরকে সামরিক ব্যারিকেড দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছিল। ইসরায়েলি সৈন্যরা আসলো, তারপর আমরা বেরিয়ে আসলাম। ক্যাম্পে এখন আর কোন লোক নেই। অবশিষ্ট লোক বলতে ছিলাম আমরাই। তিনি বলেন, সেখানে খুব কঠিন অবস্থা ছিল। ড্রোন থেকে আমাদের দিকে গুলি করা হচ্ছিল। এখন আমরা চলে এসেছি। আমরা সবাই খুব ক্লান্ত। আমাদের কোন খাবার নেই.. কোন পানীয় নেই।

স্বেচ্ছাসেবী চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান এমএসএফ অভিযোগ করেছে যে ইসরায়েলি বুলডোজার সেখানে অনেক রাস্তা ধ্বংস করেছে, রাস্তার ওপর থেকে টারমাক তুলে নিয়েছে। ফলে তাদের প্যারামেডিকদের পায়ে হেঁটে সামনে এগুতে হয়েছে।

তবে একজন ইসরায়েলি সামরিক মুখপাত্র জানান, তাদের বুলডোজার শিবিরের ভেতরে দুই কিলোমিটার রাস্তা খুঁড়ে ফেলেছে, কারণ, তার ভাষায় সেখানে জঙ্গিরা বিস্ফোরক লুকিয়ে রাখতো, আর তাতে করে বেসামরিক মানুষ এবং সৈন্যদের জীবন ঝুঁকিতে পড়তো।

সাম্প্রতিক সময়ে জেনিন নতুন প্রজন্মের ফিলিস্তিনি জঙ্গিদের জন্য এক নতুন ঘাঁটি হয়ে উঠেছিল। ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের প্রবীণ নেতৃত্বের ব্যাপারে এরা খুব হতাশ এবং ইসরায়েলি দখলদারিত্ব নিয়ে এরা ক্ষুব্ধ। গত এক বছরে জেনিনে ইসরায়েলি বাহিনী একের পর এক অভিযান চালিয়েছে। অন্যদিকে স্থানীয় ফিলিস্তিনিরাও ইসরায়েলের বিরুদ্ধে অনেক মারাত্মক হামলা চালিয়েছে। এদিকে ফিলিস্তিনি প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ শাতায়াহ কিছু বিদেশি সরকার 'ইসরায়েলের আত্মরক্ষার অধিকার আছে' বলে যে বিবৃতি দিয়েছে, তা প্রত্যাখ্যান করেছেন।

এক টুইট বার্তায় তিনি বলেন, ইসরায়েল যে আমাদের ভূমি এবং আমাদের জনগণের ওপর দখলদারিত্ব কায়েমকারী শক্তি, সেটি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। তারা যে শক্তি প্রয়োগ করে শরণার্থী শিবিরের অবকাঠামো, সুযোগসুবিধা, বাড়িঘর ধ্বংস করেছে, লোকজনকে হত্যা করেছে, আটক করেছে, নিরপরাধ মানুষকে ঘরবাড়ী ছাড়া করেছে, সেজন্যে তাদের নিন্দা করা উচিৎ।

তিনি আরও বলেন, আত্মরক্ষার অধিকার থাকা উচিৎ ফিলিস্তিনিদের। দখলদার শক্তির কোন আত্মরক্ষার অধিকার থাকে না।

টুকরো খবর

বদলে গেছে ডেঙ্গুবাহী এডিস মশার আচরণ, দিনরাতে কোন পার্থক্য নেই

ঢাকা (ওয়েবডেস্ক)ঃ ডেঙ্গি বা প্রচলিত ভাষায় ডেঙ্গু ভাইরাসের বাহক হল এডিস ইজিপ্টাই জাতের মশা। ভাইরাসবাহী মশার কামড়ে ডেঙ্গির জীবাণু একজনের শরীর থেকে অন্যজনের শরীরে ছড়িয়ে পড়তে পারে। তবে এই মশা কখন কামড়ায় এ নিয়ে অনেকেরই নানা মত আছে। এতদিন একটি ধারণা প্রচলিত ছিল এই মশাটি মূলত দিনের বেলা কামড়ায়। সচেতনতামূলক বিভিন্ন প্রচার প্রচারণায়ও দিনের বেলা মশারির ভেতরে থাকতে অথবা ফুলহাতা কাপড় পড়ে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। কিন্তু সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে, এই মশাটি শুধু দিনে নয় বরং রাতেও কামড়ায়। এর অর্থ মশাটির আচরণে পরিবর্তন ঘটেছে। যা জনস্বাস্থ্যের জন্য আশঙ্কার কারণ হয়ে উঠতে পারে বলে জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। এডিস মশা মানুষকে কেবল দিনের বেলায় কামড়ায় কিনা এমন ধারণা যাচাই করতে গত কয়েক বছর ধরে গবেষণা পরিচালনার কথা জানান কীটতত্ত্ববিদ ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক কবিরুল বাশার। এটি পরীক্ষার জন্য তিনি একজন মানুষকে মশারির ভিতরে রাখেন, তখন বাইরে তাকে কামড়াতে আসা মশাগুলোকে জীবিত ধরে ধরে একটি কাপে সংগ্রহ করা হয়। তারপর সেই মশাগুলোকে পরীক্ষাগারে এনে ক্লোরোফর্ম দিয়ে অজ্ঞান করে মাইক্রোস্কোপের নীচে পর্যবেক্ষণ করা হয় যে এগুলো কোন প্রজাতির মশা।

কয়েক বছর ধরে বিভিন্ন মৌসুমে টানা ২৪ ঘণ্টা ধরে এই মশা সংগ্রহ ও আচরণ পরীক্ষার কাজ করেছেন তিনি। তারা মূলত দেখতে চেয়েছিলেন কোন ধরণের মশা কোন সময়ে কামড়াতে বেশি পছন্দ করে। পরীক্ষায় তারা এসব মশার কামড়ানোর ছন্দ, কামড়ানোর সময় বা কর্মকাণ্ডের ধরণ এক এক রকম দেখেন। এই পরীক্ষা করতে গিয়েই মি. বাশার জানতে পেরেছেন যে, এডিস মশা দিনের বেলা যেভাবে কামড়ায়, তেমনি রাতেও কামড়ায়। তবে রাতের বেলায় কামড়ানোর হার কিছুটা কম থাকে বলে তিন জানান। সম্প্রতি তিনি রাতের বেলায় তার শরীরে বসা মশার প্রজাতি পরীক্ষা করে এডিস মশার উপস্থিতি পেয়েছেন। এতে তিনি ধারণা করছেন, একসময়ে এডিস মশা শুধু দিনের বেলায় কামড়ালেও এখন এই মশার বৈশিষ্ট্যে বা আচরণগত পরিবর্তন এসেছে। মি. বাশার বলেন, ইতিপূর্বে আমরা জানতাম এডিস মশা শুধুমাত্র দিনের বেলায়, বিশেষ করে সকালে এবং বিকেলে কামড়ায়। কিন্তু আমাদের গবেষণায় সেটি ভুল প্রমাণিত হয়েছে। আমাদের ল্যাবরেটরি এবং মাঠ পর্যায়ের গবেষণায় দেখেছি এডিস মশা রাতেও কামড়ায়।

এডিস মশার রাতেও সক্রিয় থাকার কারণ হিসেবে রাতের বেলা অতিরিক্ত উজ্জ্বল আলোর ব্যবহারকে একটি বড় কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হচ্ছে। মি. বাশারের মতে, শহরে উজ্জ্বল আলোর ব্যবহার বেড়ে যাওয়ায় এডিস মশার আচরণে পরিবর্তন হয়েছে। অতিরিক্ত আলোর কারণে একে তো মশা দিনরাতের পার্থক্য বুঝতে পারছে না। তার ওপর এখন তারা রাতের পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথেও খাপ খাইয়ে নিয়েছে। আলোর সাথে মশার আচরণ পরিবর্তনের বিষয়টি প্রথমবারের মতো তার সামনে এসেছে ২০১৯ সালে ঢাকার বিমানবন্দরে কাজ করতে গিয়ে। ওই বছর বিমানবন্দরে মশার কারণে একটি ফ্লাইট দুই ঘণ্টা দেরিতে ছেড়ে যায়। সে সময় বিমানবন্দরে মশার ঘনত্ব পরীক্ষা করতে তার ডাক পড়ে। রাতের বেলা মশা ধরতে গিয়ে তারা দেখতে পান যে বিমানবন্দরের ভেতরে উজ্জ্বল ও মৃদু আলোর মধ্যে এডিস মশা বিচরণ করছে। তারপরেই তিনি ঘোষণা দিয়েছেন যে এডিস মশা রাতেও কামড়ায়। ঢাকায় আরও বিভিন্ন স্থানে তার পর্যবেক্ষণ অনুসারে, এডিস মশা উজ্জ্বল কিংবা মৃদু - সব ধরণের আলোতে সক্রিয় থাকে। তাই ঘর আলোকিত থাকলে রাতেও কামড়াতে পারে এই প্রজাতির মশা। এ ব্যাপারে মি. বাশার বলেন, এডিস মশা খুবই চতুর এবং যে কোনো পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এটি নিজেকে পরিবর্তন করে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। সারা বিশ্বে আলোর দূষণ বেড়েছে। অর্থাৎ আলো যতটা ব্যবহার উচিত ছিল তার চেয়ে বেশি ব্যবহার হচ্ছে। এই আলোর দূষণের সাথে এডিস মশা খাপ খাইয়া নিয়েছে এবং রাতের বেলাও কামড়াচ্ছে। সেই সাথে জলবায়ু পরিবর্তন, অপরিকল্পিত নগরায়নের কারণ এই মশা তার আচরণ পরিবর্তন করে নিয়েছে বলে মনে করেন এই কীটতত্ত্ববিদ। তাই বাস্তবতা হল এডিস মশা থেকে বাঁচতে এখন দিনেরাতে ২৪ ঘণ্টাই প্রয়োজনীয় সব ধরণের সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিতে হবে।

আবার দিনের বেলায়ও অনেক জায়গা অন্ধকার হয়ে থাকে, এমন পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথেও এডিস মশা খাপ খাইয়ে তার অবস্থান টিকিয়ে রাখছে বলে জানান মি. বাশার।কখনও কখনও এমন তথ্যও প্রচার হয়েছে যে, এডিস মশা সূর্য ওঠার ৩-৪ ঘণ্টা পর ও বিকেল থেকে সন্ধ্যার আগ পর্যন্ত অর্থাৎ সূর্যাস্তের সময়টায় বেশি সক্রিয় থাকে। ভরদুপুরের চেয়ে আলোআধারি পছন্দ করে বেশি। এসব ধারণাও ভুল বলে জানিয়েছেন কীটতত্ত্ববিদ কবিরুল বাশার। তিনি জানান এডিস মশা দিনেরাতে ২৪ ঘণ্টা অর্থাৎ ভর দুপুরে বা মধ্য রাতেও কামড়ায়। সাধারণত সারা দেশে মে থেকে সেপ্টেম্বর মাসে এডিস মশার লার্ভা সৃষ্টি হয়। এডিস মশার কামড়ে ডেঙ্গু জ্বরের প্রাদুর্ভাব বাড়ে। তবে এ বছর এডিস মশার ঘনত্ব কয়েক গুণ বেড়েছে সময়ের আগেই। এতে শঙ্কিত কীটতত্ত্ববিদরা। এডিস মশার এই আচরণগত পরিবর্তনের কারণেই এটি সুপার পতঙ্গ এবং আগের চেয়ে শক্তিশালী হয়ে উঠেছে যা জনস্বাস্থ্যের ওপর গুরুতর প্রভাব ফেলেতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। মি. বাশার বলেন, এডিস মশার কর্মকাণ্ড যদি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতো তাহলে আমরা শুধু ওই সময়টায় সতর্ক থাকলেই হত। কিন্তু এখন ২৪ ঘণ্টা সতর্ক থাকতে হচ্ছে, আমাদের ঝুঁকির পরিধি বেড়ে গিয়েছে, প্রতিটা সময় এখন আমাদেরকে মশা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করতে হচ্ছে, সাবধান থাকতে হচ্ছে। মানুষকে যেসব মশা কামড়ায় সেগুলো নারী মশা। এদের মধ্যে মা এডিস মশা সবচেয়ে বেপরোয়া থাকে বলে তিনি জানান। মা মশা তার পরবর্তী প্রজন্মকে পৃথিবীতে আনা নিশ্চিত করার জন্য যেকোনো ধরনের ঝুঁকি নিতে পারে। মা মশাকে প্রচুর রক্ত খেতে হয়। এ রক্ত খাওয়ার সুযোগ যদি সে দিনে না পায় তাহলে সে রাতেও খাবে। তিনি বলেন।

'আমাকে নিয়ে আর গুতাগুতি করবেন না' - আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে তামিম ইকবালের বিদায়

ঢাকা (এজেন্সী) : আফগানিস্তানের বিপক্ষে গতকাল ওয়ানডে ম্যাচটা ছিল তামিম ইকবালের শেষ ম্যাচ, চট্টগ্রামে এক সংবাদ সম্মেলনে তামিম ইকবাল এই ঘোষণা দিয়েছেন। আজ সকালে অনেকটা হুট করেই তামিম ইকবাল একটি সংবাদ সম্মেলনের ডাক দেন। বুধবার উপস্থিত সাংবাদিকরা গোটা সংবাদ সম্মেলনের পরিবেশকে 'হৃদয় বিদারক' বলছেন। তামিম ইকবাল এমন এক সময় ক্রিকেটকে বিদায় জানালেন যখন ২০২৩ ক্রিকেট বিশ্বকাপ শুরু হতে আর তিন মাস বাকি। তামিম ইকবাল এই সংবাদ সম্মেলনে অনুরোধ করেছেন, আমার টপিকটা এখানেই শেষ করে দেন, অন্তত আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের ক্ষেত্রে। কেন, কী, কী হতে পারতো, এটা শেষ করেন এখানেই। এখন পর্যন্ত তামিম ইকবালের ক্রিকেট জীবনে যারা সাথে ছিলেন, সতীর্থ ছিলেন সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি।

সুইডেনে কেন বার বার কোরআন পোড়ানো হয়

স্টকহোম (এজেন্সী) : সুইডিশ রাজধানী স্টকহোমের প্রধান মসজিদের সামনে পবিত্র ঈদুল আজহার দিনে প্রকাশ্যে কোরআন শরিফে যিনি আগুন দিলেন তিনি এক ইরাকি বংশোদ্ভূত ব্যক্তি।

সালওয়ান মোমিকা পাঁচ বছর আগে অভিবাসী হিসেবে সুইডেনে আসেন এবং সংবাদমাধ্যমকে তিনি জানিয়েছেন এখন তার সুইডিশ পাসপোর্ট রয়েছে। তিনি নিজেকে একজন নাস্তিক বলে দাবি করেন।

তার বক্তব্য, পশ্চিমা সমাজে গণতন্ত্র, ন্যায়বিচার, মানবাধিকার এবং নারী অধিকারের মতো বিষয়গুলোর সাথে কোরআন শরিফ সাংঘর্ষিক এবং তাই এটা নিষিদ্ধ করা উচিত।

কিন্তু সুইডেনে প্রকাশ্যে কোরআনের অবমাননার কাজটি তিনিই প্রথম করেননি।

এরও আগেও বেশ কয়েকবার সুইডেনে কোরআন পোড়ানো হয়েছে। গত এপ্রিল মাসে মালমো শহরে স্ট্রাম কুর্স নামের একটি কট্টর ডানপন্থী সংগঠন কোরআন শরিফ পোড়ায় এবং এর জেরে সে দেশে ব্যাপক বিক্ষোভ চলে।

স্ট্রাম কুর্স অভিবাসন বিরোধী ও ইসলাম বিদ্বেষী বলে পরিচিত এবং সংগঠনটির নেতৃত্বে রয়েছেন রাসমুস পালুদান নামের একজন উগ্রপন্থী।

চলতি বছর জানুয়ারিতে এবং ২০২০ সালেও সুইডেনে একই রকম ঘটনা ঘটেছে।

সুইডিশদের সাথে ইসলামের প্রথম পরিচয় হয় ১৬শ-১৭শ শতকে, যখন দেশটি সামরিক শক্তি অর্জন করছিল।

সুইডিশ সাম্রাজ্যের প্রসারের সাথে সাথে তার ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিও চরম আকার ধারণ করে। সুইডিশরা যদিও মূলত ক্যাথলিক ছিলেন, কিন্তু ১৬শ শতকে দেশটি একটি লুথেরান প্রটেস্টান্ট দেশে পরিণত হয়। ১৬৬৫ সালে সুইডিশরা তার পিতৃপুরুষের ধর্মমতকে বেআইনি ঘোষণা করেন।

সে সময় ক্যাথলিক ও মুসলমানদের প্রকৃত খ্রিস্টান ধর্মের শত্রু হিসেবে দেখা হতো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আর্থসামাজিক উন্নয়নের সাথে সাথে সুইডেনে উদারনৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটে।

দেশটি পরিচালিত হয় ধর্মনিরপেক্ষ আইনের আওতায়।

কিন্তু বর্তমান সময়ে সুইডিশদের মনোভাবে বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটছে বলে মনে করছেন সুইডেনের ইসলামিক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ওমর মুস্তাফা।

তিনি বলছেন, সুইডেনে ইসলাম বিদ্বেষ ক্রমশই বাড়ছে। আর সেটার বহিঃপ্রকাশ শুধু ইন্টারনেটে নয়, বাস্তবে মুসলমানদের জীবনে প্রতিনিয়ত তা ঘটছে।

কোরআন পোড়ানোর সর্বশেষ ঘটনার পর সংবাদমাধ্যমের কাছে তিনি নানা ধরনের বিদ্বেষমূলক কর্মকাণ্ডের বিবরণ দিয়েছেন।

এর মধ্যে রয়েছে : রাস্তাঘাটে মুসলমান নারীদের হেনস্থা, মুসলিমদের বাড়িঘরে আগুন দেয়া এবং মসজিদের ওপর চোরা হামলার ঘটনা।

সুইডেনে দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করছেন সাংবাদিক তাসনীম খলিল। সুইডিশ সমাজের মূল ধারার সঙ্গে তার পরিচয় গভীর। তিনি মনে করেন, এর পেছনে কাজ করছে রাজনীতি। পুরো ইউরোপ জুড়ে যে উগ্র ডানপন্থী মতবাদের উত্থান ঘটছে, তার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে সুইডেনেও।

তিনি ব্যাখ্যা করছেন, সুইডেনের বর্তমান সরকার যে একক বড় দলের সমর্থন নিয়ে ক্ষমতায় রয়েছে, সেই সুইডেন ডেমোক্র্যাট পার্টি গত নির্বাচনে ২০ ভোট পেয়েছে। ৩৪৯ আসনের সংসদে তারা পেয়েছে ৭২টি সিট।

সুইডেন ডেমোক্র্যাট পার্টি মূলত উগ্র ডানপন্থী দল যারা এক সময় নাৎসি ধ্যানধারণায় বিশ্বাস করতো। মাত্রা কম হলেও এরা এখনও বর্ণবাদী, এবং মাইগ্র্যান্ট বিরোধী।

ফলে যেসব কট্টর ডানপন্থী দলকে একসময় 'ফ্রিঞ্জ' বা প্রান্তিক গোষ্ঠী বলে মনে করা হতো তারাই এখন রাজনীতির ময়দানে প্রধান শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে, বলছেন তিনি।

এসব ডানপন্থী দল পরিকল্পিতভাবে সুইডিশ সমাজে যেসব বিষয় নিয়ে আলোচনা 'ট্যাবু' বা নিষিদ্ধ, তারা সেটা ভাঙতে চায়।

তাসনীম খলিল বিষয়টা ব্যাখ্যা করছেন এভাবে :জাতিগত বা ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সমস্যার সমালোচনা করা সুইডেনের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ভীষণ অপছন্দ। তারা মনে করেন, এসব লোক যুদ্ধপীড়িত দেশ থেকে এসেছে এবং এরা দুর্বল। তাই শুধু শুধু এদের খোঁচানো রুচিসম্মত কাজ নয়।

কিন্তু সুইডেনের সংবিধানে মত প্রকাশের স্বাধীনতার যে গ্যারান্টি রয়েছে কট্টর ডানপন্থী দলগুলো তাকে ব্যবহার করে সেই ট্যাবুকে এখন ভেঙে দিতে চাইছে এবং সংখ্যালঘুদের ওপর আক্রমণ চালানোর কাজে মত প্রকাশের সাংবিধানিক অধিকারকে ব্যবহার করছে, বলছেন তিনি, আর সেজন্যই আমরা কোরান পোড়ানোর মতো ঘটনাগুলো বেশি বেশি দেখতে পাচ্ছি।

মুসলমানরা এখানে জনসংখ্যার খুব একটা বড় অংশ নয়। কিন্তু তাদের উসকানি দেয়া সহজ। আর সামান্য উসকানিতেই সারা বিশ্বের মুসলমানরা উত্তেজিত হয়ে পড়েন। এবং নানা রকম ঘটনা ঘটান। আর সেই কাজটাই উগ্র ডানপন্থী শক্তিগুলো সুপরিকল্পিতভাবে করছে, যাতে মুসলমানদের ব্যাপারে সুইডেনের বৃহত্তর সমাজের দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন ঘটে।

ফ্রান্স, ব্রিটেন, জার্মানি, নেদারল্যান্ডস এবং সুইডেনে ইসলাম বিদ্বেষ নিয়ে গবেষণা চালিয়েছে ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া।

এর একজন গবেষক আবদেলকাদের এনজি দেখিয়েছেন, নব্বইয়ের দশকের গোড়া থেকে মুসলিমদের ব্যাপারে সুইডিশদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে শুরু করে। ২০১৪ সালে এক জরিপে দেখা যায় ৩৫ উত্তরদাতা মনে করেন ইসলাম ইউরোপীয় জীবনযাত্রার বিরুদ্ধে একটা হুমকি। ২০১৬ সালে আরেকটি জরিপে দেখা গেছে, ৩৫ সুইডিশ মুসলমানদের ব্যাপারে নেতিবাচক ধারণা পোষণ করেন, এবং ৫৭ মনে করেন শরণার্থীরা সুইডেনের জাতীয় নিরাপত্তার বিরুদ্ধে হুমকি।

আর এই ন্যারেটিভকেই কাজে লাগাচ্ছে উগ্র ডানপন্থী দলগুলো।

শুধু সুইডেন না, বিশ্বজুড়েই ইসলাম বিদ্বেষ বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে বার্কলে পলিটিক্যাল রিভিউতে এক নিবন্ধে লিখছেন জুডি সাফেইন।

বিশেষ করে সিরিয়া এবং ইরাকের মতো দেশের মুসলিমরা যারা নিজ দেশে যুদ্ধাপরাধ এবং আর্থিক সংকটের শিকার হয়েছেন। বিভিন্ন দেশে কট্টর জাতীয়তাবাদী মনোভাবের সাথে যুক্ত হয়েছে 'জেনোফোবিয়া' বা বিদেশিদের সম্পর্কে আতঙ্ক। মানুষ নিজের সাংস্কৃতিক পরিচয়, জীবিকা এবং এমনকি নিরাপত্তা হারানোর ভয়ে এখন 'অন্যদের' সাহায্য করতে অস্বীকার করছে। এটা কোন আশ্চর্যের বিষয় নয় যে সুইডেনের ঘটনাও একই রকম, লিখছেন তিনি।

শরণার্থী কিংবা অভিবাসীদের প্রতি মনোভাব বদলে যাওয়ার আরেকটি দিক উল্লেখ করেছেন জুডি সাফেইন তার ঐ নিবন্ধে। রাশিয়ার অভিযানের পর ইউক্রেন থেকে আসা শরণার্থীদের সাথে মধ্যপ্রাচ্য থেকে আসা শরণার্থীদের তুলনা করে তিনি লিখেছেন, সুইডেনের সংবাদমাধ্যম এবং রাজনৈতিক নেতারা বারবার করে উল্লেখ করেন, ইউক্রেনীয় শরণার্থীরা সিরিয়া থেকে আসা শরণার্থী নয়, এরা ইউক্রেন থেকে আসা শরণার্থী ... এরা খ্রিস্টান এবং এরা শ্বেতাঙ্গ।

একারণে ইউরোপে অখ্রিস্টান এবং জাতিগত সংখ্যালঘুদের প্রতি ঘৃণাসূচক অপরাধ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে তিনি মনে করেন।

কিন্তু বার বার করে কোরআন পোড়ানো কিংবা অন্য কোনভাবে মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করার প্রচেষ্টা সুইডিশ সমাজের মূলধারার আরেকটি দিককে সামনে তুলে এনেছে বলে মনে করছেন সাংবাদিক তাসলীম খলিল।

তিনি বলছেন, বৃহত্তর সুইডিশ সমাজ সংখ্যালঘুদের সমালোচনা না করলেও তাদের ব্যাপারে, তার ভাষায়, সফট বিগট্রি অফ লো এক্সপেকটেশন কাজ করে। অর্থাৎ সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠীর সদস্যদের কাছ থেকে খুব একটা কিছু আশা করা যায় না, এমন এক দৃষ্টিভঙ্গি। এটিও এক ধরনের বর্ণবিদ্বেষ।

তিনি বলছেন, এই বিদ্বেষের ফলেই সুইডিশদের অন্তত একাংশ মনে করেন ধর্মের ব্যাপারে যে ধরনের সংযত প্রতিক্রিয়া দেখানো উচিত, সংখ্যালঘু গোষ্ঠীগুলো সেভাবে তা দেখাতে পারে না।

আর এটাই কট্টর ডানপন্থী গোষ্ঠীগুলিকে কোরআন পোড়ানোর ব্যাপারে উৎসাহী করে তোলে বলে তিনি মনে করেন।

ইরাকি বংশোদ্ভূত সালওয়ান মোমিকা কিন্তু হঠাৎ করে কোরআন পোড়ানোর পরিকল্পনা করেননি।

মসজিদের সামনে বিক্ষোভ দেখানোর জন্য তিনি অনেক আগে সুইডিশ কর্তৃপক্ষের কাছে অনুমতি চেয়েছিলেন।

কিন্তু পুলিশ অনুমতি না দেয়ায় বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়ায় এবং এ নিয়ে তিন মাস ধরে মামলা চলে। শেষ পর্যন্ত আদালত তাকে অনুমতি দিয়েছিল।

কারণ সুইডিশ সংবিধান অনুযায়ী এধরনের বিক্ষোভ করার অধিকার তার রয়েছে।

এই ঘটনা নিয়ে মুসলিম বিশ্বে যে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় তাতে সুইডিশ সরকার বেশ হতচকিত হয়ে পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত 'চরম ইসলাম বিদ্বেষী' আখ্যা দিয়ে সালওয়ান মোমিকার কঠোর সমালোচনা করে।

কিন্তু এই ঘটনার পর বাক স্বাধীনতার সীমা নিয়ে সুইডেনে শুরু হয়েছে ব্যাপক বিতর্ক।

সুইডিশ পুলিশ এখন বলছে, শুধু কোরআন না, তাওরাত এবং বাইবেল পোড়াতে চায় এমন ব্যক্তিদের কাছ থেকে বিক্ষোভের জন্য তারা নতুন আবেদনপত্র পেয়েছে।

সুইডেনের কিছু উদারপন্থী ভাষ্যকারও এখন মনে করছেন যে এধরনের বিক্ষোভকে ঘৃণাসূচক কাজ হিসেবে গণ্য করা উচিত। কারণ কোন নির্দিষ্ট জাতিগোষ্ঠীকে লক্ষ্য এসব করা হচ্ছে, যা সুইডিশ আইনে নিষিদ্ধ।

অন্যদিকে, সুইডেনের ভেতরে অনেকেই বলছেন যে ধর্মের সমালোচনা করা, এমনকি সেটি যদি ঐ ধর্মবিশ্বাসীদের কাছে আপত্তিকর বলেও মনে হয়, তাহলেও তার অনুমতি দেয়া উচিত।

পাশাপাশি তারা বলছেন, ব্লাসফেমি আইন ফিরিয়ে আনার জন্য সুইডেনের ওপর যে চাপ দেয়া হচ্ছে তাও প্রতিরোধ করা উচিত।

ধর্মনিরপেক্ষ সুইডেনে কয়েক দশক আগে আইনটি বাতিল করা হয়েছিল।

স্টকহোমে ছ'মাসের মধ্যে দ্বিতীয়বার কোরআন পোড়ানোর ঘটনায় নেটো জোটে সুইডেনের সদস্যপদ পাওয়ার আশা আরেকবার ধাক্কা খেতে যাচ্ছে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

আর যে সময়ে এই ঘটনা ঘটেছে তা নিয়েও উঠেছে প্রশ্ন। ইউক্রেনে রুশ অভিযানের পর সামরিক জোটনিরপেক্ষতার দীর্ঘদিনের নীতি বিসর্জন দিয়ে সুইডেন এবং ফিনল্যান্ড গত বছর নেটোর সদস্যপদের জন্য আবেদন করেছিল।

সদস্যপদ পাওয়ার জন্য নেটোর সব সদস্য রাষ্ট্রের অনুমোদন প্রয়োজন হয়। কিন্তু তুরস্ক ও হাঙ্গেরি এখনও সুইডেনের আবেদনের প্রতি সমর্থন জানায়নি।

তুরস্কের এরদোয়ান সরকার বারবার করে অভিযোগ করেছে যে নিষিদ্ধ ঘোষিত বিদ্রোহী দল কুর্দিস্তান ওয়ার্কার্স পার্টির বা পিকেকেকে এবং আরও কিছু তুর্কি বিরোধী দলকে সুইডিশ সরকার আশ্রয় প্রশ্রয় দিচ্ছে।

আঙ্কারার সরকার এদেরকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করে।

এদের বিরুদ্ধে সুইডিশ সরকার ব্যবস্থা না নিলে তারা নেটোতে যোগদানে সমর্থন জানাবে না।

এর বিরুদ্ধে গত জানুয়ারি মাসে স্টকহোমে তুর্কি দূতাবাসের সামনে একটি বড় ধরনের বিক্ষোভ হয়েছিল। সে সময়ও কোরআন শরিফ পোড়ানো হয়। ঐ বিক্ষোভটি আয়োজন করেছিলেন কট্টর ডানপন্থী ও ইসলাম বিরোধী নেতা রাসমুস পালুদান।

ব্রিটেনের প্রভাবশালী পত্রিকা দ্যা গার্ডিয়ান খবর দিচ্ছে যে মি. পালুদানের ঐ বিক্ষোভের জন্য সরকারি পারমিটের ৩২০ সুইডিশ ক্রোনার অর্থ জমা দিয়েছিলেন ক্রেমলিনপন্থী টিভি চ্যানেল আরটি'র প্রাক্তন সাংবাদিক চ্যাং ফ্রিক।

মি. ফ্রিক এখন সুইডেন ডেমোক্র্যাট পার্টির খবর নিয়মিতভাবে কভার করেন। পারমিটের অনুমতির জন্য অর্থ দেয়ার কথা তিনি স্বীকার করেছেন। তবে বলেছেন তিনি কাউকে কোরআন পোড়াতে বলেননি।

সুইডিশ মিডিয়া সে সময় জানিয়েছিল, নেটো সদস্যপদ পাওয়ার সুইডিশ প্রচেষ্টাকে নস্যাৎ করতে ঐ বিক্ষোভের পেছনে কাজ করেছে ক্রেমলিন সরকার।

ফলে এবারও তেমন কোন লক্ষ্য ছিল কিনা, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে সংবাদমাধ্যমে।

ওদিকে, তুর্কি প্রেসিডেন্ট রেচেপ তাইয়েপ এরদোয়ান গত সোমবার ইঙ্গিত দিয়েছেন যে নেটোতে সুইডেনের সদস্যপদ অনুমোদন করতে তার দেশ এখনও প্রস্তুত নয়।

তিনি বলেছেন, 'হোম ওয়ার্ক' শেষ করার জন্য স্টকহোমকে আরও কঠোর পরিশ্রম করতে হবে।

স্টকহোমে আমাদের পবিত্র গ্রন্থ কোরআনের ওপর জঘন্য হামলা আমাদের সকলকে ক্ষুব্ধ করেছে, তিনি বলেন, দু'শ কোটি মুসলমানের অনুভূতির প্রতি এই বিকৃত অবহেলা কোন মৌলিক মানবিক মূল্যবোধের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে না, চিন্তার স্বাধীনতা তো নয়ই। সব মিলিয়ে সুইডেনের এখন শ্যাম রাখি না কূল রাখি অবস্থা।

ওয়াগনার প্রধান প্রিগোশিন রাশিয়াতে, বলছেন বেলারুসের প্রেসিডেন্ট

বেলারুসঃ রাশিয়ার ভাড়াটে বাহিনী ওয়াগনারের প্রধান ইয়েভগেনি প্রিগোশিন - যিনি গত মাসে স্বল্পস্থায়ী এক বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এখন বেলারুসে নয়, রাশিয়াতে আছেন বলে জানিয়েছেন বেলারুসের প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডার লুকাশেঙ্কো।

বিদ্রোহ চলাকালে প্রিগোশিনকে শেষবারের মতো রাশিয়ার দক্ষিণাঞ্চলীয় রোস্তভ অন ডন শহরে দেখা গিয়েছিল। এর পর থেকে তার অবস্থান নিয়ে অনেক জল্পনা কল্পনা শোনা গেছে।

বেলারুসের নেতার মধ্যস্থতায় ওই বিদ্রোহের অবসান ঘটে এবং সমঝোতায় বলা হয় যে প্রিগোশিনের বিরুদ্ধে যেসব মামলা দায়ের করা হয়েছিল সেগুলো প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে এবং তিনি ও তার সৈন্যরা বেলারুসে চলে যাবেন।

মাত্র এক সপ্তাহ আগে মি. লুকাশেঙ্কো, যিনি ১৯৯৪ সাল থেকে বেলারুসের ক্ষমতায় রয়েছেন, বলেছিলেন প্রিগোশিন বেলারুসে গিয়ে পৌঁছেছেন।

কিন্তু আজ বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের তিনি বললেন : প্রিগোশিন সেন্ট পিটার্সবার্গে আছেন। তিনি বেলারুসের ভূখণ্ডে নেই।

কিন্তু বিবিসি প্রিগোশিনের ব্যক্তিগত বিমানের চলাচলের ওপর নজর রাখছিল। তাতে দেখা গেছে জুলাই মাসের শেষের দিকে তার বিমানটি বেলারুসে গিয়ে পৌঁছালেও, সেদিন সন্ধ্যাবেলাতেই আবার রাশিয়াতে ফিরে গেছে।

এর পর থেকে এই বিমানটি বেশ কয়েকবার মস্কো ও সেন্ট পিটার্সবার্গের মধ্যে চলাচল করেছে, কিন্তু তাতে প্রিগোশিন ছিলেন কি না সেটা পরিষ্কার নয়। বেলারুসের নেতা মি. লুকাশেঙ্কো ওয়াগনার প্রধান প্রিগোশিনের বর্তমান অবস্থান সম্পর্কে যে বক্তব্য দিয়েছেন, বিবিসির পক্ষ থেকে সেটাও যাচাই করে দেখা সম্ভব হয়নি।

মি. লুকাশেঙ্কো বৃহস্পতিবার আরো বলেছেন আমি যতো দূর জানি ওয়াগনারের বাকি যোদ্ধারাও তাদের ঘাঁটিতেই অবস্থান করছে যার মধ্যে হয়তো রয়েছে ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চল অথবা রাশিয়ার ক্রাস্নোদার অঞ্চলের একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। বেলারুসের নেতা বলছেন ওয়াগনারের কিছু যোদ্ধাকে যে বেলারুসে আশ্রয় দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছিল সেটা এখনও বহাল আছে। তিনি তাদেরকে সাবেক সোভিয়েত আমলের বেশ কিছু সামরিক স্থাপনা ব্যবহার করারও প্রস্তাব দিয়েছিলেন।

প্রিগোশিন ও তার যোদ্ধাদের বেলারুসে আশ্রয় দেওয়ার ব্যাপারে বেলারুশে প্রতিবেশী ও নেটোর সদস্য দেশগুলোর পক্ষ থেকে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছিল।

কিন্তু ওয়াগনারের স্বপ্ন ভিন্ন, বলেন মি. লুকাশেঙ্কো। সে বিষয়ে নিশ্চয়ই আমি আপনাদের কিছু বলবে না। তাদেরকে স্থানান্তরের বিষয়টি এখনও সমাধান হয়নি।

মি. লুকাশেঙ্কো বলেন ওয়াগনারের যোদ্ধাদের বেলারুসে চলে আসার মধ্যে তিনি কোনো ধরনের ঝুঁকি দেখেন না। এবং তিনি মনে করেন না যে এই যোদ্ধারা তার দেশের বিরুদ্ধে কখনও অস্ত্র তুলে ধরবে।

ওয়াগনার গ্রুপ একটি বেসরকারি বাহিনী যারা রাশিয়ার কাছে ভাড়াটে সৈন্য সরবরাহ করছে। ওয়াগনারের যোদ্ধারা রুশ সেনাবাহিনীর নিয়মিত সৈন্যদের পাশাপাশি ইউক্রেনে যুদ্ধ করছে।

প্রিগোশিনের নেতৃত্বে বিদ্রোহের সময় ওয়াগনারের যোদ্ধারা ইউক্রেনের ক্যাম্প থেকে রুশ সীমান্ত পার হয়ে রাশিয়ার দক্ষিণাঞ্চলীয় রোস্তভ অন ডন শহরে ঢুকে পড়ে এবং সেখানে কিছু সামরিক স্থাপনা দখল করে নেয়।

ওয়াগনারের যোদ্ধারা এর পরে রাজধানী মস্কোর অভিমুখে অগ্রসর হতে থাকে। এই পরই ক্রেমলিন রাজধানীসহ বিভিন্ন অঞ্চলে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করে।

প্রিগোশিন রুশ সামরিক নেতৃত্বের সমালোচনা করে আসছিলেন। তার অভিযোগ ছিল যে তার বাহিনীকে যুদ্ধ করার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে অস্ত্র ও গোলাবারুদ সরবরাহ করা হচ্ছে না।

ওয়াগনার প্রধান রুশ প্রতিরক্ষামন্ত্রী সের্গেই শোইগু এবং জেনারেল ভ্যালেরি গেরাসিমভের তীব্র সমালোচনা করে তাদের বিরুদ্ধে ইউক্রেন যুদ্ধে ব্যর্থ পরিকল্পনার অভিযোগ আনেন।

রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এই বাহিনীর বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ এনেছেন। কিন্তু যে সমঝোতার অধীনে এই বিদ্রোহের সমাপ্তি ঘটে তাতে প্রিগোশিনকে নিরাপত্তা দেওয়ার পাশাপাশি ওয়াগনারের বিরুদ্ধে আনা ফৌজদারি অপরাধের অভিযোগ প্রত্যাহার করে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়।

এই বাহিনীর যোদ্ধাদের বলা হয় যে তারা রাশিয়ার নিয়মিত সেনাবাহিনীর সঙ্গে চুক্তি করতে পারে অথবা যার যার বাড়িতে, কিম্বা বেলারুসেও চলে যেতে পারে।

এর আগে মি. লুকাশেঙ্কো সাংবাদিকদের বলেছিলেন যে ওয়াগনারের ভাড়াটে সৈন্যরা যদি তাদের নেতার সঙ্গে যোগ দিতে চায় তাহলে তারা বেলারুসের পরিত্যক্ত একটি সামরিক ঘাঁটিতে গিয়ে থাকতে পারে।

সম্প্রতি তোলা স্যাটেলাইট ছবিতে দেখা গেছে রাজধানী মিন্সকের কাছে সাবেক একটি সামরিক ঘাঁটিতে তাঁবু বসানো হচ্ছে। তবে ওয়াগনারের যোদ্ধারা সেখানে গেছে কি না সেটা স্পষ্ট নয়।

'জমি ও ফ্ল্যাট নিবন্ধন কর ব্যাপক বৃদ্ধি'

ঢাকা (এজেন্সী) : জমি ও ফ্ল্যাট নিবন্ধন কর ব্যাপক বৃদ্ধি দৈনিক কালের কণ্ঠের প্রথম পাতার একটি খবর। প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে, ঢাকা, চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুরসহ দেশের সব এলাকার সম্পত্তি নিবন্ধন কর দ্বিগুণ করা হয়েছে। দেশের যে কোনো এলাকায় স্থাবর সম্পত্তি বা জমি ও ফ্ল্যাটের মালিকানা হস্তান্তরে দ্বিগুণ কর গুনতে হবে। তবে নিবন্ধন কর হিসেবে সবচেয়ে বেশি অর্থ গুনতে হবে রাজধানীর গুলশান, বনানী, মতিঝিল, দিলকুশা, নর্থ সাউথ রোড, মতিঝিল সম্প্রসারিত এলাকা এবং মহাখালী এলাকার স্থাবর সম্পত্তির মালিকদের। এসব এলাকায় সম্পত্তি কিনলে ক্রেতাকে জমি, ফ্ল্যাট বা যেকোনো স্থাপনা নিবন্ধনের জন্য কাঠাপ্রতি ৮ শতাংশ বা ২০ লাখ টাকার মধ্যে যেটি সর্বোচ্চ, তা দিতে হবে। আয়কর আইন ২০২৩-এর আওতায় উৎস কর বিধিমালায় নতুন ওই কর নির্ধারণ করেছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। গত ২৬ জুন এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর ৩ জুলাই বিধিমালা গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে। সরকারি কর্মচারিদের ৫ প্রণোদনা দেয়া নিয়ে কালের কণ্ঠ প্রধান শিরোনাম করেছে - ৪০০ থেকে ৪ হাজার টাকা বেতন বাড়ছে। প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে, সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদের মূল বেতনের ৫ শতাংশ হারে বিশেষ প্রণোদনা দেওয়ার কথা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।